বভ্রুবাহন।

(নাট্যকাব্য)

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।

(প্রথমাভিনয় রজনী ১৩০৬ সাল, ১০ই ভাদ্র)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম, এ

প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

(২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬

মূল্য ॥০ আট আনা।

বিজ্ঞাপন।

আমার কতকগুলি শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এই পুস্তকে গান স
বেশিত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় সহ
ও বিজ্ঞ বন্ধুদিগের নাটকান্তর্গত গানগুলির উপর তীব্র সমালোচ-
নায় আমি আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করি। কেননা ইহাে
আমি অনুমান করিতে পারি যে আমার "বভ্রুবাহন" না
হইয়াছে। তাঁহাদিগের সরল ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত সমালোচন
জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি শ্রীযুত
অমৃতলাল দত্ত (হাবু বাবু) অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের গা
গুলিতে স্বর সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস নৃত্যের শিক্ষাবিধান করিয়াছেন।

গ্রন্থকার।

যাঁহার স্নেহ-সুধায় সিঞ্চিত হইয়া

এই

'বভ্রুবাহন'

ফুলটী ফুটিয়াছে

সেই পূজ্যপাদ মদগ্রজের

শ্রীকরকমলে

এই ফুল অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ।	
নারদ।	
অর্জ্জুন।	
অনন্ত	নাগদেশাধিপতি।
ইলাবন্ত	উলূপীর পুত্র।
বভ্রুবাহন	চিত্রাঙ্গদার পুত্র।
পুণ্ডরীক	উলূপীর ধর্ম্মপুত্র।
নীলধ্বজ	মাহিষ্মতীপুরের রাজা।
লগন	অনন্তের ভৃত্য।
ভব	শাপভ্রষ্ট জনৈক বসু ও গঙ্গার জ্যেষ্ঠ তনয়।

সেনাপতি, মন্ত্রী, দারুক, সৈনিক, প্রহরী, দূত ও বালকগণ।

স্ত্রী।

সত্যভামা।	
গঙ্গা।	
উলূপী }	অর্জ্জুনের পত্নীদ্বয়।
চিত্রাঙ্গদা }	

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রী-সঙ্গিনী, নাগবালা ও

গন্ধর্ব্ববালাগণ প্রভৃতি।

বভ্রুবাহন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন-সম্মুখ।

বালকগণ।

(গীত)

এমনি করে রাখাল সনে বনে বনে বাজিয়ে বাঁশরী।
গো-কুলে ছুটিয়ে দিয়ে, গোধুলির ধুলায় নেয়ে,
গোকুলে ফিরিত হরি॥
এগোনে ছুটত ধেনু, পিছনে বাজত বেণু,
গাইত পাখী পরাণকানুর বাঁশীর সুর ধরি।
আনত অনিল ফুলের বায়, চলত যেথায় রাখালরায়,
কৃষ্ণ দেখে উঠত নেচে ময়ূর ময়ূরী॥

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। হ্যাঁরে ছেলেরা, তোরা আমার ইলাবন্তকে দেখেছিস্?

১ম বা। না মা, আরতো মা তোমার ছেলে আমাদের সঙ্গে খেলায় না।

২য় বা। তোমার ছেলে কোথায় গেছে মা ?

উলূপী। তাই যদি জানব তাহ'লে তোদের জিজ্ঞাসা করবো কেন ?

৪র্থ বা। দেখ মা তোমার ছেলের মতন একজনকে একটু আগে বনের ভেতর ঢুকতে দেখেছি।

উলূপী। সেকি !

২য় বা। হাতে তীর ধনুক।

৩য় বা। হ্যাঁ—তুইওতো ছিলি, দেখলিনি কে যেন একজন বনের ভেতর ঢুক্‌লো।

উলূপী। দেখলি যদি বারণ করলিনি কেন, সঙ্গে করে আনলিনি কেন।

২য় বা। তোমার ছেলে তাতো জানতে পারিনি মা।

৩য় বা। তাইতো—কে তো কে! তাই কিছুই বললুম না।

২য় বা। তোমার ছেলে জানলে তখনি তাকে ডেকে আনতুম, বনে ঢুকতে দিতুম না।

উলূপী। বনে ঢুকেছে কি ?

২য় বা। হ্যাঁ মা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

উলূপী। কতক্ষণ দেখেছিস ?

২য় বা। এই একটু আগে।

১ম বা। সেকি! এই একটু আগে দেখলি আর আমাকে বললিনি! আমি যে বনে ঢুকে তাকে ফিরিয়ে আনতুম।

৩য় বা। মা এখন উপায় ? সন্ধে হ'ল, যদি মা বনের অন্ধকারে পথ না খুঁজে পায় ?

উলূপী। শীঘ্র তোদের রাজাকে সংবাদ দে।

২ম বা। আয় আয়—শীগ্‌গির আয়।

[বালকগণের প্রস্থান।

উলূপী। কাজতো ভাল হচ্ছে না! দৌহিত্রের স্নেহে অন্ধ-নাগরাজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটী করছেন, তিনিতো পুত্রকে তার বাপের কাছে পাঠাচ্ছেন না! পাঠাবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন না। পুত্র এখনও পিতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানতে পারলে না। অস্থির সন্তান, এখন যদি নিজের বিপদ ডেকে আনে, তার জন্য দায়ী কে? নাগরাজ, না—তার কি! ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পুত্রের জীবনের ভারতো আমার হাতে। স্বামী যদি এসে পুত্রের সংবাদ নেন, নেবেন আমার কাছে! আমার পিতাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবেন না। পুত্রকে আর এখানে একদণ্ড রাখা কাজ ভাল হচ্ছে না।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। তোর সঙ্গে ছেলে এল—তুইতো একা, ছেলে কোথায়?

উলূপী। ছেলেতো আমি সঙ্গে করে আনিনি। সে আপনি আসে আপনি যায়, এখন কোথায় তা আমি কি জানি।

অনন্ত। তোকে জানতেই হবে! ছেলে যখন তোর অবহেলা অগ্রাহ্য ক'রে, আমার এত আদর যত্ন উপেক্ষা ক'রে তোর পিছন পিছন আসে, তখন ছেলে কোথায় তোকেই বলতে হবে, না বললে তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

উলূপী। ছেলে বনে।

অনন্ত। বনে!

উলূপী। গভীর বনে ধনুর্ব্বাণ হাতে প্রবেশ করেছে।

অনন্ত। সেকি!

উলূপী। ছেলেরা বললে, কিছুক্ষণ আগে তাকে বনে ঢুকতে দেখেছি।

অনন্ত। সেকি! অবহেলায় ছেলেটাকে মেরে ফেললি!

উলূপী। মেরে ফেললুম আমি না তুমি! আগলেই যদি রাখতে পারবে না, তখন যার ছেলে তা'র কাছে পাঠিয়ে দেওনা কেন।

অনন্ত। বল সর্ব্বনাশী ছেলে কৈ?

উলূপী। বনে।

অনন্ত। সন্ধে হ'ল যে!

উলূপী। তা আমি কি করবো।

অনন্ত। তুমি কি করবে! ছেলে যেখানে গেছে তোমায়ও সেইখানে পাঠিয়ে দেব।

উলূপী। পাঠিয়ে দিতে হবে কেন, এই যে আমি নিজে যাচ্চি।

অনন্ত। আ সর্ব্বনেশে মেয়ে অন্ধকার হয়ে এল যে!

উলূপী। অন্ধকারের আর অপরাধ কি! তোমার জন্যে সে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসে রইল। দেখলে যখন তুমি একান্তই এলে না, তখন আর কি করে, কাজেই সুড় সুড় করে এসে উপস্থিত হয়েছে।

অনন্ত। ওরে কে কোথায় আছিস!

(লগনের প্রবেশ)

লগন। মহারাজ!

অনন্ত। মাটি করলে! এত লোক থাকতে কানা বেটা এসে উপস্থিত হলি!

লগন। কি করতে হবে অনুমতি কর।

অনন্ত। যা আগে একটা চোখ জোগাড় করে নিয়ে আয় তারপর অনুমতি। ওমা উলূপী. উপায়? আমি বৃদ্ধ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়েছে কি করি!

উলূপী। পিতা উতলা হবেন না। তাকে শুধু মাত্র শিশু জ্ঞান করবেন না, মনে রাখবেন সে বিশ্ববিজয়ী তৃতীয় পাণ্ডবের পুত্র। নিজের বলের উপর বিশ্বাস না থাকলে কখনই সে এমন অসময়ে অসহায় হয়ে বনে প্রবেশ করতো না। আপনি ঘরে যান, আমিই তার সন্ধান করছি।

অনন্ত। তুই যে মেয়ে!

উলূপী। কিন্তু নাগরাজের মেয়ে।

অনন্ত। ওরে বেটা লগনা করলি কি!

লগন। তাইতো! কিছুই যে আমার করা হচ্ছে না মহারাজ, এমন অবেলায় একটা চোখ পাই কোথায়?

অনন্ত। যা বেটা তোর মায়ের সঙ্গে যা।

উলূপী। কা'কেও যেতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক— ঘরে যাও। আমি এখনি তারে ধরে আনছি।

[প্রস্থান।

অনন্ত। সামান্য একটা কাজ ছেলে খুঁজে আনা, এও যদি তো হতে হবে না তাহ'লে বেটা তোকে নিয়ে আমি করবো কি।

লগন। তাইতো!

অনন্ত। তাইতো কিরে বেটা?

লগন। আজ্ঞে সেইটেইতো ভেবে ঠাওরাচ্ছি।

অনন্ত। তুই দাঁড়িয়ে রইলি আর মেয়ে ছেলে খুঁজতে বনে গেল।

লগন। মেয়ের বড় অন্যায়! মেয়ে—তা'র বনে যাওয়াটা কোন মতেই উচিত হয়নি।

অনন্ত। তাহ'লে যাবে কে?

লগন। তাইতো একজনেরতো যাওয়া চাই।

অনন্ত। তবে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—পাজীবেটা।

লগন। আজ্ঞে তাইতো দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার কোনমতে উচিত হয়নি।

অনন্ত। উচিত হয়নি বলছিস তবু দাঁড়িয়ে রয়েছিস।

লগন। তাতো রয়েইছি।

অনন্ত। মেয়ের সঙ্গে যানা বেটা।

লগন। অনুমতি করুন।

অনন্ত। অনুমতি তো দু'ঘণ্টা আগে করেছি।

লগন। সেতো কাটাকাটি হয়ে গেছে। আপনি বললে যা, মা বললে না।

অনন্ত। (কর্ণে ধরিয়া) কেন তোমার কি বিবেচনা নেই?

লগন। কৈ আর! মহারাজ তুমি আমার একচোখ দেখে আমায় বল কানা, কিন্তু ছুঁচের ভেতরে যখন সূতো দিতে হয়, তখন এই লগনা বেটা না হলে যে হয় না। বিবেচনা—আমি কানা—কথায় কথায় কানা—বিবেচনা! আমার বিবেচনা—কর্ত্তা কানা, মেয়ে কানা—নাতী কানা। বেটার টিয়াপাখী সেও পর্য্যন্ত কিনা কানা বলতে শিখেছে। কেন আমি কি দেখতে পাইনা, না আমার বিবেচনা নেই।

অনন্ত। বেরো বেটা।

লগন। তাই তাই— [প্রস্থান।

অনন্ত। কি করি! এ ছেলে যে ক্রমে সমস্যার কথা হয়ে দাঁড়াল। যার সন্তান. তা'র কাছে পাঠান ভিন্ন যে গতি নাই। কিন্তু কেমন করে পাঠাই? আমার নয়নের মণি, একদণ্ড না দেখতে পেলে যে সব অন্ধকার! হরি উপায় কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন।

ইলাবন্ত ও নারদ।

ইলা। বেশ হয়েছে, বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু একস্থানে জড় হয়েছে! এক বাণে এ অরণ্য আজ প্রাণীশূন্য করবো। (ধনুতে শর যোজনা)

নারদ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

(ইলাবন্তের প্রণাম)

দীর্ঘায়ু হও। কিন্তু নরাধম একি তোর আচরণ?

ইলা। কি আচরণ ঠাকুর?

নারদ। বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু বিনাশ করবার সঙ্কল্প করেছিস। এ দুর্ম্মতি তোরে কে দিলে?

ইলা। কেন দুর্ম্মতি কেন?

নারদ। জীবহত্যা করতে এসেছিস আবার বলছিস দুর্ম্মতি কেন।

ইলা। তোমার হিংস্র জন্তু জীবহত্যা করে কেন?

নারদ। তারা জীবহত্যা করে আপন আপন জীবন রক্ষার জন্য।

ইলা। আর আমি তাদের হত্যা করতে এসেছি, আমার মায়ের জীবন রক্ষার জন্য।

নারদ। তোর মায়ের জীবন রক্ষার জন্য! কেন তোর মা কি অসহায়া অবলা?

ইলা। মা একা বনের ধারে আসে, একলা চুপটী করে বসে থাকে। তোমার হিংস্র জন্তু আমার মাকে হত্যা করতে এসে ছিল।

নারদ। তোর মাকে বনের ধারে আসতে বারণ কর্। তোর পিতা বাসুদেবের আদেশ ভিন্ন কোনও কাজ করে না। তাঁর অনুমতি না পেলে দ্বারসমীপস্থ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত দূর করে দেয়না। নরাধম কর্ম্মবীরের সন্তান তুই, তোর অকারণ প্রাণী হত্যা—এ অকার্য্য কেন?

ইলা। কেন ঠাকুর, মাকে রক্ষা করা কি সন্তানের কার্য্য নয়?

নারদ। উপদেশে রক্ষা কর, অস্ত্রে কেন! মাকে বনের ধারে আসতে বারণ কর্।

ইলা। আমার দাদা, মাকে কত বারণ করেছে, মা শোনে না। সঙ্গে লোক দিয়েছে, মা রাখতে চায়না।

নারদ। কেন আসে?

ইলা। তা আমি কি জানি, আর আমার জানবার প্রয়োজন কি। পোড়া উদরের জন্য তোমার বাঘের যদি প্রাণীহত্যা কার্য্য হয়, তাহ'লে মাতৃরক্ষার জন্য আমার বাঘহত্যা কার্য্য হবে না কেন? মা বনে এলে আমি তা'র সঙ্গে আসব, তা'র দেহ রক্ষা করবো, কিম্বা একবারে নিরাপদ করবার জন্য, তোমার বনের বাঘ উজোড় করবো। নাও—সর্ সন্ধ্যা হয়!

নারদ। তোর ভয়ে বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু আমার চরণপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে।

ইলা। রক্ষা করতে চাও, তোমার চরণ প্রান্ত বিদ্ধ হবে।

নারদ। বলিস কি !

ইলা। আর বলাবলি কি, কর্ত্তব্য স্থির করে তবে বনে প্রবেশ করেছি।

নারদ। বালক, এই বিপন্ন পশু ক'টার কাতর রোদনে তোর প্রাণ কি একটুও বিগলিত হ'ল না ?

ইলা। কেন হবে না ঠাকুর, এই দেখ না আমারও চক্ষে জল ঝরছে, কিন্তু কি করবো ঠাকুর, এ আমার কর্ত্তব্য। মা আমার পাগলিনী, এ বন থেকে ও বন ঘুরে বেড়ায়।

নারদ। মায়ের শরীর রক্ষী হয়ে সর্ব্বদা তা'র সঙ্গে থাকনা কেন।

ইলা। মা যদি আমায় কোথাও যেতে আদেশ করে।

নারদ। তুই তা'দের বিনাশে কৃতসংকল্প, আমিও তা'দের রক্ষায় কৃতসংকল্প।

ইলা। বেশ রক্ষা কর। (ধনুতে পুনঃ বাণ যোজনা)

নারদ। ক্ষুদ্র বালক, এত বলদর্প ! জানিস আমি মুহূর্ত্তে তোর হস্ত স্তম্ভিত করতে পারি।

ইলা। চোখ রাঙাও কেন ঠাকুর কর না। আর এতই যদি শক্তির অহঙ্কার তাহ'লে ওই প্রাণীগুলোকে ফলমূলাশী করনা কেন। স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকমূলে কি তা'দের উদরপূর্ত্তি হয় না ?

নারদ। যা ভাই, তো'কে পারলেম না। এই একটা মণি নে, এই মণি তোর মাকে দিগে যা তাহ'লে তোর মায়ের আর হিংস্র জন্তুর ভয় থাকবে না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। এই নে ভাই, সাবধান করে নিয়ে যা যেন ফেলে দিসনি।

[ইলাবন্তের প্রস্থান।

না, এমন সামগ্রী হাতে পেয়ে ছাড়া হচ্ছে না।

[প্রস্থান।

(উলূপী ও ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এইখানে—ঠিক এইখানে—কৈ মা, আরতো দেখতে পাচ্ছিনি।

উলূপী। কি—জিনিসটে কি ?

ইলা। রোস আর একটু খুঁজে দেখি—তোকে দেখাই।

উলূপী। আর খুঁজতে হবে না। তোর দাদা অস্থির, ঘরে চল। হতভাগ্য সন্তান, কা'কেও না বলে এমন অসময়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিস জীবনের আশঙ্কা নাই ?

ইলা। তবে বলি শোন। তুই দিবারাত্রি বনে বনে ঘুরিস বড় ভয় হয়! কি জানি কখন কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক থাকবি, আর তখন যদি বাঘে তোকে তুলে নিয়ে যায়! আমি খেলাতে খেলাতে অন্য মনস্ক হয়ে হয়তো কতদূর গিয়ে পড়বো দেখতে পাব না। এমন মা'টী তুই আমার বাঘের পেটে যাবি তাই বড় ভয় হয়। দাদা লোক সঙ্গে দিলে তাড়িয়ে দিবি কাজেই তোর জন্য আমি মন খুলে খেলাতে পারি না। তাইতে হয়েছে কি জানিস মা, মনে মনে স্থির করলুম বনের বাঘ উজোড় করবো।

উলূপী। বুনোদের মাঝে থেকে থেকে তোরও বুনো বুদ্ধি

হয়েছে। ভুলে গেছিস তুই আমার গর্ভে জন্মেছিস; তোকে দেখলে যে বাঘ ভয় পায়, সে বাঘ কি আমার কাছ পর্য্যন্ত আসতে পারে! সেকি বুঝতে পারে না যে এই অবলা রমণীই তার মৃত্যু ভয়ের ঘর।

ইলা। তবে সে দিন তেড়ে এসেছিল কেন?

উলূপী। সে দিন মুখ দেখেনি তাই বুঝতে পারেনি আমি তোর জননী।

ইলা। তা হ'তে পারে, কিন্তু আমিতো বুঝতে পারিনি, তাই ব্যাঘ্রকুল নির্ম্মূল করবো বলে এইখানে এসে উপস্থিত হলেম। এসে দেখি এক বৃদ্ধকে ঘেরে বনের সব হিংস্র জন্তু ওই গাছটার তলায় বসে আছে।

উলূপী। বৃদ্ধ!

ইলা। জটাধারী—গায়ে নামাবলী—হাতে বীণা—এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী! মা এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী!

উলূপী। তারপর?

ইলা। আমি জন্তুগুলোকে এক স্থানে পেয়ে মহানন্দে যেমন ধনুতে বাণ যোজনা করলুম, বাঘগুলো ত্রাহি ত্রাহি করে উঠলো। অমনি সন্ন্যাসী ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও বলে আমার কাছে ছুটে এল। আমি তখন স্থির সঙ্কল্প, বামুনের কথা কাণেও তুললেম না।

উলূপী। আ হতভাগা ছেলে ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা করে প্রাণী হত্যা করলি! আমার সর্ব্বনাশ করলি!

ইলা। চুপ কর্‌না বেটী, কথা শেষ না হ'তে হ'তেই চেঁচিয়ে উঠলি।

উলূপী। তাই বলি বাসুদেব যার সহায় তা'র জন্য আমার প্রাণ কাতর হয় কেন! তাঁর হতভাগা বর্ব্বর সন্তান নিত্য তাঁর পুণ্যক্ষয় করছে তাকি জানি!

ইলা। আরে মর বেটী, আমি আগে কি বলি শোন তার পর গাল দিতে হয় দিস। মাকে ভক্তি করতে হয় আগে বলেছিলি কেন বেটী!

উলূপী। মাতৃভক্তির অছিলা করে তুই জীবহত্যা করবি।

ইলা। তবে রোস বেটী, একটা বাঘকে নিমন্ত্রণ করে এনে তোর মুণ্ড খাওয়াচ্ছি।

উলূপী। দূর হ' সুমুখ থেকে কুরুকুলাঙ্গার। নাগবংশের স্বভাব পেয়েছ, খলতা শিখেছ?

ইলা। একি কথা বললি মা!

উলূপী। জনার্দ্দন, এই বালকের অপরাধ যেন আমার স্বামীতে স্পর্শ না করে। দেখো ঠাকুর দেখো, দয়াময় আমাকে অভাগিনী ক'রনা।

ইলা। এ সব কি কথা মা!

উলূপী। ছিছি ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা! অতি গর্হিত কাজ! মহাপাপ করেছিস ইলাবন্ত।

ইলা। না, এ বেটী কইতে দিলে না। বলি তুই ব্রাহ্মণের কথা না উঠতেই চেঁচাতে লাগলি কিন্তু সে আমার কথা শুনে খুসী হয়ে আমাকে একটা মণি উপহার দিলে। বলে দিলে, এই মণি তোর মাকে দিগে যা। এ মণি কাছে রাখলে তোর মায়ের আর বন্যজন্তুর ভয় থাকবে না। ঠাকুর থাকলে তোকে দেখাতুম, যখন নাই তখন আর কি করবো। এই মণি দিলুম এই নে, নিয়ে বনে

ঘুরতে হয় ঘোর, বাঘের মুখে যেতে হয় যা, আমার তা'তে আর কোন আপত্তি নাই। (প্রস্থানোদ্যত)

উলূপী। ওরে ও ছেলে শোন! ঠাকুর আর কি বললে বলে যা।

ইলা। আর কিছু বলেনি।

উলূপী। আমার ছেলে হয়ে ঠকে এলি! অমন দয়ালঠাকুর পেয়ে একটা তুচ্ছ মণি নিয়ে চলে এলি!

ইলা। খুব করেছি।

[প্রস্থান।

উলূপী। বটে, তবে এই তোর মণি ফেলে দিলুম।

(নারদের পুনঃ প্রবেশ)

নারদ। কর কি মা, কর কি মা! সঞ্জীবনী মণি তোমার পুত্রের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে তোমায় দিয়েছি। অবহেলায় নিক্ষেপ ক'র না, দেবতার আকিঞ্চন হাতে পেয়ে ফেলে দিওনা।

উলূপী। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর তোমার মণি তুমি ফিরিয়ে নাও। বালক পেয়ে মণি দিয়ে ভুলিয়ে দিলে! আশীর্ব্বাদ করলে যে এইরূপ সহস্র মণির কার্য্য করতো।

নারদ। মণির সঙ্গে সঙ্গে আশীষ দিয়েছি। বহু আরাধনায় প্রাপ্ত যোগেশ্বরদত্ত এই মণি, অকাল মরণের ঔষধ, কাছে রাখলে মৃত্যু ভয় থাকবে না। যদি তোমার প্রিয়জনের মধ্যে কা'রও মৃত্যু হয় তাহ'লে এই মণি তা'র বক্ষে স্থাপিত ক'র। মণির জ্যোতিঃ হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণ-রসে পরিণত হবে।

উলূপী। যদি বহু আত্মীয়ের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়?

নারদ। শুদ্ধ একবার। মৃতের দেহে জীবন সঞ্চার করেই এ মণি নিষ্প্রভ।

উলূপী। আমায় পরীক্ষায় ফেলতে চাও কেন ঠাকুর। আমার কত আত্মীয়, কা'কে রেখে কা'র মুখ চাইব! তোমার মণি তুমিই নাও।

নারদ। তবে দাও, শীঘ্র দাও। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রধূমিত, দুই চারদিনের মধ্যে জ্বলে উঠবে, আমি আর বেশীক্ষণ এ দেশে অপেক্ষা করতে পারব না।

উলূপী। কিসের জন্য ঠাকুর?

নারদ। রাজ্য উপলক্ষ করে কুরুপাণ্ডবে বিসম্বাদ, বিনা যুদ্ধে তা'র নিবৃত্তি হবে না। দাও মা, যদি মণি গ্রহণের অভিলাষ না থাকে শীঘ্র ফিরিয়ে দাও।

উলূপী। (প্রণাম) কৃপাময়! মণিই যদি আপনার কৃপার নিদর্শন তথন একে আর ফেরালেম না, কাছে রাখলেম।

নারদ। সন্তুষ্ট হলেম নাগনন্দিনী, আশীর্ব্বাদ করি স্বধর্ম্ম পালন কর। বীরজননী! ঘরে যাও, গিয়ে সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান কর। বালক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুক।

[উলূপীর প্রস্থান।

নাগনন্দিনী! মণি দিলেম না, অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেম। এই জটিল সমস্যাময় সংসারে দেখবো মা কেমন করে তুই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিস! নারায়ণ প্রেরিত হয়ে নাগকন্যাকে দেখতে এসেছি, মণি দিয়ে মণির পরীক্ষা। সৌন্দর্য্যময়ী! যেন হতাশ না হই। হরি! হরি!

তৃতীয় দৃশ্য।

দরদালান।

অনন্ত ও ইলাবন্ত।

অনন্ত। কি হয়েছে দাদা?

ইলা। আমি আজ এক মাণিক পেয়েছি।

অনন্ত। কোথায় পেলি দাদা? কেমন মণি দাদা?

ইলা। সুন্দর মাণিক! এক ঠাকুর আমায় দিয়েছে।

অনন্ত। বামুনকে কিছু দিতে পারিস না, নিলি কেন দাদা। তোর ঘরে কত মণি গড়াগড়ি খাচ্ছে, তোর আবার বামুনের কাছ থেকে মণি নেওয়া কেন দাদা।

ইলা। সে মণি তোমার রত্নভাণ্ডারে নেই। সে সুন্দর মণি যার কাছে থাকে তার মৃত্যু ভয় থাকে না।

অনন্ত। বলিস কি!

ইলা। যদি কা'রও অকালমৃত্যু হয়, সেই মণি মৃতদেহের বুকে দিলে সে তখনি বেঁচে উঠবে।

অনন্ত। বলিস কি! অবাক করলি যে ভাই। কৈ সে মণি?

ইলা। যাকে দিয়েছি।

অনন্ত। এই সর্ব্বনাশ করলে! সে হতভাগা মেয়েকে দিতে গেলি কেন! সে এখনই হয়তো স্বামীর মঙ্গলের নাম করে সেই মণি কোন দেবতাকে উচ্ছুগ্গু করে দেবে। শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটী দেবতা, সে বেটীর দেবতা কোটী কোটী—সংখ্যা নেই। কোথায় যে তা'র কোন্ দেবতা পড়ে আছে, তারতো ঠিক নেই, এখন দিয়ে ফেললে পাবি কি করে।

ইলা। তার জন্তে মণি এনেছি তাকে দিয়েছি, তারপর থাকে না থাকে আমার কি।

(উলূপীর প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে, এই যে, মণিটে দিতে এসেছিস মা?

উলূপী। কোন্ মণি?

অনন্ত। এই যে খানিক আগে ভাইজী তোকে দিয়েছে।

উলূপী। তা সেত আমায় দিয়েছে, তোমায় দেব কেন।

অনন্ত। এই দেখ পাগলামী আরম্ভ করে। মণি তোরই হ'ল, তা'তে আমার কাছে রাখতে দোষ কি! তোর মা মাথার ঠিক নেই কোথায় ফেলে দিবি! এমন অমূল্য মণি যদি ভাগ্যক্রমে পেয়েছিস, দে মা আমার হাতে দে, আমি যত্ন করে তুলে রাখি।

উলূপী। সে মণি আমি কা'কেও দেব না।

অনন্ত। এই দেখ লেঠা বাধিয়ে বসল! ওরে বাঁদর মেয়ে, আমি বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি, আমি নিজে বাঁচবার জন্য কি এই মণি চাইছি। মা পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যে যদি এই সোণারচাঁদ আমার গৃহে উদয় হয়েছে, তখন তা'কে রক্ষা করবার উপায় দেখা চাইনি কি মা? দে মা দে—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব না—তোদের জিনিস তোদেরই থাকবে।

উলূপী। দেব?

অনন্ত। হ্যাঁ মা দে। আমি তুলে রেখে দেব বইত নয়, মাঝে মাঝে দেখতে চাস দেখতে পাবি—দে।

উলূপী। এই নাও—কিন্তু দেখ যখন চাইব তখনই দিতে হবে ওজর আপত্তি করতে পারবে না।

অনন্ত। কিছু করবো না! কিছু করবো না! তবে যে জন্ম

চাইবি মা, ভগবান যেন সে বিপদ না ঘরে এনে উপস্থিত করেন। এ শোভার জিনিস যেন শোভাই থাকে, একে যেন আর কাজ না করতে হয়। দে মা—আবার হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

উলূপী। না আমার কাছে থাক।

অনন্ত। আবার কি হ'ল? আচ্ছা তুই যা ভয় ভাবছিস, যা মনে ক'রে আমাকে দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিস—ঈশ্বর না করুন, তাই যদি হয়—যদি তোর স্বামীর কোন প্রকার বিপদ ঘটে, তাহ'লে তখনি বার করে দেব। ছি ছি আমাকে কি নরাধম ঠাওরেছিস? আমি নিজ হাতে বনের ভেতর থেকে এত বড় একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলুম, আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? কিছু বুদ্ধি নেই? যখন চাইবি তখনই পাবি, এখন আমার কাছে দে, হারিয়ে ফেলবি।

ইলা। ভয় করছিস কেন, দেনা মা। আমি যদি মরি, আর তোর অমতে যদি দাদা আমাকে বাঁচাতে চায়, আমি বাঁচব না। আমি প্রাণ না নিতে চাইলে দাদা কি জোর করে আমাকে প্রাণ গছিয়ে দেবে! বুড়োর সাধ্য কি! দে তুই নির্ভয়ে দে।

উলূপী। তোর দাদার কথায় বিশ্বাস হয় না।

অনন্ত। কি! কি বললি সর্ব্বনাশী! আমার কথায় বিশ্বাস হয় না? যা দূর হয়ে যা। তোর মণি নিয়ে তুই দূর হয়ে যা। অবাধ্য কন্যা! অসমসাহসিনী! এত বড় স্পর্দ্ধা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বললি!

উলূপী। রাগ কর কেন বাবা। যে দিন তুমি আমাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলে সেই দিনই না তুমি আমাকে বলেছিলে, মা এতদিন আমার ছিলি এখন থেকে হলি এই মহাপুরুষের। আমার যা কিছু গুরুত্ব দেবত্ব সব একে সমর্পণ করলুম। এর

মঙ্গল চিন্তাই তোর ধর্ম্ম, এর অনুবর্ত্তিনী হওয়া—এর আদেশে আপনাকে চালিত করাই তোর কর্ম্ম। তুমিইতো আমাকে স্বামী-পূজা করতে উপদেশ দিয়েছ। তোমার আদেশ গুরুর আদেশ জ্ঞান করে আমি স্বামীর আরাধনা করি। নির্জ্জনে বসে স্বামীর মঙ্গল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তবে এখন এ অভিমান কেন? এ খেদ কেন? মনে এ ঈর্ষা কেন?

অনন্ত। স্বামীই কি তোর দেবতা হ'ল? আর আমি জন্মদাতা—শাস্ত্রমতে পরম দেবতা—আকাশ হতেও উঁচু, তোর চক্ষে কি আমি কিছু নই? আমাতে কি একটা তৃণেরও উচ্চতা নেই।

উলূপী। তুমি দেবতা, কিন্তু দেবতায় দেবতায় যদি ঈর্ষা দ্বেষ বিবাদ অবস্থান করে, তবে দৈত্যদানব কি অপরাধ করেছে? তা'দের আমরা ঘৃণা করি কেন?

অনন্ত। ঈর্ষা দেষ কিসে দেখলি? অর্জ্জুন যখন এ রাজ্যে ভ্রমণ করতে এল তোরই সঙ্গেতো প্রথমে দেখা হ'ল। কিন্তু তুই তা'কে আদর অভ্যর্থনা কিছুই না করে পথ হতে বিদেয় করে দিয়েছিলি। সে তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে, তুই মুখ ফিরিয়ে চলে যাস।

উলূপী। তখন তিনি কে আর তুমি কে! তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল। তখন তুমি দেবতা! তোমার আদেশে আমি চন্দ্রশেখরের পূজা করতে চলে ছিলুম। তুমি বলেছিলে একমনে চলে যাবি, পথে কা'রও সঙ্গে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করবিনি।

অনন্ত। বেশতো, তার ফলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরকে স্বামী পেয়েছিস। কিন্তু আমি কি করেছিলুম—তার আগমন সংবাদ পেয়ে

বহু সম্মানে তাকে গৃহে আনলুম, নানাবিধ উপহার সমেত তুই সর্ব্বনাশীকে দান করলুম, এক বৎসর এ স্থানে অবস্থান করলে, এক দিনের জন্যও অমর্য্যাদা করলুম না।

উলূপী। কিন্তু যেই তা'র সন্তান হ'ল অমনি কৌশলে তা'কে দেশ হ'তে দূরীভূত করে দিলে।

অনন্ত। আমার কৌশল না তা'র কৌশল। যে কয়দিন অজ্ঞাত-বাসের জন্য এই পর্ব্বত প্রদেশে তা'র থাকার প্রয়োজন ছিল সেই কয়দিন এখানে রইল—সময়ও উত্তীর্ণ হ'ল—দ্বাদশ বৎসরও পূরে গেল আর কার্য্যের ছল করে—তুই বোকা মেয়ে তোকে কি ছাই পাঁশ বুঝিয়ে চলে গেল।

উলূপী। তা'র কার্য্য আছে তাই গেল তা'তে তোমার কি?

অনন্ত। ওই—ওই—মাথামুণ্ড কার্য্যইতো তার অছিলা। তোর মতন বোকা সর্ব্বনেশে হাড়হাভাতে মেয়ে না হলে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এত দুঃখ ভোগ করতে হয়? বেশ স্বামীর কার্য্যই যদি আছে জানিস্, তবে পথে পথে বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে তা'র জন্য কেঁদে কেঁদে মরিস কেন?

উলূপী। কেঁদে কেঁদে মরিস কেন! সেতো তোমারই আচরণে। তোমার ভিতরে সরলতা দেখতে পেতুম তা'হলে আমাকে কাঁদতেও হ'ত না, আর তোমার অবাধ্য হয়েও আমাকে জীবন কাটাতে হ'ত না। তিনি চলে গেলেন তাঁর ইচ্ছা। তুমি কেন তাঁর সন্তান তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে না। এ পুত্রে তোমার অধিকার কি! একি পুত্রিকা সন্তান? বভ্রুবাহন? আমি কি তোমার অভিপ্রায় বুঝিনি? পুত্রহীন, স্বরাজ্য রক্ষার জন্য দৌহিত্রের লোভে তুমি আমাকে সমর্পণ করেছিলে। কিন্তু পাছে স্বামী তোমার অভিপ্রায়

বুঝে মনোমত কর্ম্ম না করে, তাই তুমি মনের কথা মনে রেখে শাস্ত্রসম্মত আমাকে দান করেছিলে। শাস্ত্রমত কন্যাদান করেছ—যা তুমি আমাকে যৌতুক দিয়েছ—ভগবান আমাকে যা দান করে-ছেন সমস্তই আমার স্বামীর। তুমি আমার স্বামীর ধন এই পুত্রকে অপহরণ করে রেখেছ। এই মহা অকার্য্যের জন্য আমি অনুতাপ করবো না—কাঁদবো না?

অনন্ত। বেটী নাগার মেয়ে—বেটীর কি ধর্ম্মজ্ঞান! কোথায় আমার বংশধরকে পাঠাব সর্ব্বনাশী! এ কি তোর দ্রৌপদী সুভদ্রার গর্ভজাত সন্তান যে আত্মীয় স্বজনের কাছে আদর পাবে? নাগিনীর গর্ভে জন্মেছে। অর্জ্জুনের অন্যান্য ছেলে যেখানে পা রাখে ও সেখানে মাথা রাখতে পারবে না। ওর ভাই অভিমন্যু বাপের বুকে স্থান পাবে, আর তোর ছেলে সেখানে হতাদরে জীবন কাটাবে?

উলূপী। সেখানে দাসত্ব করতে হয় দাসত্ব করবে—ভৃত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হয় তাই থাকবে। তবু আপনার ঘর ফেলে তোমার এখানে রাজত্ব করবে কেন?—সেখানে মাথা রাখবার জন্য ত্রিপাদ ভূমিও ওর গর্ব্ব করবার সামগ্রী।

অনন্ত। আমি ওকে কখন পাঠাব না।

উলূপী। আমিও মণি দেব না।

অনন্ত। না দিস দূর হ'।

[উলূপীর প্রস্থান।

আয় ভাই আমরা যাই। মার দিকে চাইছিস কি? ও বেটী উন্মাদিনী। নে আয়।

ইলা। এ তবে কা'র বাড়ী?

অনন্ত। তোর—আবার কার। এই অট্টালিকা—সমস্ত ধন—এই নাগরাজ্য—এত প্রজা—এখানকার যা কিছু সব তোর।

ইলা। না, এ তবে কা'র বাড়ী?

অনন্ত। সে কি কথা ভাই, এ সব যে তোমার।

ইলা। না, ঠাকুর বললে আমি কর্ম্মবীরের সন্তান—মা বললে কুরুকুলাঙ্গার—তুমি বললে বাপ অর্জ্জুন—আমার ভাই অভিমন্যু; এ তবে কা'র বাড়ী?

অনন্ত। এস ভাই আজ তোমাকে রত্নের ভাণ্ডার খুলে দিই; রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করে দিই আজ হতে তুমি এ দেশের রাজা। সকলে এসে তোমার কাছে মাথা দিয়ে ভূমি স্পর্শ করুক। আমি বনের মানুষ বনে যাই।

ইলা। না, এ তো আমার নয়—এ তো আমার নয়! মা, মা কোথায় গেলি!

অনন্ত। সব তোর, আর কারও এ ধনে অধিকার নাই।

ইলা। কেন থাকবে না, আমি কি পুত্রিকা সন্তান? বভ্রুবাহন? মা, মা কোথায় গেলি!

[প্রস্থান।

অনন্ত। না এইবারে দেখছি সোণার সংসারে আগুন লাগল!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

অনন্ত ও গণকবেশী নারদ।

অনন্ত। দেখ ঠাকুর! মেয়েতো বহুকাল বিগড়েছে। তার সঙ্গে একমাত্র দৌহিত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ সন্তান—চাঁদের মতন—বুদ্ধিমান—শক্তিমান সেটাকে পর্য্যন্ত বিগড়ে দিয়েছে।

নারদ। ভাল—তোমার মেয়েকে একবার দেখাওতো।

অনন্ত। একবার দেখতো ঠাকুর হতভাগা মেয়ের অদৃষ্টে কি আছে। দেখে যাহ'ক একটা বিধান কর। যদি মেয়ের মন ভাল করে দিতে পার তাহ'লে তোমাকে এক হাজার দুধওয়ালা গাই, একশ' আড়া ধান আর হাজার ভরি সোণা দেব। দাও ঠাকুর যে কোন উপায়ে মেয়ের মনটা ভাল করে দাও।

নারদ। মেয়ের মন থাকলেই ভাল করে দেব আর যদি না থাকে তাহ'লে কি করবো নাগরাজ!

অনন্ত। একটু খুঁজে পেতে ভাল করে তল্লাস করে দেখলেই জানতে পারবে। তোমরা ঠাকুর অন্তর্যামী, তোমাদের কাছে কি বেটী মন লুকিয়ে রাখতে পারবে।

নারদ। ভাল—তার কি রাশিতে জন্ম হয়েছে?

অনন্ত। রাশিতে জন্ম হয়েছে কি!

নারদ। বুঝতে পারছ না—

অনন্ত। না।

নারদ। তোমার মেয়ের যে জন্মটা হয়েছে—তা সেটা কোন রাশিতে?

অনন্ত। রাশি কি! মেয়ের জন্ম হয়েছেতো আঁতুড় ঘরে—

নারদ। আঁতুড় ঘরেতো জন্ম হয়েইছে। কিন্তু রাশিতে জন্ম হয়নি?

অনন্ত। আরে গেল, রাশি কি!

নারদ। না—এইবারে বিশ্বে ঝান্ খেলে! মূর্খের হাতে পড়ে গেলেম দেখছি। ভাল আমি বুঝিয়ে বলছি, তোমার মেয়ের জন্ম হয়েছেতো?

অনন্ত। তাতো হয়েইছে—না হলে এত বড়টা কি করে হ'ল।

নারদ। হ্যাঁ এইবারে তুমি বোঝবার পথে কতকটা এগিয়ে এসেছ।

অনন্ত। তা এগিয়েছি—এটা তুমি ঠিক বলেছ। বিশ্বে নেই, কিন্তু বুদ্ধির জোরে এই এত বড় রাজ্যটা প্রতিষ্ঠা করেছি।

নারদ। তাহ'লে তোমার মেয়ের জন্ম হয়েছে, এটা এক রকম নিশ্চয়?

অনন্ত। নিশ্চয়! নিশ্চয়!!

নারদ। আর জন্ম যখন হয়েছে, তখন একটা রাশি সে সময় ছিলই ছিল—

অনন্ত। কি বললে ঠাকুর! এ কি তোমার বামুন ক্ষত্রিয়ের আঁতুড় ঘর যে সেখানে কোথাকার কে—চেনা নেই শোনা নেই এক বেটা রাশি এসে থাকবে!—বল কি ঠাকুর!

নারদ। এই মজালে! আর বেশি বোঝাতে গেলে অদৃষ্টে ঠেঙানি আছে দেখছি। না নাগরাজ, আর রাশি থেকে কাজ নেই—চল তোমার মেয়েকে একবার দেখে আসি।

অনন্ত। তুমি পণ্ডিত হয়ে এমন কথাটা কি করে কইলে ঠাকুর!

নারদ। ওটা ভুলক্রমে হয়ে গেছে নাগরাজ! তোমার মতন বুদ্ধিমানের মেয়ের জন্ম সময়ে রাশি—

অনন্ত। রাশি!—ঠাকুর-ঘরের মতন পবিত্র আঁতুড়-ঘর! তা'তে এক বেটা কি জাত কোথায় ঘর, জানা নেই শোনা নেই—রাশি!

নারদ। হয়েছে—হয়েছে বুঝতে পেরেছি, নাও চল তোমার মেয়েকে দেখিগে।

অনন্ত। চল।

নারদ। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

অনন্ত। বল ঠাকুর।

নারদ। মেয়ের জন্ম সময়ে একটা নক্ষত্র ছিলতো?

অনন্ত। একটাও ছিল না। পূর্ণিমার রাত্তির ছিল বটে, কিন্তু চাঁদটী পর্য্যন্ত ছিল না। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা—আর ছিল কি না ছিল তাকি দেখবার সে সময়! সর্ব্বনাশী জন্মগ্রহণ করলেন আর গর্ভধারিণীটীকে খেয়ে ফেললেন।

নারদ। জন্মমাত্রেই মাকে খেয়েছে! ও তাই! তাহ'লেতো মেয়ে গণ্ডে জন্মেছে।

অনন্ত। দেখ ঠাকুর মূর্খ মনে করে যা খুসি তাই বল না। রাজত্ব কর্‌ছি—আর দু' একখানা পাঁজিপুঁথি পড়িনি মনে করেছ যে তোমার তামাসা বুঝতে পারিনি! গণ্ডে জন্মাকগে তোমাদের দেশে। আমাদের এ মূর্খুর দেশে ছেলেপুলে সব পেটে হয়। আমার মেয়ে সেই পেটেই হয়েছে।

নারদ। যেতে দাও যেতে দাও। নাও চল তোমার মেয়েকে দেখাবে চল।

অনন্ত। তাই চল তাই চল; না না আর যেতে হবে না, ওই উন্মাদিনী আসছে। সর্ব্বনাশী একবার করে আসে, ছুটো একটা কথা কয় আর জ্বলে যায়; জবাব করলেও চটে যায়, চুপ করে থাকলেও তাই। মিষ্টি কথা কইলুমতো যেন আগুনে ঘী ঢাললুম। ছুটো কড়া কথা কইলুমতো যেন আগুনে বাতাস দিলুম। সময় নেই অসময় নেই মেয়ে আমার চব্বিশ ঘণ্টাই দাউ দাউ! এ আগুনে রোগ ঠাণ্ডা করবার উপায় কি ঠাকুর?

নারদ। আহা কি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা তোমার নাগরাজ!

অনন্ত। অপূর্ব্ব সুন্দরী ঠাকুর, অপূর্ব্ব সুন্দরী! উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলো করে ওই সব পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যখন ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন দেবতারা পাহাড়ে বসে মেঘে জড়ান চাঁদ লোফালুফি করছে।

নারদ। এমন ভগবতী সদৃশ নন্দিনী পেয়েও তুমি অসুখী নাগরাজ?

অনন্ত। একেবারে নিরেট অসুখী! প্রাণের ভেতর এমন একটুও ফাঁক নেই যে তার ভেতর এক ফোঁটা আধ ফোঁটা সুখও লুকিয়ে রাখি। চেষ্টা করে দেখেছিলুম। এক একবার মনে করি কে কা'র কন্যা কে কা'র কি! এই রকম ছ' একটা শাস্ত্রের বুকনি দিয়ে, সুখটোকে একটু ভারী করে প্রাণের ভেতর ছেড়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু ঠাকুর সে থাকতে পারবে কেন! মেয়েটার মলিন মুখটো আর ছলছলে চোখ ছুটো দেখলেই, প্রাণের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত একেবারে গুলিয়ে উঠল, শাস্ত্র কথা অমনি গলে গেল, সুখ অমনি টপ করে ভেসে উঠল, দেখতে দেখতে কণ্ঠায় এলো, তারপর এক ঢেঁকুর—বস্। ছ'চার দিন মেয়েটার ভাব গতিক

দেখে একটু আধটু আনন্দও এসেছিল, কিন্তু ঠাকুর, দু'চার দিন আনন্দ আসতেই বুঝেছি, যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও ভাল, তবু এক আধদিনের জন্যে আমার আনন্দ কাজ নেই। বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচি—এতটুকু আনন্দের পেটে ঠাকুর এত বড় যাতনা। ওই মেয়ে আসছে ওকে দুটো একটা জিজ্ঞাসা করে বোঝ ওর মনের ভাবটা কি। ঘরে থাকতে চায়, না চলে যেতে চায়। থাকতে হয় থাক, যেতে হয় যা, আর দুই করতে চাস দুই-ই কর। থাকিস্ হাসিমুখে থাক। ছেলের বে দিই, বউ নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর। আর চলে যেতে চাস স্বামীকে পত্র লিখি, সে এসে নিয়ে যাক।

নারদ। সাক্ষাৎ ভগবতীর মতন মেয়ে—নিষ্কলা, শোভনা, শুদ্ধা, স্নিগ্ধ জ্যোতি স্বরূপিণী—এমন মেয়ে পেয়েও তুমি অসুখী নাগরাজ!

অনন্ত। ভগবতী—যা বলেছ ঠাকুর, মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। কিন্তু আমার অদৃষ্টটাও ঠাকুর ভগবতীর বাপের মতন। ওই বুড়ো হিমালয়ও যেমন মেয়ে নিয়ে সারা জীবনটা জ্বলে পুড়ে মরছে, আমারও তাই। হিমালয়কেও যেমন মনের আগুন মনে চেপে ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে মাথাটী তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, আমাকেও তাই করতে হচ্ছে ঠাকুর। মুখ ফুটে যে দু'দণ্ড কাঁদব তার যো নেই। রাজকার্য্য দেখা আছে, নাতিটী পাছে মন মরা হয়ে যায়, তাইতে তার মুখও চাওয়া আছে।

(উলূপীর প্রবেশ)

আরে মর আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালি কেন? ঠাকুরকে প্রণাম কর, তোর মনের দুঃখ কালিমা যা কিছু আছে ঠাকুরকে বল। ঠাকুর ধুয়ে মুছে তুলে দেবে এখন?

উলূপী। কি ঠাকুর, আমার দুঃখ দূর করতে এসেছ?

নারদ। (স্বগতঃ) ভাগ্যবতী, আশীর্ব্বাদ আর কি করবো? সকল আশীষের মূল যিনি, তিনি তোর স্বামীর সহচর। বিশ্বপ্রাণ যারে দিবারাত্রি ঘেরে আছে তারে আর দীর্ঘজীবনের লোভ দেখাব কি?—হ্যাঁ মা—জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যবসায়ী আমি মানুষের ভাগ্য গণনা করে থাকি। যদি জানতে পারি দুঃখী, যদি বুঝতে পারি অদৃষ্টে রোগ শোক বিয়োগ বিচ্ছেদ আছে, তাহ'লে স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে প্রতিকারেরও চেষ্টা করি।

অনন্ত। ওর অগণ্য অংসখ্য দুঃখু ও আর তোমাকে কি বলবে আর তুমিই বা কোনটার প্রতিকার করবে! তার চেয়ে তুমিই ওর হাত দেখ—দেখে খুঁজে পেতে যে ক'টা দুঃখু আছে বার কর, আর একটা একটা করে প্রতিকার কর।

উলূপী। ভাল ঠাকুর দেখতো ইন্দ্র তুল্য স্বামী যার, জয়ন্ত তুল্য সন্তান যার, গিরিরাজ তুল্য যার পিতা তার মনে কি দুঃখ আছে—দেখতো ঠাকুর।

নারদ। আচ্ছা দেখছি—মা তোর চতুর্থস্থানে শুক্র আছে।

অনন্ত। সে কি ঠাকুর, তুমি কি বলছ! মায়ের অঙ্গের এক স্থানে একটা আঁচড় নেই আর তুমি বললে কি না চতুর্থ স্থানে শুক্কুর। নিঁখুত সুন্দরী আমার মেয়ে, তার চতুর্থ স্থানে শুক্কুর! নে বেটী হাত গুটিয়ে নে।

নারদ। এই মাটি করলে! নাগরাজ! গোড়া থেকে বাধা দিলেতো আর গণনা করা হয় না।

অনন্ত। আর গুণে কাজ নেই। বিশ্বে তোমার এক কথাতেই বোঝা গেছে।

নারদ। আগে ফলটা শোন তারপর রাগ করতে হয় কর।

অনন্ত। ফল আছে! ফল আছে!, তাহ'লে থাক, তাতে কোনও আপত্তি নাই।

নারদ। লগ্নে যদি থাকে কাণা, হেলায় পোষে শতেক জনা।

অনন্ত। বল কি,, লগনা বেটা কাণা এ তোমার জ্যোতিষ্ক বলে দিয়েছে!

নারদ। এই বুঝলে নাগরাজ, জ্যোতিষের ক্ষমতাটা দেখলে।

অনন্ত। বারে জ্যোতিষ্ক! :বারে জ্যোতিষ্ক! মেয়ের হাত দেখলে আর চাকর লগনা—সে বেটার চোখের খুঁৎ ধরা পড়ে গেল! ঠাকুর, তোমার জ্যোতিষ্কঠাকুরকে একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েতো।

নারদ। র'স জ্যোতিষ আরও কত কি বলে দেখ।

অনন্ত। বল বল—বারে জ্যোতিষ্ক! লগনা বেটা কাণা—বারে জ্যোতিষ্ক!

নারদ। যদি বামনা ফিরে চায় ঘোড়ায় দোলায় চেপে যায়।

অনন্ত। বা·বা! ও উলূপী ওমা এ জ্যোতিষ্কঠাকুর যে আমায় পাগল করে দিলে! আজ কাল ঘোড়ায় চড়িস তা না হয় কোন রকমে জানতে পেরে বললে, কিন্তু ছেলে বেলায় কবে একবার দোলায় চেপেছিলি তাও কি না জ্যোতিষ্কঠাকুর বলে দিলে! ঠাকুর তুমি হাত দেখা রেখে সেই জ্যোতিষ্কঠাকুরকে পাঠিয়ে দাও, আমি তাকে কুকুর পিটে খাওয়াব।

নারদ। তবেই জ্যোতিষ্কঠাকুরের ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল দেখছি। আচ্ছা আরও শোন—তোমার এই মেয়ের স্বামী দিগ্বিজয়ী বীর। এর এক সন্তান সে বড় মাতৃভক্ত।

উলূপী। কৈ ঠাকুর তাত আমি বুঝতে পারিনি।

নারদ। তুমি পারনি মা, আমি পারছি।

অনন্ত। না, এ বেটার জ্যোতিষ আমাকে আর টেঁকতে দিলে না। তুই বুঝতে পারিসনি সর্ব্বনেশে মেয়ে আমি বুঝেছি। আজকে তার এক কথাতেই বুঝেছি। তুই তাকে আমার হাতে ফেলে বনে বনে ঘুরলি, ছেলেকে বুকে করে মানুষ করলুম, বেটার ছেলে কি না মায়ের এক কথাতেই তেউড়ে গেল! এত সাধ্যসাধনা করলুম সোজা হ'ল না! মা ছুটল, ছেলেও কি না তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল!

নারদ। তারপর শোন বাছা তোমার স্বামী বিদেশে—

উলূপী। তা থাক, তাতে আমার দুঃখ কি?

নারদ। তোমার দুঃখ নয়, কিন্তু তাঁর দুঃখ। পতিবল্লভে! তোমার স্বামীর সর্ব্বদা আকিঞ্চন, কি করে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হন—কিন্তু স্বামীর কার্য্যহানি হবার ভয়ে তুমি ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা কর স্বামী যাতে তোমাকে ভুলে যান!

অনন্ত। ওরে বেটী, এই তোমার দুঃখু!

উলূপী। আমি যে নাগনন্দিনী ঠাকুর! তিনি স্বর্গের মানুষ আর আমি পাতালের। তিনি আলোকময় রাজ্যের রাজা, আর আমি ঘনান্ধকারের চির সহচরী। আমার কথা স্মরণে এলেও যে তাঁ'কে জ্যোতিহীন হতে হবে ঠাকুর।

নারদ। নাগনন্দিনী! তোমার এত প্রার্থনা স্বত্ত্বেও স্বামী তোমার চিন্তা করেন। আর তার প্রতিকারের উপায় হয় না বলে তোমার মনে থাকে থাকে অমঙ্গল চিন্তা ওঠে।

উলূপী। সেটা মিছেতো ঠাকুর।

নারদ। যখন প্রশ্ন তুললে নাগনন্দিনী, তখন আমাকে বলতে হ'ল—সতী তুমি তোমার মনে যদি একটা চিন্তা ওঠে, সেটা একেবারে অকারণ নয়। তবে তুমি মা শুধু বীররমণী নও—বীরজননী।

উলূপী। একি পুত্র সম্বন্ধে?

নারদ। তোমার পঞ্চমস্থানে রাহু আছে।

অনন্ত। মেয়েকে বোকা পেয়ে যা খুসী তাই বলতে লাগলে দেখছি যে। একি ন্যাকামী পেয়েছ নাকি! বার কর—মেয়ের পঞ্চম স্থানে কোথায় রাহু আছে বার কর। না বার করতে পারলে বুঝেছ, বামুন বলে মানবো না, বার করতেই হবে। চাঁচা ছোলা অঙ্গ, তুলি দিয়ে রঙ করা, কোথাও কিছু কখন দেখতে পেলুম না—আর বিটলে বামুন এসে না দেখেই চতুর্থস্থানে শুক্কুর! পঞ্চমস্থানে রাহু! আচ্ছা রাহু থাকলে কি হয়?

নারদ। নাগরাজ তোমাকে বলবো?

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন বিপদ আছে!

উলূপী। ইলাবন্তের আর অন্য বিপদ কি পিতা! অভাগ্য তুমি—কালস্বরূপিণী কন্যাকে লাভ করে অবধি তুমি একদিনের জন্য সুখী হলে না! আমাকে যে দণ্ডে লাভ করলে, সেই দণ্ডেই পতিব্রতা সতী নাগকুল-লক্ষ্মী আমার জননী, জন্মের মত তোমাকে ত্যাগ করে গেলেন।

অনন্ত। সে আপদতো চুকে গেছে, তারপর কি?

উলূপী। আমি বৃথা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলুম—তোমার কোন কাজ করতে পারলুম না।

অনন্ত। তোর কোন কাজ করতে হবে না। তুই যেমন স্বামীর চিন্তা নিয়ে আছিস তেমনি থাক। তারপর কি?

উলূপী। তারপর! তারপর কি বলবো ঠাকুর! ঠাকুরের কথায় আভাষেও বুঝতে পারলে না বাবা!

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন অমঙ্গল আছে?

উলূপী। তোমার দৌহিত্র শোক, আর অমঙ্গল কি? কেমন না ঠাকুর?

নারদ। আহা নাগনন্দিনী! এমন সর্ব্বসুলক্ষণা তুমি, তোমার দুর্ভাগ্য! সতী তোর অদৃষ্টে পুত্র শোক!

অনন্ত। সে কি!

উলূপী। ঠাকুর, এর কি প্রতিকার নাই?

অনন্ত। সে কি পুত্র শোক! কথনই হতে পারে না। ইলাবন্তের শোক!—সইতে পারবো না। আচ্ছা ঠাকুর কোন্ স্থানে রাহু আছে দেখিয়ে দাওতো, অস্ত্র দিয়ে মায়ের অঙ্গ থেকে চেঁচে ছুলে রাহুটাকে তুলে নি। তাহ'লেইতো দোষ কেটে যাবে? পুত্রশোক! ও বাবা! একে মেয়ে অমনি অমনি পাগল তার ওপরে পুত্রশোক! মেয়ে মরে যাবে, আমি যাব, আমার এত যত্নের স্থাপিত নাগরাজ্য লোপ পাবে।

উলূপী। পুত্র শোক! ঠাকুর এর কি প্রতিকার নাই?

নারদ। প্রতিকার আছে, প্রতিকার আছে—রস গণনা করি। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! ওমা প্রতিকার যে তোমার কাছেই আছে!

উলূপী। কি প্রতিকার ঠাকুর—এই মণি?

নারদ। এই মণি! এ সঞ্জীবন মণির অধিকারিণী তুমি, তবে আর তোমার ভয় কি! এই মণি পুত্রকে দাও। এ যার অধিকারে থাকে, যমদণ্ড তার অঙ্গ স্পর্শে চূর্ণ হয়, তথাপি আহতের জীবন নষ্ট হয় না।

অনন্ত। এখন সব শুনলিতো—বুঝলিতো, দে আর পাগলামী করিসনি মণি আমায় দে। বাঁচলুম—তোর পুত্রের গলায় পরিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

উলূপী। ঠাকুর আর কিছু আছে কি দেখতো।

অনন্ত। আর কিছু নেই!—হাত সরা।

উলূপী। রসনা তাড়াতাড়ি কর কেন।

অনন্ত। ঠাকুর, ভগবানের কাছে পুত্রের বর মেগেছিলুম—কি পাপে ভগবান আমাকে এমন রাক্ষসী মেয়ে পাঠিয়ে দিলে বলতে পার?

উলূপী। আর কি আছে বলনা ঠাকুর?

নারদ। স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করছ? শুনতে সাহস হবে কি মা?

অনন্ত। সে দিকেও বিপদ আছে?

নারদ। আছে—কিছু আছে—মায়ের বৈধব্যযোগ আছে।

উলূপী। অ্যাঁ কি বললে ঠাকুর! কি বললে ঠাকুর!

অনন্ত। আ হতভাগিনী! বৃথা সংসারে এসেছিলি! ঠাকুর এর কি প্রতিকার নাই?

নারদ। প্রতিকার নারায়ণ জানে। নাগরাজ! কি বলবো—বলতে মুখে বাক্য আসে না—মা যখন বলতে বললে তখন বলি। নাগনন্দিনী তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ—শাস্ত্রমতে তুমিই স্বামীঘাতিনী।

অনন্ত। তা কখন হতে পারেনা—মিথ্যা কথা—শাস্ত্র মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা। পতিপরায়ণা সতীকুল-শিরোমণি স্বামীঘাতিনী! তাহ'লে চন্দ্র সূর্য্যের গতি মিথ্যা, জন্ম মরণ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

নারদ। কিন্তু অদৃষ্ট-লিপি মিথ্যা নয়।

উলূপী। পিতা মণি নাও। স্বামীঘাতিনী আবার পুত্রহন্ত্রী হবে কেন? পিতা অবাধ্যনন্দিনী, তাই বুঝি এই বিষম শাস্তি! মণি নাও, সন্তানের প্রাণ রক্ষা কর, অধম কন্যাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

অনন্ত। কি আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঠাকুর! মা মা কোথা যাস—কোথা যাস? কে কোথায় আছ? কালরূপী ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ কর—যেতে দিওনা। [প্রস্থান।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এস ঠাকুর, নজরবন্দী থাকবে এস।

নারদ। রস বাবা মণিটে কুড়িয়ে বুকে রাখি। বিশ্বাস কি! যদি শুঁতোটা গাঁতাটা দক্ষিণে দাও, টুস্কির প্রাণ ফুস করে বেরিয়ে যাবে। এ এক লীলা করা যাচ্ছে মন্দ নয়! নারায়ণ নারায়ণ! অ্যাঁ কৈ মণি! মণিটে মেয়েটা নিক্ষেপ করলে না! না নাগরাজের ঠিকে ভুল নেই।

প্রহরী। ওকি করছ ঠাকুর! হাতড়াতে লাগলে কেন?

নারদ। এই বাবা তোমার মহারাজের কন্যা-বাৎসল্যের গভীরতাটা মেপে দেখছি। না, নাগরাজের মেয়ের প্রতি ভালবাসা অগাধ, মণি তার ভেতর কোথায় ডুবে গেছে খুঁজে পাব কেন।

প্রহরী। মহারাজ কি আদেশ করলেন শুনেছ?

নারদ। শুনেছি বৈ কি বাবা। তাই জন্যেইতো চোখে কাণে কিছু না দেখতে পেয়ে মাটি হাতড়াচ্ছি।

প্রহরী। নাও চল।

নারদ। হাঁা বাবা এইবারে চলবার সময় হয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্য।

নগর-প্রান্ত।

নাগবালাগণ।

(গীত)

পাখী এই যে গাইলি গাছে।
কেন চুপ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি, এসেছি যেমন কাছে ॥
এখনো ফোটেনি তারা, এখনো সুধার ধারা,
ঝরেনিক পাখী ধরণীর গায় আকাশেই ভরা আছে।
ঢেলে কি সমীরে তান,—
সুধার কলসী আলসে ভরালি ভুলে কি গেলিরে গান,
নিশার আবেশ দিবসে মাখিয়া আঁখি কি মুদিয়া গেছে ॥

(ইলাবন্ত ও উলূপীর প্রবেশ)

ইলা। কোথায় ছুটে চলেছিস মা ?

উলূপী। অদৃষ্টের গতিরোধ করতে, তার লিখন খণ্ডন করতে।

ইলা। সে কি রকম মা !

উলূপী। সে কথা তুই আর শুনে কি করবি বাপ।

ইলা। তুই অবলা নারী, তুই যদি না পারিস আমায় বলনা আমি সঙ্গে যাই।

উলূপী। শুনলে মাকে তোর রাক্ষসী জ্ঞান হবে, ঘৃণা হবে। শুনে কাজ নেই ঘরে যা।

ইলা। আসবি কবে ?

উলূপী। বাবা আর প্রশ্ন ক'র না, আর বেশি কথা কয়োনা, সে হৃদয় বল আমার নেই ! তোর সঙ্গে আর একদণ্ড কথা কইলে কর্ত্তব্য ভুলে যাব। বাপ, মাকে ক্ষমা কর।

ইলা। তবে কি আর তোকে দেখতে পাবনা? তোর কথা শুনে আমার ভয় করছে।

উলূপী। আমার আসা না আসা অদৃষ্টের হাত।

ইলা। বেশ, আমিও তোর সঙ্গে যাইনা কেন

উলূপী। তুই তোর পিতাকে ভালবাসিস?

ইলা। তাঁ'কে যে কখন দেখিনি মা।

উলূপী। তবে যে কোন উপায়ে পারিস দেখগে যা। তারে দেখলে, মায়ের অদর্শন-ক্লেশ ভুলে যাবি। এই রাজ্য ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান হবে। তোর বাপ পুত্র-জীবনের গর্ব্বের সামগ্রী। তারে দেখলে তোর আর কোন অভাব থাকবে না। আমাকে দেখতে চাস তাঁর চরণপ্রান্তে চেয়ে থাকিস, দেখার সাধ মিটে যাবে। বাপ' কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্ছি—আমায় ছেড়ে দে।

ইলা। হ্যাঁ মা তুই যে আমার মা।

উলূপী। তবে মায়ের অবাধ্য হচ্ছিস কেন বর্ব্বর সন্তান! ঘরে যা, তোর দাদার কাছে মণি রইল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখ। তোর পিতার চরণে আশ্রয় নে। যদি তোর পিতার কখন জীবন যায়, সেই মণি দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করিস। আমা হ'তেও যদি তোর পিতার মৃত্যু-ভয় অনুমান করিস আমাকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হ'সনি।

ইলা। তুই আমার পিতাকে মারবি?

উলূপী। তাই অদৃষ্ট-লিপি।

ইলা। তুই স্বামীহত্যা করবি! মিথ্যা কথা। তুই পাগল—ঘরে চল। আর আমায় পথ বলে দে, আমি পিতার কাছে যাই।

উলূপী। সেথায় যা, ভগবানের নাম করে পথ ধরে যা তাঁর

কাছে উপস্থিত হবি। কিন্তু দেখিস যেন ভুলিসনি! যদি আমা হ'তেও তোর পিতার জীবন নাশের আশঙ্কা দেখিস, তদ্দণ্ডেই—চিন্তার জন্যও মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করে আমাকে হত্যা করবি—পাপতো হবেই না, মহাপুণ্য হবে। পিতার আদেশে পরশুরাম মায়ের মস্তক ছেদন করেছিল তথাপি তাতে পাপ স্পর্শ করেনি, পরশুরাম নারায়ণ নামে জগতে পূজিত। তোতেও পাপ স্পর্শ করবে না, জগতে পূজা পাবি।

ইলা। ছি! ওকথা মুখেও আনিসনি, মা ও কথা শুনলেও পাপ হয়। যেথায় চলেছিস আমায় সঙ্গে নে, মরতে হয় আমিও তোর সঙ্গে মরি।

উলূপী। ছি বাপ তুই ক্ষত্রিয় সন্তান, অকারণ মরবি কেন! মরতে হয় পিতার কার্য্য করে মর, অক্ষয় জীবনলাভ হবে। পিতৃ-পরায়ণের জীবনের একদণ্ড ব্রহ্মার সহস্র বৎসর। যা বাবা, তোর দাদার কাছে যা। আমাকে যদি ভক্তি করিস, আমার গতিরোধ করিসনি। (মুখচুম্বন)

ইলা। কোথায় যাবি?

উলূপী। গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করবো। দেখবো কেমন অদৃষ্ট আমাকে স্বামীহত্যার পাতকিনী করে।

[প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে ভাই! এ পথে তোর মাকে দেখেছিস?

ইলা। তুমি কি তাকে খুঁজতে চলেছ?

অনন্ত। কোন্ পথে গেছে?

ইলা। তাকে পাবেনা।

অনন্ত। দেখে থাকিসতো শীগ্‌গির বল ভাই! পাগলিনীকে র আনি।

ইলা। পাবে না।

অনন্ত। সজ্জিত বেগবান অশ্ব। কোন্ পথে গেছে জানতে পারলে এখনি তাকে ধরে আনি।

ইলা। পারবে না।

অনন্ত। পারি না পারি আমি বুঝব! তুই কেবল কোন্ পথে গেছে বলে দে। মাতৃহত্যা করিসনি, শীঘ্র বলে দে।

ইলা। এই পথে গেছে।

অনন্ত। ভাই এই তোর মণি। (ভূমিতে রাখিয়া) চেয়ে দেখ এর এ পাশে তোর অমূল্য জীবন, ও পাশে তোর পিতার—কিন্তু স্বয়ং ভগবান তার সহায়। আমি মূর্খ স্বার্থপর বর্ব্বর—আমি কিছু বলতে পারবো না। বালক, চিন্তা করবার সময় নেই, শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির কর।

ইলা। মণি তুমি নাও, নিয়ে মাকে দাও—মা আত্মঘাতিনী হতে ছুটে গেছে।

অনন্ত। কিন্তু ভাই, তুই যে আমার নয়নের আলো!

ইলা। মণি নিয়ে গেলে যদিও ছদণ্ড থাকে, রাখলে কিন্তু তোমার চক্ষের পলকে নিভে যাবে। (বাণ গলদেশে প্রদান) শীঘ্র যাও, মাকে পারতো রক্ষা কর।

অনন্ত। তবে আমি চললুম। ফিরি আর না ফিরি নাগরাজ্যের ভার তোর হাতে সমর্পণ করলুম। রাখতে হয় রাখিস, বজ্রজন্তুর হাতে সমর্পণ করতে হয় করিস। আমি মন্ত্রী সেনাপতি অমাত্যবর্গ সবাইকে বলে গেলুম। আমি চললুম। [প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। নাগরাজ! চলে যাচ্ছ, গরীব ব্রাহ্মণের বন্ধনটা মোচন করে দিয়ে যাও।

ইলা। তোমায় কে বেঁধেছে ঠাকুর?

নারদ। এই যিনি নাগরাজ।

ইলা। আমিই এখন নাগরাজ।

নারদ। তাহ'লেতো বাঁধনটা পাকাপাকি। এই খানিক আগে অজগর ছিলে এরই মধ্যে সলুই হলে কি করে ধন?

ইলা। ঠাকুর, তোমায় চিনেছি তোমায় সহজে ছাড়ছি নি।

নারদ। তা'ত ছাড়বে না আগে থাকতেই জানা আছে বাপ সলুই! ধেড়ে নাগ রাগের মাথায় চক্রের তলায় রেখে বার কতক ফোঁস ফোঁস করে ছেড়ে দিয়ে ছিল। সে বাস্ত, তাই চোবলের হাত হতে রক্ষা পেয়েছি; তুমি যে সলুই বাপ ধন, তোমার কাছেই যে বিষম ভয়!

ইলা। না না, তাহ'লে কে তুমি?

নারদ। আমি গণক বাবা!

ইলা। তুমিই গণক?

নারদ। রস বাবা চক্কর তুলো না—আগে গুণে দেখি আমি কে, তারপর বলছি।

ইলা। তুমিই আমার মাকে স্বামী হন্ত্রী বলেছ?

নারদ। এই বাবা সলুইধনের ন্যাজ মাড়িয়ে ফেলেছি।

ইলা। না না, তুমিইতো মণি দিয়েছ। ঠাকুর তোমায় চিনেছি। একবার মণি দিয়ে ভুলিয়ে পাঠিয়েছ, আবার কি কৌশলে আমায় ঘাড়ে রাজ্য দিয়ে ভোলাতে এসেছ ঠাকুর?

নারদ। তোমার অদৃষ্টের ফলে তুমি রাজা হলে আমি কি করবো নাগরাজ!

ইলা। মা উন্মাদিনী ছুটে গেল, দাদা উন্মাদের মত ছুটে গেল, আমি এ দারুণ বিয়োগে কোথায় কাঁদব, না মাথা তুলতে দেখি মাথায় বিষম রাজ্যভার! একি লীলা দেখাচ্ছ ঠাকুর!

নারদ। আমি কি দেখাই ভাই, লীলাময়ের ইচ্ছা, বাধ্য হয়ে আমায় দেখাতে হয়।

ইলা। বেশ, তবে লীলাময়ের ইচ্ছাধীন হয়ে আমিও বলি— সে লীলাময়ের মণি, লীলাময়কে ফিরিয়ে দিও। আমায় আর কোন মণি দিতে বল—বলে দাও ঠাকুর কি মণির অধিকারী হয়ে দৈত্য-কুলনন্দন প্রহ্লাদ শৈলশিখর হতে পতিত হয়ে, অজগর মুখে মস্তক সমর্পণ করে, অনলে, সাগরজলে, হস্তীপদতলে আত্মরক্ষা করেছিল। বলে দাও কি মণির অধিকারী সে সমস্ত দৈত্যকুলে প্রাণ ছড়িয়ে ছিল। শুদ্ধমাত্র একজনের প্রাণরক্ষা হয়, এমন তুচ্ছ মণি দিয়ে আমায় ভোলাতে এসেছ। শীঘ্র বলে দাও নতুবা তোমার বন্ধন মোচন হবে না। (পদধারণ)

নারদ। আয় ভাই—আয় তোরে দান করি। সে মণিতে বিশ্বম্ভরের ভার। আমি একা বইতে পারি না। তার প্রভায় আমার হৃদয় ঝলসে গেল—আমি একা সামলাতে পারছি না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। সে মণি হাতে দেবার নয়। কাণ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে হৃদয়ে গোপনে স্থাপন করতে হয়। নে হাঁটু গেড়ে ব'স।—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার আলোকে উদ্ভাসিত, আয় বালক আজ সেই মণি তোকে দান করি। (মন্ত্র প্রদান) কি ভাই, মণির গুণ অনুভব করতে পারছিস?

ইলা।— (গীত)

কি সুর পশিল কাণে।
না হতে মুকুল, বাসনার ফুল, ঝরে গেল ধরাসনে॥
আমার ধরতে ধরতে, সকল সরে যায়।
তরঙ্গের সঙ্গে নেচে কে টানে আমায়—
বলে আয়রে ভাই, আর পাছু ফিরি কাজ নাই,
দুজনে ধরাধরি করি উধাও ভেসে যাই।
দুজনে দেখবো দুয়ের প্রাণ দুজনে গাইব দুয়ের গাণ,
সোহাগে আদরে মাখামাখি করে রব ভাল টানে টানে॥

ভুবনের ভিতর কি আর দেশ পেলে না ঠাকুর! তাই ঘুরে ঘুরে এই অজ্ঞানান্ধকারে ভরা এই বর্ব্বরের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছ! এই দীন অকিঞ্চন বন্যবালক কি এমন সুকৃতি করে-ছিল, যে পৃথিবীর লোকের মধ্য হতে তাকে খুঁজে, তার অর্দ্ধ গঠিত হৃদয় পেটিকায় এই অমূল্য মণি স্থাপিত করে দিলে। ঠাকুর! রাখতে পারবো কি—ঠাকুর এ ধনের মর্য্যাদা রাখতে পারবো কি?

নারদ। আদরের সামগ্রী তুই অনেক দূরে পড়ে আছিস। পতিতের উদ্ধার করাই যে তাঁর ব্রত ভাই! তাই বুঝি সব কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছি। তাই বুঝি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের আবেদন অগ্রাহ্য করে এ মণি তোর হৃদয়-ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখতে এসেছি। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা—কেন এলুম, কেন দিলুম আমার বলবার সাধ্য কি? তবে এই মাত্র তোকে বলতে পারি, ভীষণ দস্যু রত্নাকর পোড়া উদরের জন্য ব্রহ্মহত্যা করতে গিয়ে যদি রাম নাম পায়, মাতৃরক্ষার জন্য পশুবধ করতে গিয়ে তুই কৃষ্ণনাম পেতে পারিস না?

ইলা। এখন কি করবো আদেশ কর।

নারদ। ইচ্ছাময় যা করতে আদেশ করবে তাই করবে। তোমার পিতা মহামতি অর্জ্জুন। তাঁর অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন অঙ্গুলিটী পর্য্যন্ত সঞ্চালন করেন না। এখন ভাই তুমি গৃহে প্রবেশ কর, আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হ'ল, আমি চল্লো যাই।

[প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, বৃদ্ধ নাগরাজ রাজ্য আপনাকে দান করে চলে গেছেন। আপনি এখানে, সিংহাসন শূন্য। এসে সিংহাসনে উপবেশন করুন। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ন।

ইলা। সিংহাসন! সিংহাসন আমার! মন্ত্রী নাগরাজ্যে কি আর কেউ নেই যে এই সিংহাসন গ্রহণ করে?

মন্ত্রী। থাকবে না কেন—দানের সময়েই আত্মীয়ের অভাব হয়, গ্রহণের সময় থাকবে না কেন। সহস্র ব্যক্তি গ্রহণের জন্য উপস্থিত হবে।

ইলা। সেই সহস্রের মধ্যে যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে যোগ্য, মন্ত্রিবর তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি আর রাজ্যগ্রহণ করতে অভিলাষ করছি না।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। সে কি মহারাজ! এ বিষম আদেশ কেন?

ইলা। তুমি কে মহাশয়?

মন্ত্রী। একি পুণ্ডরীক?

পুণ্ড। ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি, ওই দুর্ব্বল বিটলে বামুনের মতন এক স্থানে বসে মালা ঠকঠকি কি তোমার কাজ? ক্ষত্রিয় সন্তান

ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর, রাজ্যগ্রহণ কর, রাজর্ষি হও। পালনের সময় প্রজা পালন কর, যুদ্ধের প্রয়োজন হলে যুদ্ধ কর, প্রতি কোদণ্ড টঙ্কারে হরি নাম উচ্চারিত হ'ক—তোমার শরাসন নিক্ষিপ্ত বাণ-মুখে অবিরল ধারে হরিনাম রস নির্ঝরিত হ'ক। হরি হরি! নারায়ণ বড় আশঙ্কায় আসছিলেম। মা উলূপীর সন্তানকে আজ জীবনে প্রথম দেখবো। কি দেখবো—কেমন দেখবো—বড় উদ্বেগে আসছিলেম, নারায়ণ! কিন্তু কৃপাময় বড় আশঙ্কা দূর করেছ। আমাকে এখানে এনে হরিপরায়ণ দেখিয়েছ।

মন্ত্রী। কি সংবাদ পুণ্ডরীক! তৃতীয় পাণ্ডবের কুশল?

ইলা। পুণ্ডরীক। আমার মায়ের ধর্ম্মপুত্র, আমার ভাই পুণ্ডরীক! তোমার কথা মায়ের কাছে শুনতে পাই, কিন্তু তোমায় দেখতে পাই না কেন ভাই?

পুণ্ড। তোমার মাতামহ তোমার মার বিবাহ সময়ে যৌতুক স্বরূপ আমাকে তোমার পিতা মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। সেই অবধি আমি তাঁর নিত্য সহচর। এখন আবার তোমার সহচর হতে তোমার পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। মহারাজ! কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের ঘোর সমরের আয়োজন। সমস্ত পৃথিবীর বীর সেখানে একত্র হয়েছে। তোমার পিতা নাগরাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ইলা। মন্ত্রীবর! সৈন্যগণকে প্রস্তুত হতে আদেশ কর আমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গমন করবো।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজ-তোরণ।

বভ্রুবাহন ও চিত্রাঙ্গদা।

বভ্রু। হ্যাঁ মা! ও কে মা, বহু সৈন্য নিয়ে আমার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে চলে গেল?

চিত্রা। তোমার ভাই নাগরাজ্যেশ্বর ইলাবন্ত।

বভ্রু। আমার ভাই! সে কি রকম মা?

চিত্রা। তোমার পিতার ঔরসে, নাগকন্যা তোমার মা উলূপীর গর্ভে ওর জন্ম।

বভ্রু। যাচ্ছে কোথায়?

চিত্রা। তোমার পিতার কাছে। কুরুক্ষেত্র সমরে তোমার পিতার সহায় হতে।

বভ্রু। তবে আমি রয়েছি কেন?

চিত্রা। তুমিতো নিমন্ত্রিত হওনি।

বভ্রু। ও কি নিমন্ত্রিত হয়েছে?

চিত্রা। নিশ্চয়—নইলে যাবে কেন?

বভ্রু। এমন কেন হ'ল! সেও ছেলে আমিও ছেলে—সে নিমন্ত্রণ পেলে, আমি পেলেম না কেন?

চিত্রা। তুমি পুত্রিকা সন্তান। তোমার ওপর তোমার বাপের কোন অধিকার নাই।

বভ্রু। পুত্রিকা সন্তান! সেকি মা?

চিত্রা। আমার পিতা যখন তোমার পিতার হস্তে আমাকে অর্পণ করেন, তখন এই মর্ম্মে দান করেন যে, আমাতে যে ফল উৎপন্ন হবে, তাতে তোমার পিতার কোন অধিকার থাকবে না।

বভ্রু। এমন নিকৃষ্ট নিয়মে দান করেছিলেন কেন ?

চিত্রা। আমার পিতার পুত্র ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রাজ্যরক্ষার লোভে তিনি এই কাজ করেছিলেন—তুমি তোমার মাতামহের পুত্রস্থানীয়।

বভ্রু। তাহ'লে তোমার উপরেও আমার পিতার কোন অধিকার নাই ?

চিত্রা। সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

বভ্রু। তবে তুমি এখানে কেন ?

চিত্রা। পুত্রস্নেহের বশীভূত হয়ে তিনি আমাকে রেখে গেছেন। এই অভাগিনী চিত্রাঙ্গদা বালক মণিপুরপতির ধাত্রী-মাতা। পূর্ণমাতৃত্বে তার অধিকার নাই।

বভ্রু। মা, আমি কি অভাগ্য!

চিত্রা। তাতে আর সন্দেহ আছে!

বভ্রু। তাহ'লে পিতার সঙ্গে এ জন্মে আর আমার দেখা হচ্ছে না ?

চিত্রা। ভগবান জানেন।

বভ্রু। তোমাকে দেখতেও কি তিনি একবার এপথে আসবেন না ?

চিত্রা। কৈ এতদিনতো এলেন না।

বভ্রু। সে কতদিন মা ?

চিত্রা। চৌদ্দ বৎসর, তখন তুমি সূতিকাঘরের শিশু।

বভ্রু। হ্যাঁ মা যখন পিতা চলে যান, তখন কি তিনি আমার পানে চেয়েছিলেন ?

চিত্রা। দেখতে দেখতে তার দু'গণ্ড বয়ে দশধারা ছুটে গিছল।

বভ্রু। আমি কি চেয়েছিলুম?

চিত্রা। কি জানি কি বুঝে, সেই ক্ষুদ্র সূতিকাগৃহের শিশুও বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর মুখের পানে চেয়ে ছিল।

বভ্রু। ভগবানের কি অন্যায় মা। জন্মের সঙ্গে জ্ঞান দেয় না কেন?

চিত্রা। জ্ঞান হয়ে সে মুখ দেখলে, এতদিনের বিচ্ছেদে মরে যেতে। আমি শুধু তোমার মুখ দেখে বেঁচে আছি।

বভ্রু। নাই বা নিমন্ত্রণ পেলুম, আমি যাইনা কেন?

চিত্রা। ছি! রাজধর্ম্ম তা' নয়। তাহ'লে পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়। বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মণিপুর রাজ্যের অপমান হবে।

বভ্রু। তাহ'লে পিতা ভুলক্রমে যদি কখন এ রাজ্যে পদার্পণ করেন তবেই দেখা নইলে এ জীবনে আর সেটা ভাগ্যে ঘটছে না?

চিত্রা। ভুলক্রমে এতদূরে আসবার সম্ভাবনাতো দেখি না।

বভ্রু। তোমাকে দেখতে?

চিত্রা। বালক! জীবনের বহুদিন অতিবাহিত করে দিয়েছি, আশার প্রবল প্রবাহে পলকে পলকে উত্থিত নিপতিত হয়েছি। এখন নিরাশার অবসাদ। সুখী আছি। জননীত্বে অধিকারিণী নই, এতকাল তোমাকে পালনওতো করেছি। তার এ পুরস্কার কেন? এ বিষম শত্রুতা কেন?

বভ্রু। ছি ছি! শুনেছি পিতা আমার বিশ্ববিজয়ী বীর—তাঁর এ নিকৃষ্ট পণে তোমাকে গ্রহণ ভাল হয় নাই।

চিত্রা। বিধিলিপি। এ সর্ব্বনাশীর বিষমরূপ, সেই দিগ্বিজয়ী বীরের হিমালয়ের তুল্য উচ্চ মস্তক অবনত করেছিল।

বভ্রু। আহা মা, তখন নিষেধ করলিনি কেন?

চিত্রা। তা করলে রাজনন্দিনী, এমন মাতৃভক্ত সন্তানের জননী, তোমার সম্মুখে দাসীর ন্যায় অবস্থান করবো কেন ? স্বার্থ, বভ্রুবাহন স্বার্থ। সেই মহাপুরুষ প্রাপ্তির আকিঞ্চনে আমি জ্ঞানশূন্যা, পরিণাম দেখতে ভুলে গিছলুম।

বভ্রু। হ্যাঁ মা ভগবানকে ডাকলে কি এর উপায় হয় না ?

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। খুব হয়—ডাকতে পারলেই হয়—ভগবানকে ডাকলে উপায় হয় না।

বভ্রু। আপনি কে ঠাকুর ?

নারদ। পরে বলছি। আগে প্রণামাদি কার্য্য যেগুলো তোমাদের আছে সেগুলো সেরে নাও। (উভয়ের প্রণাম।) মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ক।

চিত্রা। বর যে একেবারে হাতে করে এসেছ দেখছি ঠাকুর ! এ বিষম কামনা কি পূর্ণ হবে ?

নারদ। হওয়াত উচিত, নইলে দয়াময়ের নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে যে।

বভ্রু। বলেন কি ঠাকুর ! সিদ্ধ হবে ?

নারদ। যাঁর স্মরণে ভববন্ধন মোচন হয়, তাতে তুচ্ছ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হবে না। ভুলের রাজা তিনি, ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, ভেলা দিয়ে সাগর পার করাচ্ছেন, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাচ্ছেন, বাকী রাখছেন কি ? এত ভুলের ভেতরে—হ্যাঁ, মণিপুর রাজনন্দিনী—তোমার স্বামীর মাথায় একটা ভুল ঢুকিয়ে দিতে পারেন না ! এদিকে টেনে আনতে পারেন না !

চিত্রা। এখনও জ্ঞানে আছি পাগল কর কেন ঠাকুর।

নারদ। আর মা বিশ্বব্যাপার দেখে নিজে পাগল হয়ে গেছি, কাজেই দু'একজন যদি সঙ্গীটঙ্গী পাই, তাই লোক খুঁজে বেড়াই। ওটাতে মা আমার একটা কিছু বিশেষ আমোদ আছে।

বভ্রু। আমায় পাগল করতে পার ঠাকুর ?

নারদ। তুইতো পাগল হয়েই আছিস ভাই। তোকে আর পাগল করবো কি ?

বভ্রু। না ঠাকুর, জ্ঞানের শেল হৃদয়ে দারুণ বিঁধছে, অস্তিত্বাভিমান পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করছে। জ্ঞান থাকলে বাঁচবার সাধ পর্য্যন্ত মিটে যাবে। ঠাকুর, আমায় পাগল কর।

নারদ। মিছে কথা ক'স কেন! পূরো প্রথমশ্রেণীর পাগলের মতন কথা কইছিস, তোর আবার জ্ঞান কোথা ? তোর বাপ পাগল, তোর বাপের চির সহচর একটা বদ্ধ পাগল, এ বেটী পাগল, পাগলাগারদ থেকে বেরিয়েছিস, তোর জ্ঞান থাকবার যোটী কি।

বভ্রু। না ঠাকুর পূরোজ্ঞানে আছি, কিন্তু আর এক দণ্ডও রাখতে ইচ্ছা নেই। ঠাকুর যে দেশে আত্মসংযমী মহাপুরুষ, একটা তুচ্ছ রমণীর লোভে সন্তানকে বিক্রয় করে, সে দেশে জ্ঞান রাখতে চাইনা। ঠাকুর দয়া করে আমায় পাগল কর।

চিত্রা। নরাধম বালক ! অদৃষ্টের নিন্দা কর, পিতৃনিন্দা করিস কেন।

বভ্রু। (চিত্রাঙ্গদার পদতলে পতন)

চিত্রা। ঠাকুর ! দয়া করে যদি দর্শন দিলেন, তাহ'লে আপনার এই দাসের গৃহে শ্রীচরণ অর্পণ করে তাকে কৃতকৃতার্থ করুন।

নারদ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কথাই ভাল, সেই কথাই ভাল! বা, বা—দুটোতেই অর্জ্জুনত্ব ছাঁচে ঢালা। নে ভাই চল চল।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

গঙ্গাতট।

উলূপী।

উলূপী। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে দেবতার হাহাকার! আমার অন্ধকারময় হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার যাতনা ছুটে আসছে, বুঝেছে আমি স্বামীঘাতিনী। স্বামীঘাতিনীর দর্শন অসহ্য, তাই অষ্টবজ্রে আকাশ জ্বলে উঠেছে। অগ্নিময় প্রভঞ্জন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধূলিকণা, বিষ্ণুপদ উত্তপ্ত অঙ্গার, অগ্নিকুণ্ড ব্রহ্মকমণ্ডলু, মা সুরধুনী তোর জলেও শীতলতা পেলুম না! তোর জলে মৃত্যু হ'ল না!—কোথা যাই! অন্যত্র আত্মহত্যায় মহাপাপ, কি করে ভীষণ পরিণামের প্রতিকার করি!

[প্রস্থান।

(গঙ্গা ও ভবর প্রবেশ)

গঙ্গা। ভীষ্ম নাই! মিথ্যা কথা উন্মত্ত সন্তান। অমর জীবন লয়ে তোরা সাত ভাই, নরদেহে ভীষ্ম মোর অমরত্বে ভরা—কার সাধ্য তার জীবন নষ্ট করে! ক্ষত্রকুলান্তক রাম ভীষণ ভার্গব, তার গর্ব্ব খর্ব্বকারী সন্তান আমার—সমরে অজেয়, ইচ্ছামৃত্যু—সেই ভীষ্ম নাই! মিথ্যা কথা উন্মত্ত সন্তান।

ভব। ওই দেখ মা তোমার আর ছয় পুত্র একত্র বসে আছে। নয়নাম্বুরাশি পাতে তোমার কলেবর পূর্ণ করছে। বাক্য হীন নিশ্চল নিথর—নীরবে প্রতিকার প্রার্থনা করছে। মা মা অধর্ম্ম-যুদ্ধে কুন্তীর নন্দন তোমার সে অজেয় পুত্রকে নিহত করেছে। মা জাহ্নবী, প্রতিকার ভিক্ষা করি।

গঙ্গা। কৈ পুত্র, সাত ভাই এলি, সে আমার কোথা? কোথা দেবব্রত? ধরার প্রেমের স্মৃতি আমার প্রিয়তম সন্তান শান্তনুনন্দন কৈ? এনেদে এনেদে।

ভব। সমস্ত জগতে যাতনা, দেবতারা ভীষ্মশোকে উন্মাদ, আর তুমি নিদ্রালসা! ওঠ মা জাগ মা, উঠে সে যাতনা বুকে নাও। তারকা ফুটুক, চাঁদ উঠুক, জগতের মুখে আবার হাসি আসুক; তোমার হৃদয়ের বিষাদ-প্রতিবিম্ব সংসারে পড়ে সংসারকে আঁধার করেছে। পুত্রশোক যোগ্য স্থানে আশ্রয় পাচ্ছেনা, তাই সে উন্মাদ—সমস্ত সংসারকে উন্মত্ত করেছে। মা তোর জিনিষ তুই নে। শীঘ্র নে, সুরধুনী শীঘ্র নে।

গঙ্গা। পুত্র শোক! অস্থির হয়েছি পুত্র, দাঁড়াবার শক্তি নাই। জলরূপিণী আমি, শোকানলে সে অঙ্গ পর্য্যন্ত জ্বলে উঠেছে। দেখ ভব, দেখ বাপ জাহ্নবী শুকিয়েছে। উঃ! পুত্রশোক! বিষ্ণুপদের আবরণেও সে শোক নিবারিত হ'ল না! জন্ম হতে ধারাস্রোতে ধরণীতে আমি শান্তি বিলিয়ে আসছি, সেই আমি জ্বালাময়ী। পুত্রশোক!

আপনি যেখানে নারায়ণ, সুদর্শনে
অতি যত্নে মাতৃ হৃদি আছে আচ্ছাদিয়া,
পিনাকী ত্রিশূল হস্তে কি রাত্রি কি দিবা

জ্ঞানের দুয়ারে যার সর্ব্বদা জাগ্রত,
তারো পুত্র শোক! ব্রহ্মা কমণ্ডলু মাঝে,
নীড়স্থ শিশুরে যথা বিহগী জননী
সুকোমল উষ্ণ বক্ষ দিয়ে অতি যত্নে
অতি সন্তর্পণে, জগতের আক্রমণ
হতে রাখিয়াছে লুকাইয়া, তাহারেও
ধরে পুত্র শোক! দিবারাত্রি বক্ষে যার
অনন্ত আকাশ, ভেদিয়া বিপুল বিশ্ব
ঢালে সুধাধারা, তারো পুত্রশোক! ভব!
ভব! পুত্রশোক কি ভীষণ! কি দুর্জয়!

ভব। মাগো প্রতিশোধ চাই—

গঙ্গা। প্রতিশোধ? দিব
প্রতিশোধ। হত পুত্র অন্যায় সমরে,
বিনা দণ্ডে রবে অপরাধী? তবে শোন্
দুরাত্মা অর্জ্জুন! অন্যায়ে যেমন মোরে
দিলি পুত্র শোক, হরিলি গুরুর প্রাণ,
সেই পাপে রৌরব নরকে হ'ক স্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। একি দৈববাণী! কা'র কথা! কেগা? কে বললে?

ভব। মায়ের মতন রূপরাশি, এই ঘোর অন্ধকারে কে তুমি মা উন্মাদিনী?

উলূপী। কে তুমি? নারী? বজ্র নির্ঘোষের মতন আমার স্বামীর মরণ গান নারীকণ্ঠ থেকে বহির্গত হ'ল!

গঙ্গা। তোমার স্বামী! কে তুমি?

উলূপী। আবার কে! আমার স্বামী অর্জ্জুন সেই আমার পরিচয় আবার পরিচয় কি? ছি ছি! এত রাগ! এত প্রতিশোধ প্রবৃত্তি! শোকের মিষ্টতা নষ্ট করে ফেললি, নারী জন্মে ঘৃণা ধরালি বেটী!

ভব। আমার মা ত্রিতাপহারিণী। মা ক্রোধের বশে মায়ের আমার অমর্য্যাদা করনা।

উলূপী। ত্রিতাপহারিণী জাহ্নবী? তোর বুকে আমি জুড়াতে এসেছিলুম! মরীচিকা—দেবতায় দানবীর আচরণ—মরীচিকা!

গঙ্গা। নাগনন্দিনী তোমার স্বামী আমার পুত্র হত্যা করেছে।

উলূপী। তোর আট ছেলে তা'র একটা গেছে; আমি এক পুত্রের বিষম আকর্ষণ ছিন্ন করে চলে এসেছি—মা শুধু স্বামীর জন্য, সে স্বামীকে আমার এমন সর্ব্বনেশে শাপ দিলি! তুলে নে—উপায় থাকেতো এখনি তুলে নে।

গঙ্গা। পাগলিনী! পুত্রের এক নেই, আট নেই, মূর্খ নেই, পণ্ডিত নেই, বালক নেই, বৃদ্ধ নেই; পুত্র একে সহস্র, সহস্রে এক। পুত্র বিয়োগের মর্ম্ম বুঝিসনি তাই সাহস করে এত কথা কইতে পেরেছিস। যা ঘরে যা, ভগবানের কাছে সেই একমাত্র পুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা কর, যেন তা'কে পশ্চাতে রেখে আগে যেতে পারিস।

উলূপী। সেই একে এক সহস্র আমার পুত্রের জীবন নিলেও যদি আমার স্বামীর শাপ বিমোচন হয়, তাহ'লে জাহ্নবী পুত্র নে, স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

গঙ্গা। তুই পাগল, তোর সঙ্গে আমি বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করতে পারিনা। আয় ভব আমরা যাই।

উলূপী। দ্বিচারিণী তুই স্বামীর মর্ম্ম বুঝবি কি। মহেশ্বর তোরে যত্ন করে মাথায় তুলে জটায় বেঁধে রেখেছে, তুই যখন সেই স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে পারিসনি, তখন তোর কাছে আমি আর কি উত্তরের আশা করি! যা, দূর হয়ে যা। পুত্র লোভিনী! মৃত পুত্রের স্থান পূর্ণ করবার জন্য শান্তনুর মতন আর কোন রাজার সন্ধান কর। (উলূপী প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। (ধরিয়া) স্বামীপরায়ণা যাসনি, তোর বাক্যে আমি পরম তুষ্ট হয়েছি।

উলূপী। মা ক্রোধ সম্বরণ কর, স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

(নতজানু)

ভব। সতী! দেবতায় অধর্ম্ম স্পর্শ করে না। দেবতাই কি আর দানবই কি, প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হয়ে সকলেই আপন আপন কার্য্য করে। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা মানব আমি করেছি বলতে গিয়ে গুণদোষের ভাগী হয়। দেবতা কার্য্যের কারণ প্রকৃতিকে নির্ণয় করে বলে কার্য্যাভিমান তাকে স্পর্শ করে না।

গঙ্গা। মা ভগবদিচ্ছায় আমি শান্তনুকে বরণ করেছি, ভগবদিচ্ছায় আমি অষ্টবসুর জননী। দেবতার ক্রোধ প্রকৃতির ক্রিয়া, বুঝে দেখ মা এ আমার ক্রোধ নয়। অন্যায় সমরে গুরুহত্যা—মহাপাপ! ফল তার নরক, বিধির বিধান।

উলূপী। প্রায়শ্চিত্ত নাই?

গঙ্গা। রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত রক্ত। পুত্রহস্তে যদি কখন অর্জ্জুনের বিনাশ হয় তবেই তা'র মুক্তি—মুক্তির অন্য উপায় আর নাই।

উলূপী। মা পতিতপাবনী! নন্দিনী অপরাধ করেছে ক্ষমা কর।

গঙ্গা। সত্য বাক্য অতি তীব্র হ'লেও তাতে অপরাধ স্পর্শ করে না। সতী তুমি পুরস্কারের যোগ্যপাত্রী ক্ষমা কি! কায়-মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তোমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক। তোমার সহায়তায় স্বামী অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুক।

[ভব ও গঙ্গার প্রস্থান।

উলূপী। বিধিলিপি খণ্ডন করি আমার সাধ্য কি! স্বামী হত্যা-ভয়ে যেই আমি ক্ষণপূর্ব্বে আত্মহত্যা করতে জাহ্নবী তীরে এসেছি, সেই আমি স্বামীর মরণ কামনা লয়ে জাহ্নবী তট হতে ফিরে চললেম। মৃত্যু শিয়রে—ফিরিয়ে দিলেম। বারে বিধিলিপি! মনে দুঃখ নাই, হৃদয়ে কম্পন নাই, মহাপাপের ভয় নাই!, বিধবা হবার এত লোভ, হাস্যমুখে স্বামী-হত্যার পথে ছুটে যাব! পিতৃবধের জন্য কত কৌশলে পুত্রকে নীতিশিক্ষা দেব! পুত্র যদি রাক্ষসী মায়ের কথায় কর্ণপাত করে তবেই তারে পুত্র জ্ঞান, নতুবা শত্রু জ্ঞানে তারে পরিত্যাগ! বারে বিধিলিপি! এমন কার্য্য করবো, যে এ নাগিনীর নামে প্রতিসাধ্বী রমণী কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করবে। অসতী প্রতি অসৎকার্য্যে আমার কার্য্যের তুলনা করবে। আর আমার জন্যে—শুধু আমার জন্যে নাগবংশকে জগতের জীব ঘৃণা করবে! মরণ মঙ্গল না নরক মঙ্গল? নারায়ণ! ক্ষুদ্র নারী—কিছু বুঝিনা, কিছু জানিনা। এইমাত্র জানি, একদিন না একদিন মৃত্যু আছে। জীবনের সকালে হ'ক, মধ্যাহ্নে হ'ক, সন্ধ্যায় হ'ক, এক সময়ে না এক সময়ে এত আদরের—এত যত্নের সামগ্রী কালগ্রাসে পতিত হবে। কেউ রক্ষা করতে পারেনি, কেউ রক্ষা করতে পারবে না! যে আসবে—না হয় সে একটু সকালে এল। না হয় একটু অচেনা পথ দিয়ে—একটু অলক্ষিতে ছদ্মবেশে,

ধীর পদক্ষেপে আদর দেখাবার ছল করে এল। তা'র সঙ্গে নরক আসবে কেন! যার প্রতিকার আছে, আমার দেবতার কাছে তা'কে আসতে দেব কেন! নারায়ণ! আমাকে স্বামীঘাতিনীর বল দাও।

[প্রস্থান।

(নিবৃত্তির প্রবেশ)

(গীত)

ফিরে আয় ফিরে আয়।
চলতে জড়াবে পায় পায়॥
ছি ছি করলি কিগো পণ—
নারী থাক নারীর মতন ফিরিয়ে নেগো মন।
সময় বহিয়া যায়, থাকতে উপায় ফিরে আয়॥
নারীর হৃদয় বল,
তাতে কাঁপেনাকো লতা, ঝরেনাকো পাতা,
শুধুই আঁখি জল—ভিজে শুধু ভূমিতল,
নারীর অসির ঘায়, রেখাটী পড়েনা ননীর গায়॥

[প্রস্থান।

(প্রবৃত্তির প্রবেশ)

(গীত)

জীবন মরণ সমান যে গায়।
চললি যখন চলে যা তখন, আর কে তোরে পায়॥
যার পরে আছে কাজের ভার, তার হাতে দিয়ে ফল,
চলে যা ও রমণী, পাবি তুই সৌদামিনীর বল,
জ্বালা যদি ঘটে ঘটুক তার, তোর কি দায়॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

শিবির সম্মুখ ।

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ । যদি ইচ্ছা কর সখা তাহ'লে তোমার সঙ্গে যাই ।

অর্জ্জুন । আর কেন সখা ! কুরুক্ষেত্র সমর-সাগর পার হতে তোমার সহায়তা প্রয়োজন হয়েছিল । ক্ষুদ্র গোস্পদ পার হ'ব এর জন্যও কি যদুপতিকে কর্ণধার করতে হবে ।

কৃষ্ণ । তাহ'লে আমি যেতে পারি ?

অর্জ্জুন । এখনও তোমাকে সঙ্গে রাখা যদুগণের উপর অত্যাচার ! দ্বারকাবাসী নরনারী সকলেই তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে, কোন্ অপরাধে তা'দের কৃষ্ণমিলন সুখে বঞ্চিত করবো ? আর আমার সঙ্গে নয়, যত শীঘ্র পার দ্বারকায় যাও । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ধরণী বীরশূন্যা । সে ভীষ্ম নাই ! সে দ্রোণ নাই ! সে ধনুর্দ্ধারী শ্রেষ্ঠ কর্ণ নাই ! পৃথিবী এখন কতকগুলি বালকের হাতে, তা'দের সঙ্গে যুদ্ধেও তোমাকে সঙ্গে নিতে হবে ? অন্য কা'রও হাতে অশ্বের ভার দিলেই যথেষ্ট হ'ত, তবে নাকি মহারাজের আদেশ আর মহর্ষি ব্যাসের একান্ত ইচ্ছা, তাই আমি ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি । হয়তো অস্ত্রই ধরতে হবে না, তবে যদিই একান্ত ধরতে হয় তাহ'লেও অধিক দিন যে ঘুরতে হবে না এটা আমার বিশ্বাস ।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক । ঘোড়া ছাড়ি ?

কৃষ্ণ। তাহ'লে এই উপযুক্ত সময় আর বিলম্ব কেন।

অর্জ্জুন। তবে যাও—ঘোড়া ছাড়।

[সৈনিকের প্রস্থান।

(ইলাবন্ত ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

একি ইলাবন্ত, মহারাজ• যুধিষ্ঠির বহুক্ষণতো তোমার যাবার সমস্ত আয়োজন করে দিয়েছেন, তবে এখনও বিলম্ব করছ কেন?

ইলা। মামা তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কি মত বাবাজী?

ইলা। মহারাজা আমাকে বললেন দেশে যাও, পিতাও সেই সঙ্গে বললে• দেশে যাও, তাইতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলেম, তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। মহারাজা আদেশ করেছেন, পিতা সম্মতি দিয়েছেন, আবার আমার মতের অপেক্ষা করছ কেন?

অর্জ্জুন। মহারাজের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি দেশে যাও। বহুদিন তুমি জননী হ'তে বিচ্ছিন্ন, দৌহিত্রের অদর্শনে নাগরাজ কাতর! বিনা প্রয়োজনে আর আমি তোমাকে আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করি না।

কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, শত্রু মিত্র সকলে তোমার রণকৌশলের প্রশংসা করেছেন, তুমি আমাদের গৌরবের সামগ্রী।

ইলা। সে যা হবার তা'ত হয়েই গেছে, এখন তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কেন মহারাজার আদেশ কি তোমার মনোমত হ'ল না।

ইলা। তাহ'লে তুমি দিচ্ছনা?

কৃষ্ণ। এতো বিষম বিপদ! কি হে পুণ্ডরীক, আমি এর কি উত্তর প্রদান করবো?

পুণ্ড। আমি কি বলবো প্রভু! আপনার যা অভিরুচি। এই বালকই আমাদের মহারাজা, আমি এঁর একজন সামান্য ভৃত্য। আপনারা নিকটে থাকতে আমার কোন কথা কওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

কৃষ্ণ। ভগ্নী উলুপী যে কার্য্যের জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন, তা'ত গৌরবের সহিত সম্পন্ন করেছ।

ইলা। আবার পূর্ব্ব কথা তোল কেন, এখন তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম তার উত্তর দাও।

অর্জ্জুন। এ তোমার কি আচরণ বালক! মহারাজার কথা তোমার মনোমত হ'ল না, আমার কথা হ'ল না, মিছামিছি এঁকে বিরক্ত করছ। পুত্র তুমি পুত্রের কার্য্য করেছ—ঘরে যাও। রাজা তুমি, আমিই বা তোমার মর্য্যাদা নষ্ট করবো কেন, তোমার যথা-যোগ্য সম্মানে যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করবো, তখন এখানে যজ্ঞ দর্শন করবার জন্য আবার আগমন ক'র।

(নারদের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। একি সুপ্রভাত? প্রভু যে? (প্রণাম)

অর্জ্জুন। কত দূর থেকে আগমন হচ্ছে ঠাকুর? (প্রণাম)

ইলা। ঠাকুর প্রণাম।

নারদ। অনেকদিন এক স্থানে বসে পা দুটো ধরে গিছল, তাই একবার পৃথিবী ভ্রমণার্থ বহির্গত হয়েছিলুম।

অর্জ্জুন। তাহ'লে সখা তুমি ঠাকুরকে নিয়ে রাজধানীতে যাও, আমি এই স্থান থেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করে যাত্রা করি।

ইলা। (কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া) বলে যাও।

কৃষ্ণ। কি বিপদ, আমি বলবো কি!

নারদ। এর ভেতরে আবার বলাবলি, ব্যাপারখানা কি? তৃতীয় পাণ্ডবের কোথায় গমন হচ্ছে?

অর্জ্জুন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, আমি তাঁর ঘোড়া রক্ষার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

নারদ। আর এই বালক?

অর্জ্জুন। ওটী আমার পুত্র, নাগনন্দিনী উলূপী তা'র গর্ভজাত সন্তান।

নারদ। তা বাসুদেবের হাত ধরে দাঁড়িয়ে কেন?

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সহায় হতে বালক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। এখন মহারাজ দেশে যেতে আদেশ করেছেন, বোধ হয় অভিপ্রায় নয়, তাই কৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করছে। বল দেখি ঠাকুর, এই বালককে তা'র জননী হতে মিছামিছি বিছিন্ন রাখা কি উচিত?

নারদ। আরে রাম! তা কি উচিত! কেন বালক তুমি এমন অন্যায় অনুরোধ করছ?

ইলা। তবে আমি দেশেই যাই?

কৃষ্ণ। কেন তোমার কি ইচ্ছা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাও?

ইলা। তা বলতে পারি না।

কৃষ্ণ। এত দিন তুমি মাকে ফেলে এতদূরে রয়েছ। মাকে দেখতে কি তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না?

ইলা। সে কথা তোমায় বলবো কি! তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম তা'র উত্তর দাও।

কৃষ্ণ। ভাল, এই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর।

ইলা। এই ঠাকুরইতো আমায় বলে দিয়েছে, যখন যা করবে তোমার মামার মত নিয়ে করবে।

পুণ্ড। ঠাকুর, বালক বোঝাতে পারছে না, আপনিই দয়া করে ওর মনের ভাবটা একবার প্রভুকে বুঝিয়ে দিন না।

অর্জ্জুন। ও ঠাকুর—করেছ কি! খুঁজে খুঁজে এই বালকটীকে ধরে তা'র মস্তকটী ভক্ষণ করেছ!

নারদ। যে রাক্ষসী বিদ্যা উদরে পূরেছি, তা'তে এই রকম দুই একটা কচি ছেলের মস্তক মাঝে মাঝে ভক্ষণ না করলে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হতে হয়, বায়ু বৃদ্ধি হয়। ওরে বালক! তোর মনের কথাটা কি সর্ব্বসমক্ষে একবার প্রকাশ করেই বল না।

ইলা। তবে শোন মামা! দেশে যেতে বল দেশে যাব, ঘোড়ার পেছন পেছন যেতে বল তাই যাব, ঘোড়ার সঙ্গে যেতে দিলে সাধ্যমত ঘোড়া রক্ষা করবো। রাজ্যে যদি ফিরি, আর ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়া যদি সে স্থানে উপস্থিত হয় তাহ'লে ঘোড়া ধরবো, জীবন পণ ঘোড়া ছাড়ব না।

কৃষ্ণ। সেকি! তাহ'লে মহারাজের কাছে একথা কসনি কেন দুষ্ট ছেলে!

নারদ। জনার্দ্দন! অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল দেখিয়ে ভীষণ কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করলে, আর এই ক্ষুদ্র বালক এতক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তোমার মুখের পানে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল—কেন রইল তুমি বুঝতে পারলে না? বাসুদেব ছল কর—কিন্তু লোক বুঝে কর। বালককে নিয়ে এ খেলা ভাল দেখায় না।

ইলা। যখন বর্ব্বরের দেশে ছিলুম, তখন জানতুম গুরুজন—

গুরুজন। ভক্তির সামগ্রী শুধু ভক্তি করতে হয়। তখন ঘোড়া ধরলে গলায় কাপড় দিয়ে বাবার ঘোড়া আবার বাবার কাছে এনে দিতুম। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসে এখন আমি রাজধর্ম্ম শিখেছি। দেখলুম ধার্ম্মিক পিতা, তোমার সঙ্গে এক রথে বসে তোমা অন্ত প্রাণ পিতামহ ভীষ্মকে অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করলে। গুরু দ্রোণ—ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা কয়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল। আর দেখলুম পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করেছে, সমস্ত মেদিনী আঁধারে ঢেকেছে—দাতার শিরোমণি, বীরের বীর পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর পিতার মুখপানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে, পিতা অম্লানবদনে সেই মহাজীবনে আঘাত করলেন। আর দেখলুম পিতা পুত্র, সহোদর সহোদর, আত্মীয় স্বজন যে যা'কে পারলে সেই তা'র জীবন নষ্ট করলে। অসংখ্য অসংখ্য জীবনের বাঁধন এই একুশ দিনের যুদ্ধে জন্মের মতন ছিঁড়ে গেল। মামা তোমরা যা দেখালে তা আমি দেখাতে ছাড়ব কেন! এই ঘোড়া যদি আমার রাজ্যে যায় তাহ'লে হয় পিতা যাবে না হয় আমি যাব—ঘোড়া সহজে আসবে না।

কৃষ্ণ। না না—সে সব করে কাজ নেই, তুই ঘোড়ারই সঙ্গে যা। আর আমি অভিমন্যুবধের অভিনয় দেখতে ইচ্ছা করি না।

নারদ। না না, তা কাজ নেই—এই মহা সমর-সাগর পার হয়ে শেষে কি তোর বাপ গোষ্পদে ডুবে মরবে! তা কাজ নেই ঘোড়ার সঙ্গে যা—ঘোড়ার সঙ্গে যা।

অর্জ্জুন। বাপ ইলাবন্ত তুমি তোমার ভাই পুণ্ডরীকের সঙ্গে অশ্বরক্ষা কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন।

অনন্ত ও উলূপী।

উলূপী। নাগরাজ চেয়ে দেখ—দয়া ক'রে চোখ মেলে চাও।

অনন্ত। কে তুমি?

উলূপী। চেয়ে দেখ। এ ভিখারীর বেশ, এ তরুতল নাগরাজের যোগ্য নয়।

অনন্ত। কেও—মা এলি?

উলূপী। বাবা অবাধ্যনন্দিনী ক্ষমা ভিক্ষা চায়, তাকে আশ্রয় দাও।

অনন্ত। আয় মা কাছে আয়।

উলূপী। আমার জন্য এত কষ্ট সইছ।

অনন্ত। কিসের কষ্ট পাগলী!

উলূপী। ঘরে চল।

অনন্ত। এত ব্যস্ত কেন?

উলূপী। ধিক্ আমাকে! বাবা আমার জন্য তোমার এত কষ্ট।

অনন্ত। আবার দেখ পাগলামী আরম্ভ করে।

উলূপী। জন্মেই মাকে খেলুম, বাবা আমার মৃত্যু হ'ল না!

অনন্ত। না, এ পাগলিনী আমাকে শুদ্ধ পাগল করলে দেখছি। মা এলি যদি, দেখা দিলি যদি, বহুকাল পরে আবার বাবা বলে ডাকলি যদি, তখন কাছে আয়—বোস—

উলূপী। ঘরে চল। আর অবাধ্য হ'ব না, বাবা ঘরে চল। (উপবেশন)

অনন্ত। এসেই অবাধ্য হচ্ছিস, আবার অবাধ্য হবিনি কি। দেখ উলূপী তোর আশা আমি একেবারে ত্যাগ করেছিলুম! তোর স্বভাবতো আমি বিলক্ষণ জানি। উন্মাদিনী হয়ে বিধিলিপি খণ্ডনের জন্য আত্মহত্যা করতে ছুটেছিলি—পেছন পেছন ধরতে ছুটলুম; তাতেও যখন ধরতে পারলুম না, তখন ধ্রুব বিশ্বাস ছিল আর ফিরবিনি—ফিরলি কেমন করে মা?

উলূপী। দেখলুম বিধিলিপি খণ্ডন হবার নয়।

অনন্ত। সাধ্বীসতী তবে কি তোর হস্তেই স্বামীর মৃত্যু?

উলূপী। একেবারে হাতে না হ'ক তবে মৃত্যুর কারণ, শাস্ত্রমতে স্বামীঘাতিনী।

অনন্ত। তোর কথা শুনে কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। সে নিষ্ঠুর কার্য্য সমাধা করে বসেছিস নাকি?

উলূপী। কবে সে শুভদিন আসবে, ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা করছি। ওকি উঠছ যে?

অনন্ত। (উত্থান) উলূপী—উলূপী! না তার প্রেতমূর্ত্তি! হরি হরি! হা ভগবান! স্বামীর মঙ্গলের জন্য যে আত্মহত্যা করলে, তার জন্যও কি আত্মহত্যার পরিণাম? ঠাকুর! ভাল করনি। সে সামগ্রী তোমার স্বর্গে গেলে স্বর্গ পবিত্র হ'ত। ভগবান, তাকে দেখবার কামনা করে তোমায় ডেকেছিলুম বলে কি আমাকে এই দেখতে হ'ল।

উলূপী। বাবা দয়া করে আমার কথা শোন।

অনন্ত। দূর হ'—দূর হ' প্রেতিনী! আমি এখন যার পদ আশ্রয় করেছি, মেয়ে নিজে এলে তার কথা শুনতেম না, তা তুই! তুই যদি জীবিত থাকিস তাহ'লে জীবন্তে তোকে প্রেতিনী আশ্রয়

করেছে। আর মেয়ে যদি আমার মরে থাকে—আর তাইই নিশ্চয়! তাহ'লে তুই তার মূর্ত্তি ধরে পিশাচী। যা, অন্যত্র যা, এখানে আর আসিসনি। আমি মেয়েকে পাবার জন্য হরিকে ডেকেছিলুম, হরি আমাকে মেয়ে ভুলিয়ে, বিষয় ভুলিয়ে আত্মদান করেছেন—অন্যত্র যা।

উলূপী। তাহ'লে আমার কথা শুনবে না?

অনন্ত। না।

উলূপী। দেশে ফিরছ না?

অনন্ত। কিছুতেই না। রাজ্যের প্রলোভন, ইলাবস্তের প্রলোভন, কন্যার প্রলোভন, স্বর্গসুখের প্রলোভন—কিছুতেই না। (প্রস্থানোদ্যত)

উলূপী। হরিপরায়ণ! যেতে যেতে একটা কথা শোন। নরক ভীষণ, না মরণ ভীষণ?

অনন্ত। মরণকে ভয় করতে হয় এই প্রথম শুনলুম।

উলূপী। আর নরক?

অনন্ত। নাম শুনলে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

উলূপী। তবে শোন পিতা! স্বামীকে নরক হতে নিস্তার দেবার জন্য, তাঁর মরণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেছি। প্রেতিনীই বল আর পিশাচীই বল, এ পথ থেকে আমাকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারবে না। সহস্র জন্ম যদি নরকে নিক্ষিপ্ত হই তবু ফিরবো না। তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি নিঃসঙ্কোচে স্বামীহত্যা করতে পারি। আর বল হরিপরায়ণ, হরির কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমার স্বামীর পারত্রিক মঙ্গল হয়। সৃষ্টিকাল থেকে আরম্ভ করে মানুষে আপন আপন স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই ভগবানের আরাধনা

করে আসছে—বাবা, সে নিয়ম তুমি লঙ্ঘন কর, সেই স্বর্গ তুমি অপরকে দান কর। নারায়ণ স্বয়ং উপযাচক হয়েও যদি তোমার কাছে আসে—গ্রহণ ক'র না—জামাতার কাছে পাঠিয়ে দিও। নাগ বলুক, খল বলুক, বিষধর বলুক, তবু এ মহাদান হ'তে নিবৃত্ত হয়ো না। [প্রস্থান।

অনন্ত। উলূপী! উলূপী! মা ফিরে আয়। আয় মা দেশে যাই। কেও?

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। কেও দাদা?

অনন্ত। ভাই ভাই, তোর মা আবার চলে যায়।

ইলা। যায় যাক্, ও মা নয়—পিশাচী। ও আমাকে পিতৃহত্যা করতে পরামর্শ দেয়। ও বেটীর মুখ দেখেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তা যা হ'ক তোমার এবেশ কেন? সন্ন্যাসী হয়েছ? কার শোকে? ও বেটীর শোকে? তা ক'র না! তা ক'র না! তাহ'লে সন্ন্যাসধর্ম্মেও পাপ স্পর্শ করবে।

অনন্ত। ধরে আন। বৃদ্ধ আমি, তোর গুরু আমি, অনুরোধ করছি শীঘ্র ধরে আন।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলুম আর দেখতে পাচ্ছিনা কেন ভাই?

ইলা। দেখতে পাচ্ছনা—সে কি!

পুণ্ড। বরাবর পেছন পেছন ঠিক এসেছি, কিন্তু এইখানটায় এসে অদৃশ্য হয়েছে।

ইলা। এতো আমার রাজ্য। আমার আদেশ ভিন্ন কার সাধ্য তার অঙ্গ স্পর্শ করে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সন্ধান পাওয়া গেছে, ঘোড়া মণিপুরের দিকে ছুটেছে।

পুণ্ড। তাহ'লে শীঘ্র এস।

ইলা। তুমি এগিয়ে যাও, আমি মাতামহের সঙ্গে দুটো কথা-কয়ে যাই। ঘোড়া কতদূর যাবে, আমি ঠিক ধরবো এখন।

পুণ্ড। মহারাজ আমি প্রণাম করে চললুম। কথা কবার অবকাশ নেই।

[প্রস্থান।

ইলা। দাদা আমিও আসি।

অনন্ত। ও ছেলেটী কে ভাই ?

ইলা। চিনতে পারলে না—পুণ্ডরীক।

অনন্ত। তা এখানে কেন ?

ইলা। ঘোড়ার সঙ্গে।

অনন্ত। কিসের ঘোড়া ?

ইলা। অশ্বমেধের।

অনন্ত। কার ?

ইলা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। পিতাও আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন।

অনন্ত। বেশ, তবে ঘোড়া ধর।

ইলা। ধরবো যজ্ঞে বলির সময়ে—এখন কেন।

অনন্ত। সে কি !

ইলা। আমি যে ঘোড়ার রক্ষক।

অনন্ত। নরাধম ! তোর রাজ্যে ঘোড়া এসেছে, তুই দাঁতে কুটো করে ঘোড়া ধরে বাপকে দিবি !

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে যুদ্ধ করবো ?

অনন্ত। করবিনি ! আমার দৌহিত্র নাগবংশের মর্য্যাদা রাখবিনি !

ইলা। পিতৃহত্যা করবো ?

অনন্ত। স্পর্দ্ধা করে যজ্ঞের ঘোড়া তোর বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে ! কাপুরুষ ! আমার দৌহিত্র হয়ে তোর মুখে একি কথা !

ইলা। বুঝেছি, ওই নাগিনী তোমায় দংশন করেছে। অথবা বৃদ্ধবয়সে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

অনন্ত। এখনও মাতৃবাক্য পালন কর। এই মণি নে, নিয়ে বাপের সঙ্গে যুদ্ধ কর। মরিস্—দেবতারা তোর জয় গান করুক, মারিস্—অর্জ্জুন বিজয়ী ! জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হ'ক।

ইলা। এ বাকল পরেছ কেন ? এখনও তুমি যশের কাঙাল তবে এ সন্ন্যাসী বেশ কেন ? রাজবেশ পর অস্ত্র ধর। আমি পাণ্ডবের ভৃত্য, এস নাগরাজ আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করি। তুমি বিক্রমে আমার পিতা হতে কোন অংশে ন্যূন নও। যুদ্ধে তোমাকে বিনাশ করতে পারলেও তো জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষিত হবে ?

অনন্ত। তুই যদি পিতৃহত্যা করিস তাহ'লে তোর পিতার মহাপাপের মোচন হয়।

ইলা। যে দেবতা মহাপাপের ব্যবস্থা করেছে, সেই তার বিধান করবে। আমি জোর করে বিধান নিজ হাতে নিতে যাব কেন।

অনন্ত। তবে দূর হ'। (প্রস্থানোদ্যত)

ইলা। পিছন ফিরে প্রণামটা গ্রহণ কর।

অনন্ত। দূর হ'। আমি তোর কিছু চাইনা।

ইলা। দাদা তাহ'লে পেছনেই প্রণাম।

(গীত)

ছুটেছে আকাশ-পথে পরাণবঁধুর মধুর স্বর।
কাণ দেছ কি মজে গেছ হৃদয়খানি অমনি পর॥
কে যেন কোথায় থেকে ঘন ডাকে আয় কাছে বলে,
যত্ন করে রত্ন বেছে রেখেছি তুলে ;—
তোরে দেব বলে, কোলে নেব বলে,
রেখেছি ক্ষীর ননী সর, ভাদর নদীর ভরা আদর॥

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

পূজা-গৃহ।

বভ্রুবাহন।

(গীত)

আমার চলি চলি চলা হ'ল না।
আলস মেখেছে গায়, জড়ায় পায় পায়,
দূরে চেয়ে দেখি দেখা গেলনা॥
প্রান্তর ধূ ধূ ধূ ধূ আঁধারে ঘেরা শুধু,
ওপাশে নিরাশ-হাসি ছলনা।
ঘন বাদরে ঝরে ঝরণা॥
জলদে তারা ফেলে, সন্ধ্যা গেছে চলে,
সমীরে উঠছে ঢেউ-যাতনা।
মাঝারে হাজার পথ অজানা॥

বভ্রু। ঠাকুর বলে গেলেন যখন পার কৃষ্ণকে ডাক। শুধু শুধু ডাকতে পারলেই ভাল হয়, না পার একটা কামনা করেও

ডাক, তাতে ডাকার প্রবৃত্তি আসবে অভ্যাস হবে। ডাকার জন্যে ডাকা তো আজও পারলুম না। যখনই তাঁকে ডাকতে যাই, অমনি পিতার শ্রীচরণের কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণনামের সঙ্গে পিতৃদর্শন কামনা এমন জড়িয়ে গেছে যে দুটোকে কোনমতেই দু'ধারে করতে পারলুম না। যখন পারলুম না, তখন আজ শুদ্ধমাত্র পিতার আগমন সঙ্কল্প করে নারায়ণ তোমার শরণাপন্ন হলেম। দীননাথ! দয়া করে এই অধমের কামনা পূর্ণ কর। জন্মাবধি আমি দুর্ভাগ্য! আমার মহান্ পিতা বর্ত্তমান থাকতেও আমি পিতৃহীন! ত্রিলোকের লোক তাঁর যশোগান করছে, সন্তানের এমন গৌরবের সামগ্রী জীবিত আছেন, আমি জীবিত আছি—তবু দেখতে পেলেম না—একি কম দুঃখ! ঠাকুর একি কম দুঃখ! দয়া কর দয়াময়! কৃপা করে এ দাসের এ দুঃখ দূর কর।

(পশ্চাৎ হইতে উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। কার আরাধনা করছ বভ্রুবাহন?

বভ্রু। কে মা তুমি?

উলূপী। কি পূজা করছ মণিপুর রাজকুমার?

বভ্রু। এক ঠাকুর আমাকে কৃষ্ণপূজা করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন তাই করছি। তুমি কে মা বভ্রুবাহন বলে ডাকলে? মা ছাড়া এ রাজ্যে আরতো কেউ আমার নাম ধরে ডাকেনা।

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করছ? শুধু করতে হয় বলে করছ না মনে কিছু কামনা আছে?

বভ্রু। আমার পিতা তৃতীয় পাণ্ডব। কখন তাঁকে দেখিনি বলে, দেখবার কামনায় কৃষ্ণপূজা করছি। কামনা পূরবে তো মা?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা কখন বিফল হয় না। পিতাকে দেখতে পাবে, তবে তাঁকে মায়াময় মমতাময় আদর যত্নভরা হৃদয়খানি নিয়ে যে আসতে দেখবে তার মানে কি! পিতা যদি তোমার শত্রু-মূর্ত্তিতে আসেন! তোমার বল পরীক্ষা করবার জন্য, কিম্বা স্বাধীন মণিপুররাজকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্যই যদি তোমার এখানে আগমন করেন।

বভ্রু। সত্যিইতো মা, তাহ'লে উপায়? ঠাকুরের কাছে পিতার আগমন কামনাই করেছি, কিন্তু পিতা যে কখন শত্রুমূর্ত্তিতে আসতে পারেন এতো এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ভাবিনি মা। পিতা শত্রুমূর্ত্তিতে আসবেন? বেশ! তাহ'লেওতো তাঁর চরণ দর্শন করতে পাব।

উলূপী। তবে উঠ মণিপুররাজ, তোমার পিতা পুরদ্বারে উপস্থিত।

বভ্রু। কোথায় মা! কত দূরে মা! কোন্ পথে গেলে পাব মা?

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

বভ্রু। কি করতে হবে সেনাপতি?

সেনা। আদেশ করেন ঘোড়া ধরি। নিষেধ করেন বিনা বাধায় অশ্ব মণিপুর রাজ্য পার হয়ে যাক।

বভ্রু। সঙ্গে আছে কে?

সেনা। বামদিক রক্ষা করছে পুণ্ডরীক, দক্ষিণে আছে নাগরাজকুমার ইলাবন্ত, আর পশ্চাতে স্বয়ং অর্জ্জুন।

বভ্রু। আপনার মত কি সেনাপতি?

সেনা। মতামত আপনার, তবে মণিপুররাজের মঙ্গলের দিকে চাইলে বলতে হয়—ঘোড়া ধরলে রাখা অসম্ভব! ধনুর্দ্ধারীশ্রেষ্ঠ নিবাতকবচবিনাশী ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আপনার ন্যায় বালকের অস্ত্রধারণ আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

বভ্রু। মায়ের মত কি?

উলূপী। ঘোড়া ধর! পিতৃদর্শন করতে চাও তো ঘোড়া ধর। নতুবা চলতে চলতে হয়তো ঘোড়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মণিপুর রাজ্য পার হবে। ভুলেও মনে এনোনা বভ্রুবাহন, তখন অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত পাণ্ডব, প্রিয়পুত্রের মুখ দেখবার প্রলোভনে পলমাত্র সময়ের জন্যও তোমার দিকে মুখ ফেরাবে। তোমার দত্ত উপহার পা দিয়ে ফেলে দিতেও তাঁর অবকাশ হবেনা।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সেনা। সংবাদ কি?

সৈনিক। তীরবেগে ঘোড়া আবার পশ্চিমমুখে ছুটেছে। বোধ হয় এতক্ষণ মণিপুর পার হয়ে গেল।

উলূপী। ঘোড়া এখানে এসে অপ্রস্তুত হয়েছে, বুঝেছে এ রাজ্যে বীর নেই।

সেনা। কি আদেশ মহারাজ?

বভ্রু। ঘোড়া ধর! যত শীঘ্র পার ঘোড়া ধর।

[সেনাপতি ও সৈনিকের প্রস্থান।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

বভ্রু। কে তুমি মা?

উলূপী। রাজার মঙ্গলাভিলাষিণী। মণিপুর রাজ্যে অসংখ্য

প্রজার মধ্যে একজন। রাজার জীবনের সঙ্গে যশের বিবাদ দেখে আমি যশের পক্ষ অবলম্বন করতে এসেছিলুম।

[প্রস্থান।

বভ্রু। প্রজ্বলিত দীপশিখা স্বরূপিণী কে এ রমণী! এলে যদি, দয়া করে দেখা দিলে যদি, তাহ'লে মা, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার গৃহে অবতীর্ণা হও। যেওনা মা দয়া করে ফিরে এস মা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সিংহদ্বার।

কৃষকগণ।

১ম কৃ। আমি না থাকলে কি সে ঘোড়া ধরা পড়ে!

২য় কৃ। সে কথা কইছ কেন মামা। আমরা মামা ভাগ্নে না থাকলে ঘোড়াতো পগার পার হয়েইছিল।

৩য় কৃ। পগার পার! আমরা খুড়ো ভাইপো আর এই দাদা—এই তিনজন না থাকলে ঘোড়া এতক্ষণ দেশে ফিরে দশ সের ছোলা খেয়ে ফেলতো, কি বল দাদা?

১ম কৃ। তুই কোথায় ছিলিরে পাজী?

৩য় কৃ। আর দাদা চট কেন! একটু বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারবে ছিলুম কিনা।

২য় কৃ। না খুড়ো মিছে কথা কয়োনা। আমি এখানে, মামা ওখানে, মাঝখানে একটা পগার, তার ভেতরে বিশ হাজার বাঘ, দু'লক্ষ সাপ! তুমি তার মধ্যে কোথায় ছিলে বাবা? কি বল মামা! কি মামা চুপ করে রইলে কেন?

৩য় ক্ক। মামা আর কি বলবে, তোর আক্কেল দেখে মামা চুপ! তুই যে মিথ্যে কথাগুলো, মুখ থেকে ঝর্ ঝর্ করে ঝরিয়ে দিলি, তাতেই দাদার বাক্য রোধ হয়ে গেছে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ। তুই বেটা যত মিথ্যা কইবি, তোর মামার তাতে পোনের আনা তিন পাই বকরা –কি বল দাদা?

১ম ক্ক। দেখ তোরা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি। ধরবার সময় এক বেটা আহা বলবারও লোক ছিলনা, এখন বকসিসের সময় সম্পর্ক বাধিয়ে ছুটে এসেছ—বেরো বেটারা।

৩য় ক্ক। এই দাদা রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছ—সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছনা।

১ম ক্ক। তা বলে মিছে কথা কইচিস! রাগবার এমন উপকরণ থাকতে আমি রাগব না।

৩য় ক্ক। সত্যি দাদা আমি ছিলুম। ঘোড়া যে পথ দে যায়, আমি সেই পথের ধারে বসে হাতে মাটি করছিলুম।

২য় ক্ক। আর আমি খুড়োর পাশে দাঁড়িয়ে খোঁড়াচ্ছিলুম।

৩য় ক্ক। অশ্বমেধের ঘোড়া কিনা! তাই এড়া কাপড়ে ছুঁলুম না। ঘোড়াটা ধরবো বলে বাড়ীতে কাপড় ছাড়তে গিছি আর অমনি তুমি ধরে ফেলেছ।

২য় ক্ক। (হাস্য) তাহ'লে খুব ঠকে গেছিস—না?

৩য় ক্ক। সত্যি দাদা তা না হ'লে তুমি ঘোড়ার টিকিটী পর্য্যন্ত দেখতে পেতেনা।

২য় ক্ক। আর আমি যদি মামা সেখানে এমনি করে পায়চারী না করতুম তাহ'লে ঘোড়া এতক্ষণে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে যেত। তীরের মতন ছুটতে ছুটতে আমার সঙ্গে দেখা। মনে করলে বুঝি

পেঙুর টাট্টু, তাই টুক টুক করে কাছটীতে এলো। এসেই অপ্রস্তুত, বাছা লজ্জায় আর চরতে পারলেন না। তা না হলে মামা, তুমি কাহিল মানুষ, ধরতে কি করে?

১ম কৃ। তাই বটে! যখন ঘোড়াটাকে ধরি তখনও পর্য্যন্ত হেসে কুটীপাটী হচ্ছিল। আমিওদেখেই ঠাউরিছিলুম পথে একটা না একটা কিছু তামাসা দেখেছে।

২য় কৃ। এই মামা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ। আহা মামা তোমার কি বুদ্ধি! গরীবের ঘরে জন্মেছ তাই মামা হয়েছ, রাজার ঘরে জন্মালে হ'তে রাজপুত্তুর।

১ম কৃ। (হাস্য) তাহ'লে মামাকে চিনতে পেরেছিস? আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে। সেনাপতির কাছে যা পুরস্কার পাব, তিন জনেই ভাগ বকরা করে নেব। আয়, আর দেরি করিসনি। কি জানি কোন্ বেটা মাঝখান থেকে এসে আমি ধরেছি বলে বক্‌সিস নিয়ে যাবে—চল চল।

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। ঘোড়া ধরেছে কে?

১ম কৃ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—মহারাণী আমি।

২য় কৃ। আজ্ঞে আমরা।

চিত্রা। তিনজনেই, না একা?

৩য় কৃ। আজ্ঞে মা আমরা তিনজনেই একা।

২য় কৃ। কিন্তু মা, যখন আমি ঘোড়া ধরি তখন এ দু'বেটার কেউ ছিল না।

২য় কৃ। এ আমার মামা। সুখে দুঃখে কখনও এর সঙ্গ ছাড়িনা। অন্ততঃ মনে মনেও থাকি।

চিত্রা। সেই কথাই আমি জানতে চাই—প্রহরী।

(প্রহরীর প্রবেশ)

৩য় কৃ। দাদা আমাদের কি অদৃষ্ট!

প্রহরী। রাণী মা!

চিত্রা। এই এদের মধ্যে যে ঘোড়া ধরেছে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ মুক্ত করনা।

[প্রস্থান।

১ম কৃ। দাদারে আমাদের কি অদৃষ্ট!

২য় কৃ। ও মামা, মামী যে আমার এখনও ছেলেমানুষ গো! তুমি চললে তার উপায় কি করে গেলে?

৩য় কৃ। তখনই তো বলেছিলুম দাদা অশ্বমেধের ঘোড়া ধরিসনি, বিপদ ঘটবে।

২য় কৃ। ও মামা তুমি কাহিল মানুষ কেমন করে মেয়াদ খাটবে!

৩য় কৃ। ভগবান খাটিয়ে দেবেন। আয় বাবা, আমরা আর দুঃখ করে কি করবো, সব অদৃষ্টের লেখা।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রহরী। চল আমার সঙ্গে।

(সেনাপতি ও চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। কার আদেশে সেনাপতি তুমি অশ্ব ধরলে?

সেনা। ওকে ছেড়ে দে ও মিথ্যা কথা কয়েছে। সে অশ্ব ধর্বার ওর শক্তি কি! মিথ্যা করে জীবন খোয়াচ্ছিলি বৃদ্ধ!

৩য় কৃ। আজ্ঞে।

সেনা। যাও, আর কখন এমন কাজ ক'র না।

৩য় কৃ। আজ্ঞে আর কখন কাজই করবো না, তা এমন আর তেমন!

[প্রস্থান।

চিত্রা। কার আদেশে তুমি অশ্ব ধরলে?

সেনা। বিনা আদেশে ধরি আমার সাধ্য কি? অগ্রে রাজার আদেশ পেয়েছি।

চিত্রা। তারপর? ক্ষুদ্র বালক তার কথায় তুমি এই অসমসাহসিক কার্য্য করলে? একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলে না? পিতৃদ্রোহী সন্তান। যাও—সন্তান তুমি আর যে যে ব্যক্তি এই দুষ্কর্ম্ম করেছে, সবাই দেশ থেকে দূর হয়ে যাও।

সেনা। আমি প্রথমে রাজকুমারকে এ লোক-বিগর্হিত কাজ করতে নিষেধ করেছিলুম।

চিত্রা। তারপর?

সেনা। রাজকুমারেরও ঘোড়া ধরবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

চিত্রা। তবে এমনটা হ'ল কেন?

সেনা। কোথা থেকে এক অলোকসামান্যা রূপবতী রমণী রাজকুমারকে পুত্র সম্বোধন করে ঘোড়া ধরতে আদেশ করলেন।

চিত্রা। সে কি!

সেনা। সেই কথা শুনেই রাজার মত ফিরে গেল। আমাকে বললেন ঘোড়া ধর। রাজার আদেশ—কি করি মা, ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। কে সে সর্ব্বনাশী। কোন্ কালনাগিনী সকলের অলক্ষে দিবা দ্বিপ্রহরে এসে পুত্রের মস্তকে দংশন করে গেল? সেনাপতি যদি মঙ্গল চাও, পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দন্তে তৃণ করে আমার স্বামীর অশ্ব তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।

সেনা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

চিত্রা। যত শীঘ্র পার, বিলম্ব কর না। নইলে মাতৃহত্যার পাতক হবে।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। একি মা! কার উপরে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করলে?

চিত্রা। মাতৃভক্ত সন্তান তুমি—তুমি একি কার্য্য করলে বাপ!

বভ্রু। কি কাজ করেছি মা!

চিত্রা। এই উত্তরের কি প্রত্যাশা করেছিলুম বভ্রুবাহন? আমি মা, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ঘোড়া ধরে কাজ কি ভাল করলে?

বভ্রু। বড় অন্যায় করেছি। কিন্তু মা এমন দুঃসময়ে ঘোড়া এলো যে তোমাকে স্মরণ করবারও অবকাশ পেলেম না।

চিত্রা। ঘোড়া নাই ধরতে!

বভ্রু। দেখলেম এত দিনের পোষিত আশা জন্মের মতন নষ্ট হয়। তুমিও স্বামীদর্শন কামনায় চৌদ্দ বৎসর আকাশ পানে চেয়ে বসে আছ, আমিও পিতা পিতা করে দিবারাত্রি তন্ময় হয়ে রাজার কর্ত্তব্যে ত্রুটি করছি। সাধনার সামগ্রী ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাবে—সে যে সইতে পারলেম না মা।

চিত্রা। গুরুজনকে দেখবার জন্য এমন বর্ব্বরের মতন আচরণ করতে হবে? নাই বা দেখতে।

বভ্রু। হাঁা মা ঠিক বল দেখি, এই কি তোমার মনের কথা? মা! বাবার নাম শুনেই দেখবার সাধ জ্বলে উঠেছিল; কিন্তু যেই

শুনলেম পিতৃদ্রোহী হতে হবে, যদিও অতি কষ্টে—তবুও এক মুহূর্ত্তে সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নি নিবিয়ে ফেলেছিলুম; কিন্তু মা যেই তোমাকে মনে পড়ল, তোমার মলিন মুখ যেই আমার মনের সম্মুখে ছল ছল নেত্রে তোমার হৃদয়ের অতি তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ করতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন মা সব ভুলে গেলুম, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। তবে নাকি কোন্ সর্ব্বনাশী তোমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেছে?

বভ্রু। সর্ব্বনাশী নয় মা—মণিপুরের জয়লক্ষ্মী আমার জ্ঞান-দাত্রী। নইলে মা এতক্ষণ ঘোড়া কোন্ রাজ্যে চলে যেত, আর পিতাকে দেখতে পেতেম না; আর অভিমানে লজ্জায় ভগ্নহৃদয়ে তুমিও এ অধম সন্তানের মুখের পানে চাইতে পারতে না।

চিত্রা। এখন উপায়?

বভ্রু। যা বল।

চিত্রা। ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে এস। পিতার কাছে পরাভব স্বীকারে পুত্রের অপমান নেই।

বভ্রু। কিন্তু মণিপুর রাজ্যের অপমান আছে। তাহ'ক, রাজার মুখ চেয়ে তা'রা এ অপমান সহ্য করতে পারবে।

চিত্রা। কিছু নেই। পাণ্ডুপুত্র ধার্ম্মিক মহাজ্ঞানী, সেখানে অপমানের ভয় কিছু নেই।

বভ্রু। অপমান নিশ্চয়—!

চিত্রা। কি হবে বাবা, আমি যে দিব্যি দিয়েছি।

বভ্রু। যাব।

চিত্রা। আমি না হয় সঙ্গে যাই।

বভ্রু। তা পারবো না, তোমায় সঙ্গে নিতে পারবো না। অপমান হয় আমার হবে, তুমি কেন আমার সঙ্গে অপমানিতা হবে? মায়াময়ী! আজীবন তোমার আদরে প্রতিপালিত হয়েছি। পিতাকে কখন দেখিনি। একজন অপরিচিতের সম্মানের জন্য তোমার অপমান সইতে পারবো না। মা পায়ে ধরি, এতে আমাকে অনুরোধ ক'র না।

চিত্রা। তুমি পিতার চরিত্রে বড় অন্যায়রূপে সন্দিহান হচ্ছ বভ্রুবাহন।

বভ্রু। তা ঠিক হয়েছি। যে ব্যক্তি কর্ম্মাভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়তে পারে, মা তাকে বিশ্বাস নেই।

চিত্রা। বাপ মনের আবেগে তোমাকে অভিশপ্ত করেছি।

বভ্রু। এই যে যাচ্ছি মা। (প্রণাম)

[প্রস্থান।

চিত্রা। ঠাকুর! আমার পুত্রের মান রক্ষা ক'র।

(গীত)

হৃদয় ছিঁড়িয়া পুড়িয়া পুড়িয়া পড়িল ঝরিয়া ধরার গায়।
জুড়াইতে যাই শুধু পাই ছাই, জ্বলে মরি শুধু পিপাসায়॥
ঝর ঝর আঁখিজলে, রচিনু তটিনী পড়িনু আপনি, ডুবিনু করম ফলে :—
ভাঙ্গিয়ে বালির বাঁধ, ডুবিয়ে দেছে সকল সাধ, ক্ষম হরি অপরাধ,
মান রাখ মানময়, এইটী মিনতি তোমার পায়॥

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

অর্জ্জুন, ইলাবন্ত, নীলধ্বজ ও পুণ্ডরীক।

অর্জ্জুন। মণিপুরপতি বালক, সুতরাং বালকের হাত থেকে অশ্বের উদ্ধারের জন্য তোমাদের দুই ভাইকে নিযুক্ত করলেম। আমার বিশ্বাস এ যুদ্ধে আমার অস্ত্রধারণ করবার প্রয়োজন হবে না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মণিপুররাজ আপনার পাদবন্দনা করতে উপঢৌকন সঙ্গে শিবিরদ্বারে উপস্থিত।

অর্জ্জুন। পুণ্ডরীক! ইলাবন্ত! তোমরা অগ্রসর হয়ে মণিপুর-রাজকে সম্মানের সহিত এখানে নিয়ে এস, আর দূতকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান কর।

[পুণ্ডরীক, ইলাবন্ত ও দূতের প্রস্থান।

আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, মহারাজের রাজাদের সহিত অকারণ বিবাদ করবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।

নীল। মণিপুররাজ নিজের ভ্রম বুঝে ঘোড়া যে ফিরিয়ে এনে-ছেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর হতেই পারেনা।

(পুণ্ডরীক ও ইলাবন্তসহ বভ্রুবাহনের প্রবেশ ও পুষ্পদলে অর্জ্জুনের পাদবন্দনা)

বভ্রু। মহারাজ! অভিমানের বশে অশ্ব ধরেছিলুম—দেখলুম অশ্ব না ধরলে আপনার শ্রীচরণ-দর্শন ভাগ্যে ঘটেনা।

অর্জ্জুন। ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছ?

বভ্রু। এনেছি, আর না বুঝে ঘোড়া ধরেছিলুম বলে অনুশোচনা করছি।

অর্জ্জুন। তোমার পিতার নাম কি মণিপুররাজ?

বভ্রু। (বিস্মিতভাবে চাহিয়া) অপমানের জন্য না বাস্তবিক বিস্মৃতি?

অর্জ্জুন। যার জন্যই হ'ক। কেন পরিচয় দিতে ভয় পাও নাকি?

বভ্রু। মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডব আমার পিতা। মাতা চিত্রাঙ্গদা গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনী।

অর্জ্জুন। প্রাণভয়ে মাথাই নুইয়ে থাকে দেখতে পাই, কিন্তু পিতৃসম্বোধন করতে কখন শুনিনিতো মণিপুররাজ!

বভ্রু। পিতা নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করবেন না, অবস্থা বুঝে সদয় হ'ন।

অর্জ্জুন। আমার পুত্র হ'লে ঘোড়া একবার ধরে হেঁটমুণ্ডে এই দীনভাবে আবার ফিরিয়ে দিতে আসতে না।

বভ্রু। কার্য্য ক্ষত্রিয়োচিত নয় কিন্তু পুত্রোচিত।

অর্জ্জুন। জারজোচিত! যদি নিরস্ত্র হয়ে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে ছুটে আসতুম, তাহ'লে আদর দেখাতে ফুলচন্দন নিয়ে পা পূজো করতে ছুটে আসতিস। অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছি, স্পর্দ্ধার সঙ্গে ঘোড়া ছেড়েছি, সে ঘোড়া বীরদর্পে ধরেছিলি। এখন পিতৃভক্তির দোহাই দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে আসা পিতৃভক্তি না কাপুরুষতা! আমার সন্তান ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করে। ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করবার জন্য পুত্রত্বে জলাঞ্জলি দেয়। পুণ্ডরীক এই গন্ধর্ব্বনন্দিনীর সন্তানকে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও, আর অধীন সামন্তগণের মধ্যে একজন গণ্য করে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে চল। জারজকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবার প্রয়োজন নাই।

বভ্রু। যুদ্ধই যদি পুত্রত্বের পরিচয়, তাহ'লে মিষ্টবাক্যে

আদেশ করুন, এত পরুষবাক্য প্রয়োগ কি ক্ষত্রিয়োচিত? পদদলিত হ'লে ক্ষুদ্র কীটও চরণে দংশন করে তা আমিতো ক্ষত্রিয়-সন্তান। কিন্তু মহারাজ আত্মহারা হয়ে আমাকে দারুণ গর্হিত কার্য্য করতে আদেশ করবেন না। পায়ে ধরি পিতা প্রকৃতিস্থ হ'ন, দয়া করুন। আমার মা সাধ্বী পতিপরায়ণা। পিতাপুত্রের এ পাশবিক সম্বন্ধ শুনলে মর্ম্মান্তিক আহত হবেন—পিতা সদয় হ'ন।

অর্জ্জুন। (পদাঘাত) দূর হও নটীর সন্তান।

বভ্রু। (নীরবে ক্রোধ প্রকাশ)

নীল। (অর্জ্জুনকে ধরিয়া) করলেন কি, করলেন কি মহারাজ! বিনাপরাধে শান্তপুত্রকে পদাঘাত করলেন!

অর্জ্জুন। কে পুত্র! পুত্রতো আমার অভিমন্যু। ভারতের সপ্তশ্রেষ্ঠ বীরকে সাতবার সংগ্রামে পরাস্ত করেছে। ন্যায়যুদ্ধে কেউ তার অঙ্গে একটীও বাণ স্পর্শ করাতে পারেনি। ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছি, দেহে একবিন্দু ক্ষত্রিয় রক্ত থাকলে ওকি এ অপমান সহ্য করে।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বৎস বভ্রুবাহন! মাতৃবৎসল মণিপুররাজ! কর্ত্তব্য করেছ তাতে লজ্জা কেন? চক্ষে জল কেন? ছি ছি! শিষ্ট শান্ত যশস্বী বীর তুমি, পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েছ বলে কি কাঁদবে! চলে এস। শিষ্টাচার পিতার মনোমত হ'ল না, যা দেখতে চান তাই দেখাও—যুদ্ধ চান যুদ্ধ দাও। সেনাপতি!

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। কি আদেশ জননী?

উলূপী। ঘোড়ার মুখ ফেরাও।

সেনা। মহারাজ!

বভ্রু। এখনি—যেন পলমাত্র বিলম্ব না হয়।

সেনা। যথা আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

বভ্রু। আর মণিপুর রাজনন্দিনীকে গিয়ে বল, তিনি আমার ধাত্রী-জননী, মা আমার এখানে আছে।

উলুপী। কি করিস নরাধম! আত্মহারা হয়ে মাতৃনিন্দা করিস কেন।

বভ্রু। আরও ব'ল, যত দিন পর্য্যন্ত না তাঁর স্বামীর প্রাণহীন দেহ তাঁর চরণপ্রান্তে অঞ্জলি প্রদত্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মণিপুর-রাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না।

উলুপী। সিংহশিশুকে উত্তেজিত করে কাজ ভাল করলেন না তৃতীয় পাণ্ডব। ক্ষত্রিয়ের অভিমান! কোথায় ছিল? যখন পরশুরাম বিজয়ী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নিরস্ত্র নিজ রথে উপবিষ্ট, তখন নারীর অধম শিখণ্ডীর পশ্চাৎ থেকে কোন্ মহাবীরের বাণ তাঁর অনাবৃত বক্ষ বিদ্ধ করেছিল? ইচ্ছামৃত্যু শান্তনুনন্দন কার কাপুরুষত্বে মৃত্যু কামনা করেছিল? যা'ক! বভ্রুবাহন কার পুত্র এই অশ্বমেধের অশ্ব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যজ্ঞ রক্ষায় যখন অন্য পাণ্ডবের সঙ্গে বভ্রুবাহনের সমান অধিকার, তখন সে মহাযজ্ঞ অশ্বহীন হবে না! তবে তৃতীয় পাণ্ডবকে বুঝি সে যজ্ঞ দেখতে হল' না। এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই নিরপরাধ বালককে পিতৃহত্যার পাপ স্পর্শ না করে। বালক! পিতাকে প্রণাম করে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

বভ্রু। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করে, ক্রোধের জন্য নয়।

মহারাজ! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য আপনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলাম, অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

অর্জ্জুন। স্বকার্য্যের জন্য তোমার জয় কামনা করতে পারিনা, তবে আশীর্ব্বাদ করি, যদিই যুদ্ধে জয়লাভ কর যেন তোমাতে পাপ স্পর্শ না করে। [উলূপী ও বভ্রুবাহনের প্রস্থান।

একি শুনলেম—চিত্রাঙ্গদা ধাত্রী-জননী! তবে এ তেজস্বিনী কে?

নীলু। বীরত্বের প্রস্রবিণী!

ইলা। আমার মা।

অর্জ্জুন। তোমার মা! পতিপরায়ণা উলূপী? তুমি এখানে তোমার মা ওখানে এ কি রকম ইলাবন্ত?

ইলা। জিজ্ঞাসা করবেন না—আমি বলতে পারবো না।

পুণ্ড। মহারাজ! এ লোক-বিগর্হিত কার্য্য হতে প্রতিনিবৃত্ত হ'ন, পুত্রকে ফিরিয়ে এনে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

অর্জ্জুন। কেন ভয় পেলে নাকি পুণ্ডরীক?

পুণ্ড। ভয়ের কারণ হ'লে ভয় পেতে হয় বইকি। তবে ভয় আমার জন্য নয়! এই বালকের জন্য নয়! মাতৃহস্তে পুত্রের জীবন নাশ—সে জীবন নষ্ট নয়, অনন্তকালব্যাপী পরমায়ু। ভয় আপনার জন্য।

অর্জ্জুন। বল কি পুণ্ডরীক?

পুণ্ড। মা সতীশিরোমণি—মহাশক্তির অংশ। ত্রিভুবন-বিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ যেখানে কীটানুবৎ দলিত হয়েছে, সেখানে তৃতীয় পাণ্ডব কি?

অর্জ্জুন। পুত্র এখানে! মা ওখানে! এ যে প্রহেলিকা পুণ্ডরীক?

পুণ্ড। সতীর আচরণ সতীই জানে, অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

নীল। মহারাজ! কি জানি কেন মন বলছে এ যুদ্ধে আমাদের মঙ্গল নাই।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম্ম—এখন ফেরা অসম্ভব। যাও সকলে প্রস্তুত হও।

[অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাসুদেব তোমাকে ছেড়ে কেন এলেম বলতে পারিনা! তোমার বড় আগ্রহ অগ্রাহ্য করেছি। সমস্তই তোমার ইচ্ছা। নারায়ণ! জয় চাই না, অভিমন্যুর অভাব মোচন কর, তার শোক নিবারণ কর, জগৎকে দেখাও আমার প্রত্যেক সন্তানই অভিমন্যু।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শিবির-দ্বার।

উলূপী ও সেনাপতি।

সেনা। তবে কি এবার হ'তে আপনার আদেশেই চলতে হবে?

উলূপী। বুঝতেইতো পারছ—একথা জিজ্ঞাসা করা কথার অপব্যয়।

সেনা। তা বলে মা ছেলেকে দেখতে চাচ্ছে, শুধু আপনার জন্য দেখতে পাবে না?

উলূপী। মা কে? মা তো আমি।

সেনা। সে কথা আমি স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

উলূপী। কিন্তু তুমি যার দাস, সে স্বীকার করে।

সেনা। রাজা ক্রোধের বশে একথা বলে ফেলেছেন।

উলূপী। ক্রোধের বশে নয়, কার্য্যবশে। আমার আদেশ না পালন করলে তার মহাপাপ, চিত্রাঙ্গদার আদেশ অগ্রাহ্য করলে লোক-নিন্দা। কার্য্যের জন্য ক্ষত্রিয় লোক-নিন্দা গ্রাহ্য করে না। যাও, সে রমণীকে এস্থানে পুনরায় আসতে নিষেধ কর, অথবা তার স্বামীর শিবিরে যেতে আদেশ কর। এখানে তার স্থান নেই।

সেনা। একথা শুনবো কেন?

উলূপী। না শোন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।

সেনা। পাঠাবে কে?

উলূপী। আমি। এ কার্য্যে আমি রাজার অপেক্ষা রাখিনা।

সেনা। শুধু এই ব্যক্তির বাহুবলে মণিপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। শত্রুর আক্রমণ হ'তে এ রাজ্য রক্ষা করেছি একা আমি! মণিপুর-রাজ তখন জরাগ্রস্ত, উত্থান শক্তি রহিত, তখন এ বালক ছিল কোথা? শুধু আমার মহত্ব এ বালকের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করেছে।

উলূপী। তাতে গৌরব কি? প্রভুভক্ত ভৃত্যের কার্য্য করেছ, তাতে এত আত্মপ্রশংসা কেন! না করলে বিশ্বাসঘাতক হতে, না করলে এই বালক কর্ত্তৃক অপমানের সহিত তাড়িত হতে।

সেনা। নারী, তাই তুমি ঔদ্ধত্য কথা কইতে অবকাশ পেলে।

উলূপী। প্রভুভক্তি যথেষ্ট দেখিয়েছ, তাই তোমার শির এখনও স্কন্ধ হতে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

সেনা। তবে শোন অপরিচিতা রমণী, আমি তোমাকেও চিনিনা, রাজাকেও চিনিনা।

উলূপী। এখনই চিনিয়ে দিচ্ছি।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলাবন্ত!

ইলা। কেন মা!

উলূপী। এই বৃদ্ধকে বাঁধ প্রাণে মেরনা।

সেনা। সাবধান বালক! আর এক পা যদি অগ্রসর হ'স গুপাত করবো।

ইলা। আমার অপরাধ নিয়োনা বৃদ্ধ, আমি মায়ের আদেশ পালন করি। (উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও সেনাপতির পতন)

সেনা। 'মা তোমায় চিনেছি! আমি সন্তান আমাকে ক্ষমা কর।

উলূপী। ইলাবন্ত, ইনি তোমার ভাইয়ের অভিভাবক—গুরু স্থানীয় প্রণাম কর। সেনাপতি, মণিপুররাজের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী চিরানুগত সহচর! জ্ঞানী তুমি, দারুণ কর্ত্তব্য আমাকে এই নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত করেছে, দয়া করে মা ও সন্তানকে ক্ষমা কর।

সেনা। মা! এখন বুঝলুম এ মহাযুদ্ধে তৃতীয় পাণ্ডবের মঙ্গল নাই। ভৃত্যকে কি করতে হবে আদেশ করুন।

উলূপী। দেহরক্ষী হয়ে রাজমাতার পার্শ্বে অবস্থান কর। দে যেন আত্মহারা হয়ে সে অভাগিনী নিজের কোনও অনিষ্ট না করে।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

উলূপী। তুই কি মনে করেরে বালক?

ইলা। কি আবার মনে করে, মাকে দেখতে এসেছি।

উলূপী। না তৃতীয় পাণ্ডব ভীত হয়ে তোকে দিয়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছে।

ইলা। সে বাপ আমার নয়।

উলূপী। তা এক পদাঘাতেই বুঝেছি।

ইলা। তুই বেটী বুনোর মেয়ে, তুই আমার বাপের মর্ম্ম বুঝবি কি!

উলূপী। তুই বেটা বাপের পদানত, তুই তার সুখ্যাতি করবি এতো জানা কথা।

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে লড়াই করবো? যে বাপ প্রথম দর্শনে চৌদ্দবৎসরের সঞ্চিত চক্ষুজল আমার মাথায় ঢেলেছে! তুই সেখানে নেই বলে নিজে মা বাপের কার্য্য করেছে! সেই বাপের সঙ্গে আমি লড়াই করবো!

উলূপী। (চক্ষে হস্তপ্রদান) দেখা হ'ল, আর কেন ইলাবন্ত! রাত্রি প্রভাত হয়।

ইলা। একটু দাঁড়া প্রণাম করি।

উলূপী। আশীর্ব্বাদ করতে পারবো না।

ইলা। আশীর্ব্বাদ চায় কে! যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি তাহ'লে আশীর্ব্বাদের নাম হবে! জিতি হারি যশ অযশে আমার অধিকার! আশীর্ব্বাদকে দেব কেন! এলুম কেন জানিস! হারিতো তুই দেখতে পাবিনি, জিতিতো তোকে দেখতে পাবনা, তাই দেখতে বড় সাধ হ'ল! দেখ মা, এমন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি যে তাতে জয়ের চেয়ে পরাজয়ে সুখ আছে। আচ্ছা মা আশীর্ব্বাদ করনা যেন এ যুদ্ধ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হয়।

উলূপী। বিশ্ববিজয়ী বীরের পুত্র তুমি। ছি বৎস তোমার কি নিজের মরণ-কামনা করতে আছে!

ইলা। যাক, রাত্রি প্রভাত হয় চললেম। ভাল তোদের রাজা কি করছে?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করছে।

ইলা। দেখা হয় না?

উলূপী। পাছে কেউ দেখতে আসে, তাই আমি নিষেধ করতে দাঁড়িয়ে আছি।

ইলা। যদি দেখতে যাই?

উলূপী। শির রেখে যেতে হবে।

ইলা। তবে পালালুম। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আর তোকে ঘেঁটাব না।

[প্রস্থান।

উলূপী। তামসী রজনী! তোর আবরণ আজ স্বচ্ছ কেন? আমি না হয় আত্মহারা পুত্র মুখ দেখতে চাই! তুই সর্ব্বনাশী দেখতে দিবি কেন! ঢেকে ফেল! ঢেকে ফেল! আমার সর্ব্বস্ব-ধনকে নিবিড় বসনাঞ্চলে ঢেকে ফেল!

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

পূজা সাঙ্গ হ'ল?

বভ্রু। কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে মা?

উলূপী। তোমার পূজা সাঙ্গ হ'ল?

বভ্রু। অন্ধকার! মুখ দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু মা তোমার স্বর বাষ্পরুদ্ধ।

উলূপী। যুদ্ধ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হবার উপায় সন্ধান করছো না কি বভ্রুবাহন?

বভ্রু। তাই করছি। তোর কথার ভাবে বুঝতে পেরেছি তোর জীবনের সাররত্ন পাণ্ডব-শিবিরে নিহিত আছে। মা, যুদ্ধে কাজ নেই! অপমান হেঁটমুণ্ডে মাথায় নিচ্ছি! সমস্ত জগতে

কাপুরুষ বলুক, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে অনন্ত নরকেই আমার স্থান হ'ক, আমি যুদ্ধ করছি না।

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করে এই প্রাণ নিয়ে এলে নাকি বভ্রুবাহন?

বভ্রু। পূজা করিনি। বার কত কৃষ্ণনাম করেছিলুম আর বারকত ভূমিতে শিরস্পর্শ করেছিলুম—এই পর্য্যন্ত।

উলূপী। সে কি!

বভ্রু। এই! বড় সাধ করে মা পিতাকে দেখবার জন্য কৃষ্ণপূজা করেছিলুম। তার পর কৃষ্ণপূজার ফলে যে মূর্ত্তিতে পিতাকে দেখলেম, প্রথম দর্শনেই পিতা পুত্রে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল তাতে আর কৃষ্ণপূজা করতে সাহস হ'ল না। কিন্তু মা কামনা শূন্য হয়ে যেমন একবার কৃষ্ণকে ডেকেছি, অমনি দেখতে পেলেম হিমালয়শৃঙ্গে মহেশ্বরের জটারাশির মধ্যে কল্পারম্ভ হতে যে কলনাদিনী মহাশক্তি এতকাল পুঞ্জীকৃতা ছিল, দেখতে দেখতে সেই মহাশক্তি উথলে উঠল! কি এক জীবনাশী মহাবেগে সেই সমুদায় শক্তিস্রোত আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করলে! এখন মা আমি ব্রহ্মাণ্ডনাশী মহাবলে বলীয়ান! কোপ দৃষ্টিতে যদি চাই, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হয়। এ শক্তি নিয়ে কার সর্ব্বনাশ করবো মা? চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করি, অভয়দায়িনী অভয় দাও।

উলূপী। বেশ হয়েছে! নিশ্চিন্ত হও বভ্রুবাহন। যদি বিশ্বসংহারে তোমার অভিলাষ আসে, তাও কৃষ্ণের ইচ্ছায়। পিতৃনাশের পাপ আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এখন যাও, প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

বভ্রুবাহন।

(গীত)

কে জানে কি বিষম টানে।
শবরের ডোর বেঁধে গলে বক্ষে এগিয়ে আনে॥
সাধ করি ফিরি সে দেশে,
যেথায় অভিমান পায়নাকো স্থান, মরম ব্যথা মরে হুতাশে,
যেথা আপন জ্বালায় জ্বলে যাতনা,
নিজের ছলে ঘেড়াজালে জড়ায় ছলনা।
যেথা মিশে গেছে সুখের আশা মরণের সুর বাঁধাগানে,
ঠাঁই নাই আর এসে তাই কয়নাকো কাণে॥

[প্রস্থান।

(শ্রীসঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

মানসী লতার অঙ্গে।
যেই দেখি প্রাণ উঠেছে ফুটিয়া গান লয়ে ফুটি সঙ্গে॥
মলয়ের সনে মিশায়ে কায়, আদরে সহরে নাচাই তায়,
তুলে লই তারে তারার গায় শশী করে ভাসি রঙ্গে॥
সে ফুল পলাশে ঝরে যে বিন্দু তটিনীর হার গাঁথিয়া,
সাধে সাধে রচি সুধার সিন্ধু জীবন তরঙ্গে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

শিবির-দ্বার।

ইলাবন্ত।

(গীত)

বেজে উঠেছে বাঁশী।
নিশি পোহায়েছে শশী ভুলে গেছে মুখে ফের পরেছে হাসি॥
লয়ে গোধন নীরদবরণ আসিবে কাছে,
ফুল লয়ে পথ পানে চেয়ে পাখী নীরবে গাছে,
কথা মুখিয়ে আছে;
আমি এবেলা হেথে কেন একেলা বসে।
বাঁশীর সুর পরশে সুখ সরসে ভাসি॥

অর্জ্জুন। আজ প্রভাতে যুদ্ধ, সকলেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত, তুমি একলা বসে কি করছো ইলাবন্ত? বভ্রুবাহনের সঙ্গে মাকে দেখে যদি তোমার চিত্তে অস্থিরতা আসে, তাহ'লে বালক মায়ের কাছে যাও। আমি তোমাকে সন্তুষ্ট মনে অনুমতি দিচ্ছি।

ইলা। মায়ের কাছে যাবার অভিলাষ যদি থাকতো তাহ'লে পিতা বহুক্ষণতো তাঁর কাছে যেতে পারতেম।

অর্জ্জুন। তবে এমন করে নির্জ্জনে বসে কেন? কুরুক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, যুদ্ধের ভয়ে উলূপীনন্দন যে গোপনে অবস্থিত এটা আমার মনে হয় না।

ইলা। না মহারাজ, ভয়ে নয়! আমার বিশ্বাস মহারাজের

উপর নিয়তির বিষম আক্রমণ। নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি লোকসঙ্গ ত্যাগ করেছি।

অর্জ্জুন। যুদ্ধে জয়ী হয়েছ?

ইলা। না মহারাজ, আপনিই সেই জয়ের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বিজয়লাভ ক'রে অহঙ্কারে আপনি বাসুদেবের সকল আগ্রহ উপেক্ষা করেছেন। সে মহাযুদ্ধে যাঁর জন্য জয় এই মণিপুরে সেই মহাপুরুষের অভাব। সে অভাব গাণ্ডীবীর নিজের দোষে! দুর্ব্বল আমি আমার আগ্রহে সে অভাব পূর্ণ হ'ল না। সহস্র চেষ্টায় বাসুদেবের সন্ধান পেলেম না।

অর্জ্জুন। তাহ'লে এখন কি করবে?

ইলা। প্রতিকারের এক উপায় আছে। যদি মহারাজ অনু-মতি করেন, তাহ'লে এক সামগ্রী আমি আপনাকে প্রদান করি। আমার মাতামহ নাগরাজ এক অপূর্ব্ব মণির অধিকারী। সে মণি যার কাছে অবস্থান করে তার অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। আঘাত করতে এলে যমদণ্ড মধ্যপথে ভগ্ন হয়। মহারাজ! দয়া করে সেই মণি গ্রহণ করুন। আমি মাতামহের কাছ হতে সেই মণি এনে এখনি আপনার চরণপ্রান্তে উপহার দিই।

অর্জ্জুন। বালক! মরণ শিয়রে বেঁধে আজীবন কত অসংখ্য মহাবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছি। এখন জীবন বেঁধে একটা ক্ষণজীবী বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করবো! লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিকের দংষ্ট্রায় সে জীবন আমার অনাবৃত হৃদয়কে দংশন করবে। তখন মৃত্যু কামনা করলে সেও দংশনের ভয়ে পথ থেকে ফিরে যাবে। একটা ক্ষুদ্র বালককে অন্যায়রূপে সমরে নিহত করে সাগর প্রমাণ যন্ত্রণা-ভরা জীবন নিয়ে কি করবো বাপ ইলাবন্ত।

ইলা। তবে আমায় অনুমতি করুন আমি নিই।

অর্জ্জুন। তোমারি ইচ্ছা!—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করতে পার, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। (নেপথ্যে রণবাদ্য) আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না। শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির কর।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ইলাবন্ত!

ইলা। কেও নাগরাজ! কি করে জানলে নাগরাজ? আমার মনের কথা কি তোমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে? দাদা! যে মহা আগ্রহে সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী আমাকে দান করবার জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছিলে আজ আমি সেই মণি ভিক্ষা করি।

অনন্ত। চুপ!—গোল করিসনি! তাই তোকে দিতে এসেছি। এ মহাযুদ্ধের খবর পেয়েছি, তাই তোকে অমর করতে মণি এনেছি। নে লুকিয়ে গলায় পর। দেখিস মা যেন না জান্তে পারে।

ইলা। দাদা মণি চেয়েছি জানলে কেমন করে? বড় আগ্রহে মণি ভিক্ষা করেছি, তোমায় কে সংবাদ দিলে নাগরাজ?

অনন্ত। চুপ!—আস্তে কথা ক'! তোর সর্ব্বনাশী মা জানলে সব কাজ পণ্ড হবে! তোকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দেবে, মণি কেড়ে নেবে! পরিণাম মৃত্যু!—ইলাবন্ত! মৃত্যু!—মা পুত্রঘাতিনী! নাগবংশ ধ্বংস!

ইলা। আচ্ছা দাদা—

অনন্ত। আবার সে কালনাগিনী মনের কথা শুনতে পায়, চুপ করনা হতভাগা ছেলে। বভ্রুবাহনের জন্যে তোর মা এই মণি আমার কাছে ভিক্ষা করেছে। মণি আমি তোর মাকে দিতে

এসেছি। মনে নেই বালক, তোর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাসনি বলে সেদিন আমি তোকে কত তিরস্কার করেছি!

ইলা। মনে নেই! খুব মনে আছে! তাতে আমি তোমার ওপর যে বিরক্ত হয়েছিলুম—এমন বিরক্ত আমি কখন হইনি। মনে করলেম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে কাতর হয়েছ, তোমাকে এক বাণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিয়ে দি।

অনন্ত। সেই আমি নাগরাজ—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে হরির চরণে আত্মসমর্পণ করতে জটা-চীরধারী নাগরাজ—আত্মপরে সমজ্ঞান নাগরাজ—মণি নিয়ে এলেম, বভ্রুবাহনকে দিতে গেলেম, কিন্তু জাতীয় স্বভাব বাধা দিলে! এতকালের হরিপূজা পণ্ড হ'ল, সর্ব্বত্যাগ পণ্ড হ'ল, জটা বাকল জলে গেল! বভ্রুবাহনকে মণি দিতে গেলেম, পথ ভুলে এখানে এলেম! এই দেখ ইলাবন্ত সেই সঞ্জীবনী মণি আমি তোর গলায় পরালেম। ঢেকে ফেল—ঢেকে ফেল। দেবতা না দেখতে পায়—তোর মা না জান্তে পারে—বর্ম্মের আবরণে এখনি ঢেকে ফেল। আমি আবার গাছের তলায় যাই—হরিনামের মালা হাতে করি—হরির কাছেও আমার এ প্রাণ লুকিয়ে রাখি।

ইলা। তুমি কি দাও দাদা, ভগবান দেয়। তুমি কেন লজ্জিত হচ্ছো! কার আশঙ্কা করছো! মণি দিয়ে আবার ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নাও—এ কথা ভুলে যাও।

অনন্ত। তোর মা সতৃষ্ণ নয়নে মণির পানে চেয়েছিল।

ইলা। বেটীর চোখ গেলে দিতে পারনি।

অনন্ত। এই দ্যাখ বালক এই মণিতে সেই উজ্জ্বল চক্ষুর প্রতিবিম্ব! এখনও চেয়ে আছে—এখনও চেয়ে আছে! লুকিয়ে

ফেল—লুকিয়ে ফেল! কি তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টি—কি হৃদয়ভেদিনী স্পৃহা—কি মর্ম্মঘাতী কুটিল কটাক্ষ! ইলাবন্ত ইলাবন্ত!

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ইলা। আর কেন মণি দিয়েছ চলে যাও। পেছনে চাচ্ছ কেন? আমার মণি আমি নিলেম ভয় কি নাগরাজ! এতো কাতর কেন! যাও, চলে যাও।

অনন্ত। (ফিরিয়া) ভাই, আর একবার দে।

ইলা। সেটা এখন আর নয় দাদা, যুদ্ধের পর নিতে হয় নিয়ো না হয় জলে ফেলে দিয়ো।

অনন্ত। দে ভাই আর একবার দে।

ইলা। সাবধান নাগরাজ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমরক্ষেত্র।

বভ্রুবাহন।

কি সুখ আর সুখে কে।
তুমি যারে আপন করে রেখেছো হে।
যে তোমায় নিয়েছে শরণ
তার আলোর আঁধার বাঁধা দেছ জীবনে মরণ,
তার ভরা ভবন শূন্য ভুবন সকল বাঁধন ছিঁড়েছে॥
তার সাধের ঘরে বাজ পড়েছে, ভরা গাঙে বাণ ডেকেছে,
একূল ওকূল তলিয়ে গেছে আশার ভরা ডুবেছে॥

(ইলারন্তের প্রবেশ)

বভ্রু। এই যে ভাই, তোমাকেই খুঁজছিলুম।

ইলা। আমিও তোমাকে খুঁজছিলুম।

বভ্রু। তুমি আমাকে খুঁজছিলে কেন?

ইলা। তুমি খুঁজছিলে কেন?

বভ্রু। সেদিন শিবিরে তোমার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গ্রহদুর্দৈববশে কেউ কারও মুখের দিকে চাইতে পারলেম না।

ইলা। সেদিন তোমার মুখের দিকে চাইতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি।

বভ্রু। আজ প্রবৃত্তি হ'ল কিসে?

ইলা। তোমার মুণ্ডটীর লোভে।

বভ্রু। ওটা অপোগণ্ড বালকের স্বভাব। ছেলে আঙুল নাড়তে শিখলেই, চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়। কথা ফুটতে না ফুটতে চাঁদ ধরে দেবার বায়না করে। তা তুমি এসেছ কেন? তৃতীয় পাণ্ডবের কি আর কেউ নেই যে আমার মুণ্ড নিয়ে যায়! না থাকে নিজে এলেন না কেন?

ইলা। আমার কাজ তিনি আসবেন কেন?

বভ্রু। তবে আমার মুণ্ড নিতে কাল যে অসংখ্য পাণ্ডবসেনা এসেছিল, সেটা কি তোমার বায়না শান্ত করতে? তৃতীয় পাণ্ডবের অনিচ্ছায়?

ইলা। তা নয় মণিপুররাজ! সেদিন পুষ্পদলে পিতার যে পাদবন্দনা করেছিলে, তাই দেখে আমার মনে ঈর্ষা হয়েছিল। তাই এই সুন্দর ফুলটী মণিপুররাজের দেহতরু থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এসেছি। পিতার চরণে উপহার দেব।

বভ্রু। তা হ'লে বন্দনার সময় উত্তীর্ণ হয়ে বিলম্ব করছ কেন? তাই অমনি নাও। যুদ্ধ করতে গেলে যদি মা মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তখন কি এই তুচ্ছ সামগ্রীর জন্যে আবার এই যন্ত্রণাময় সংসারে ফিরে আসবি! আমাকেও আবার টেনে আনবি! আর আমার পুত্রবৎসল পিতাকে পুত্রবধের জন্য তাঁর সখার কাছ থেকে ছিঁড়ে আনবি! নে ভাই অস্ত্র ধর, আমার শিরঃপুষ্প গ্রহণ কর।

ইলা। মণিপুর রাজ!—ভাই!—

বভ্রু। কাঁদিস্ কেন ভাই!—ভয় পাচ্ছিস্!—দেহ-বৃন্ত থেকে উত্তোলিত হ'লে এ পুষ্প মলিন হবে! তা হবেনা ইলাবন্ত। গুরুর পাদপ্রক্ষালিত জলে এ ফুলের অভিষেক করেছি। ভাই এর সৌরভ নষ্ট হবে না।

ইলা। তাই পিতা আমাকে আজকের যুদ্ধের সেনাপতি করেছেন।

বভ্রু। সাবধান—পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিসনি।—ভাগ্যবান! তোমার মতন পিতৃপ্রসাদ লাভ যদি আমার ভাগ্যে ঘটত, আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করতুম।—তোর মতন ভাই—এমন অমিয় মাখা কথা—এমন স্নেহ ভরা হৃদয়—এমন চাঁদের সুধা ভরা রূপ—পিতৃ কর্ত্তৃক এ জীবন নিতেও যদি আদিষ্ট হতেম—তখনি নিতেম—ইতঃস্ততঃ করতেম না। তাই যুদ্ধ কর।

ইলা। যুদ্ধ করা ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই। কিন্তু ভাই ভ্রাতৃস্নেহবশে যুদ্ধ করতে করতে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাবধান হও—সেফালি পুষ্পের মত মৃদুমন্দ সমীরস্পর্শে যদি এ সুন্দর ফুল আপনা আপনি ঝরে পড়ে, তা হ'লে তোমার পিতৃ হত্যার পাতক হবে।

বভ্রু। আ নরাধম! ভীষণ অভিসম্পাৎ প্রদান করলি!

তবে আয় তোকে একবার আলিঙ্গন করি। ভাই এ বুকে আমার পিতার বক্ষের উষ্ণতা মাখান আছে। একবার দে—ভিক্ষা করি। আঃ কি তৃপ্তি! (আলিঙ্গন)—আয় ভাই—সোণার ইলাবন্ত!—একবার আয়। লীলাময়ের ইচ্ছায় দুই ভায়ে আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি—কোথায় তোকে আদর করব—ঘরে নিয়ে মাকে দেখাব—মায়ের স্নেহাশ্রুতে দুজনে সমভাবে সিক্ত হব, তা না করে পরস্পরকে মারতে এসেছি। আয় ভাই আয়—জন্মজন্মান্তরের জন্য একটু সোদর প্রেমের মিষ্টতা পান করি।

(পুণ্ডরীক ও উলূপীর প্রবেশ)

পুণ্ড। পিতৃ আজ্ঞা সুন্দর পালন করছ ইলাবন্ত!

উলূপী। পিতার কাছে পরিচিত হবার প্রকৃষ্ট উপায় বভ্রুবাহন!

[ইলাবন্ত ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

পুণ্ড। মায়াময়ী জগদ্ধাত্রীরূপিণী ছিলি, এ সংহার মূর্ত্তি কেন মা! বনের পশুপাখী তোকে দেখে ছুটে আসত, আজ আমিও পর্য্যন্ত তোকে দেখে ভয় পাচ্ছি কেন মা!

উলূপী। যাও, এগিয়ে দেখ। অন্তরালে দুই হতভাগ্যে আবার যেন গলা জড়াজড়ি না করে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ।

(কৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রবেশ।)

সত্য। ঠাকুর উন্মাদের মতন ছুটে এলে যে?

কৃষ্ণ। কে আমাকে ডাকলে না!

সত্য। ঠাকুর একদিন এক সময়ের জন্যও স্থির নও। কথায় কথায় বল আমি নিশ্চিন্ত, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যওত চিন্তার বিরাম দেখলেম না! সংসার নিয়ে যদি এতই উন্মত্ত হবে তা হলে তোমার সংসার পাতা উচিত হয় নি। এই দুদিন পূর্ব্বে আঠার অক্ষৌহিণীর কাতর কণ্ঠ নীরব করে এলে, তবু ঠাকুর নিশ্চিন্ত হতে পারলে না!

কৃষ্ণ। নিশ্চিন্ত ছিলেম নিশ্চিন্ত রয়েছি সত্যভামা। কাতর কণ্ঠ আর কর্ণে তুলতে প্রবৃত্তি হয় না। মানুষের অভিমান গর্ব্বের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও আর তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। দিবারাত্রি সঙ্গে আছি তবুও যদি মানুষের ভ্রম দূর না হয় তখন সে ভ্রমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার বৃথা প্রয়াস মাত্র। এই অভিমানের মূল ছিন্ন করতে আজীবন মানুষকে নানা উপায়ে শিক্ষা দিয়ে আসছি, কিন্তু শিখতে গিয়ে শিক্ষার অভিমানে মানুষ সব কার্য্য পণ্ড করে। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় দর্প চূর্ণ করলেম, ভাবলেম মানুষ বুঝি এইবারে শান্তির কোলে মাথা রেখে কামনার চীৎকারে আমাকে আর উৎপীড়িত করবে না। কিন্তু কৈ হ'ল প্রাণেশ্বরী! দম্ভ গেল কৈ! অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। কার্য্যে কার্য্যে চির বিরোধ। একদিকে অত্যাচার অন্যত্র চীৎকার। মানুষ শিখতে শিখতে শেখেনা। তা হ'লে কি করি সত্রাজীৎ নন্দিনী!

সত্য। এ দাসীর কথা যদি শোন ঠাকুর তা হ'লে আর কিছু করতে হয় না।

কৃষ্ণ। ঐ শোন আবার কাতর রোদন। "কোথায় বাসুদেব" বলে কে আমার শ্রবণ বধির করে তুললে!

সত্য। বাসুদেব আপনার উদ্ভবের সঙ্গে কি জানি কেমন ইচ্ছায় এ সর্ব্বনেশে অভিমানের সৃষ্টি করেছ। কেমন নীরবে, আমার অলক্ষ্যে মানব জীবনের চারিধারে বায়ুসংলগ্ন জলকণার ন্যায় যে অভিমান অবস্থান করছে। মানব তোমাকে পেয়েও তাকে দেখতে পায়না। সুধাংশু সাগরগর্ভে লুকিয়ে ছিল। মৎস্যাদি জলজন্তু আপন মনে তার চারিধারে কতকাল ধরেই না বিচরণ করেছে! কিন্তু যজ্ঞপতি দেবতা সে সুধাংশুর অংশ পেয়ে অমর হ'ল, জলজন্তুর দুর্দ্দশা ত ঘুচল না! এমন ক্ষণজীবী, যে মৃত্তিকাস্পর্শ মাত্রেই তাদের প্রাণ বিয়োগ হয়। অপরের কথা ভাবছ কি? যে বংশে তোমার আবির্ভাব—তোমার অস্তিত্বে যে রাজ্যের কীটাণু পর্য্যন্ত জগতের মানবের চক্ষে সূর্য্যের প্রভায় প্রভাবান, তাদের কথা কি একবার ভেবে দেখেছ? একবার আত্মীয় স্বজনের দিকে চাও দেখি! চেয়ে দেখ যদুবংশের অবশ্যম্ভাবী ভীষণ পতন। তুমি তাদের প্রতি একবার মাত্রও দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ না। ঠাকুর কে কোথায় বাসুদেব বলে ডেকেছে, তাই তুমি সহধর্ম্মিণীর সেবা পদদলিত ক'রে উন্মাদের মত ছুটে এলে! ঠাকুর তোমার আত্মপর ভেদজ্ঞান নেই বলে, পরগুলোকে কি এত আপনার করতে হয়? আপনারগুলোর দিকে একবার মাত্র অপাঙ্গে দৃষ্টি করতে প্রভু তুমি শ্রম বোধ কর!

কৃষ্ণ। সত্যভামা সকলি জান। নারীশিরোমণি এত জেনেও

তুমি নারীর স্বভাব ত্যাগ করতে পারিলে না! এ সংসারে আপনার পর জানিনা। শুধু জানি যে আমায় ডাকে আমি তার। কিন্তু আমায় কয়জন ডাকে প্রাণেশ্বরী! বহুদিন পরে সেই ডাকা শুনতে পেয়েছি। ধ্রুব প্রহ্লাদের পর এমন আদর অভ্যর্থনা আমার ভাগ্যে অতি অল্পই ঘটেছে! বহুদিন পরে অতি আদরের নিমন্ত্রণ। এ নিমন্ত্রণ ত উপেক্ষা করতে পারি না—আর ত স্থির থাকতে পারি না।

সত্য। এমন বিষম নিমন্ত্রণ আবার কাকে শিখিয়ে এসেছ প্রভু?

কৃষ্ণ। না—না—একি! একি প্রহেলিকা! এ কর্ণে কৃষ্ণ—এ কর্ণে কৃষ্ণ! বিষম করুণ স্বর—ভীষণ আকর্ষণ। এ কর্ণে বভ্রুবাহন—এ কর্ণে ইলাবন্ত। মধ্যস্থলে হৃদয়ভেদিনী আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বনাশী সুভদ্রারূপিণী নাগনন্দিনী। অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় অন্তর্নিহিত মানব চক্ষের অগোচরে হিমাচলভেদী শোকের তরঙ্গ। পারলেম না সত্যভামা—আর পারলেম না! দয়া করে ছেড়ে দাও। তোমার আকর্ষণ আর যেন আমায় উৎপীড়িত না করে।

সত্য। ইচ্ছাময় আমি দাসী। প্রভুর মতিতে প্রভুর গতিতে আমি ব্যাঘাত দেব কেন? করুণাময়! করুণাসাগরে তরঙ্গ উঠেছে আমি মাঝে পড়ে বাধা দিতে গিয়ে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত করবো কেন? প্রভু প্রণাম।

কৃষ্ণ। ধন্য সত্রাজীৎ নন্দিনী!

সত্য। দারুক!

(দারুকের প্রবেশ)

দারুক। কেন মা!

সত্য। অশ্ব সজ্জিত কর।

দারুক। বাসুদেব এই যে এলেন মা!

সত্য। এখনি যাবেন।

দারুক। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সত্য। একটু সাজিয়ে দেবারও কি অবকাশ পাবনা ?

কৃষ্ণ। প্রেমময়ী সত্রাজীৎ নন্দিনীর মমতা যার অঙ্গের আভরণ তার আবার অন্য সজ্জার কি প্রয়োজন প্রাণেশ্বরী !

সত্য। তবে যাও ঠাকুর ! কিন্তু বাসুদেব এতকাল দ্বারকায় বাস করলে এত দেখলে শুনলে কত যুদ্ধ বিগ্রহ করলে কত রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলে তবু সেই বৃন্দাবনের পাগলামী টুকু ছাড়তে পারলে না ! সন্ধ্যায় এলে আর ভোরেই পালালে !

কৃষ্ণ। প্রেমময়ী ! প্রাণময়ী ! যেথায় প্রেম সেথায়ই বৃন্দাবন, আর সেইখানেই আমার এই লুকোচুরী।

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

বঁধু তোমার যায় না বোঝা যাওয়া আসা।
শিখেছ এমন কোথা জীবন গাঁথা ভালবাসা॥
যেথায় কানু সেথায় বেণুর ধ্বনি,
বয় কি সেথায় কথায় কথায় যমুনায় উজান।
সেথা ননী আঁচলে, গোপাল এলি কি বলে,
পাগলিনী নন্দরাণী গলা মায়ের প্রাণ।
সেথা ব্রজের কিশোরী বাঁশীর স্বরধরি
এসেছে কুলবধূ আঁধার দেখতে শুধু
সলাজে ফিরে গেছে সায় করে আঁখি জলে ভাসা।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমরক্ষেত্র।

উলূপী ও বভ্রুবাহন।

উলূপী। নরাধম! এই কি মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা! সাধ্বী চিত্রাঙ্গদাকে কলঙ্কিনী নামেই জগতে পরিচিতা করলি!

বভ্রু। কি করেছি মা?

উলূপী। এতক্ষণ ধরে ঐ বালকটার সঙ্গে যুদ্ধ করলি, বালক অক্ষত দেহে ফিরে গেল কেন?

বভ্রু। তোমার কি বোধ হয় আমরা অস্ত্র নিয়ে এতক্ষণ বালকের খেলা খেললুম!

উলূপী। তা নয়ত কি?

বভ্রু। মা তুই নারীত্বের সঙ্গে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছিস— তোর চক্ষু আর মানুষের অবস্থা দেখতে চায়না।

উলূপী। মায়াবশে হতভাগ্য কেউ কারও গায়ে অস্ত্রাঘাত করিসনি। অজা যুদ্ধের মতন শুদ্ধ বাহাড়ম্বরেই শেষ—শুধু অস্ত্রের ঝনঝনা। অর্জ্জুনের পুত্র বলে এত যদি তোর আত্মগৌরব তাহ'লে নরাধম, ঐ বালককে ফিরিয়ে আন, আবার যুদ্ধ কর। নতুবা তোর পিতার মতন, আমারও মুখ থেকে সেই ভীষণ পরুষ বাক্য নির্গত হবে। তোর পিতার মতন এই চরণ এই মুহূর্ত্তেই তোর রাজমুকুট অযোগ্য স্থান হ'তে ফেলে দেবে।

বভ্রু। সর্ব্বনাশী চক্ষে রক্ত পূরেছিস! এ অঙ্গে কি রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলিনি! পাষাণী! বভ্রুবাহনের রক্ত কি এত

শুভ্র, সে কি অস্ত্রাঘাতের সাক্ষী দেয় না? চরণ প্রহার করতে হবে কেন মা! এই নে আমি নিজেই এই মুকুটশোভিত মস্তক তোর চরণতলে এনে উপস্থিত করলেম। এই মুকুট নে, নিয়ে ঐ বালককে দে। আমার হাতে মণিপুর রাজদণ্ড শোভা পায়না। সাধ্বী সতী আমার মা, সন্তান হয়ে এ তুচ্ছ জীবনের সাক্ষ্যে মায়ের কলঙ্ক গাইব কেন? চরণ দে—এই উপাধানে শির রক্ষা করে, তোর চরণধূলিপূত এই পুণ্যতীর্থে এ জন্মের মতন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাই। মা, আমি পিতার অযোগ্য সন্তান।

উলূপী। তাইতো—ক্ষতবিক্ষত রুধিরাপ্লুত কলেবর! একি দেখি বভ্রুবাহন!

বভ্রু। আর দেখবি কি—আমার আসন্ন সময়! মা আমায় কোল দে!

উলূপী। (কোলে বসাইয়া মুখচুম্বন) এ যে অসম্ভব কথা বাপ আমার! হিমালয় হ'তে অজস্র ধারে নির্ঝরিত শক্তি—কোথায় ফেললি বভ্রুবাহন! কাল চক্রের নিমেষে অসংখ্য পাণ্ডব-সেনা বিদলিত করে দেবতার পুষ্পাঞ্জলি লাভ করলি! আজ একটা অতি তুচ্ছ বালকের সঙ্গে সংগ্রাম—এ কি করলি বভ্রুবাহন! বভ্রুবাহন বভ্রুবাহন—বাপ!

বভ্রু। কে মা? এমন কঠিন—কিন্তু ইক্ষুদণ্ডের মত এমন মিষ্ট—সে কে মা? মমতাময়ী কিন্তু কঠিনা মা!. গলিত সুধারূপিণী কিন্তু পাষাণী মা! সত্য করে বল সে ইলাবন্ত তোর কে? মা দয়া-বশে তীব্র শরাঘাতে জর্জ্জরিত মুমূর্ষু এই হতভাগ্যকে কঠিন উপল-ভূমিতে মরতে দিলে না—যুদ্ধ করতে করতে ফিরে গেল! তাই মা অন্তিম সময়ে তোর এই কোমল কোলে স্থান পেয়েছি।

উলূপী। (স্কন্ধে উত্তোলন) এতো শক্তি—এ কি করলি বভ্রুবাহন!

বভ্রু। সাগরে টেনে নিলে—স্রোতস্বিনী অচল হ'ল—মহা-শক্তিতে মিলিয়ে গেল।

উলূপী। আচ্ছা চল দেখি, আমিও মহাশক্তির সেবিকা। দেখি কেমন মৃত্যু অকালে তোকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

[প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। মরেছে, এতক্ষণ ঠিক মরেছে—বেটীর কোলে মাথা রেখে নির্ঘাত মরেছে! বভ্রুবাহন, বভ্রুবাহন—বেটীর হ'ল বভ্রুবাহন! পরের ছেলে আপনার হল, আপনার হ'ল পর! এই বারে কেমন করে পুত্রহত্যা করবি কর! উঁ! বেটী ধর্ম্ম কর্ম্ম করতে এসেছে! স্বামী মেরে, পুত্র মেরে বেটীর ধর্ম্ম! ধর্ম্ম এতকাল ধরে করে এলুম, চুল পেকে গেল, মরতে চললুম, ধর্ম্ম আমি শিখলুম না, বেটী আমাকে ধর্ম্ম শেখাতে এসেছে। তোর বভ্রুবাহনের কাঁথায় আগুন, তোর ধর্ম্মের মুখে নুড়ো, তোর—না না আর বেশী কাজ নেই, বেটীর এইতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমি নাগরাজ—আমার বিশাল রাজ্য—সে রাজ্যে আলো দিতে সবে একটী শিবরাত্তিরের শলতে! যাক—কার্য্য শেষ—বেটীর অহঙ্কার চূর্ণ।

(লগনের প্রবেশ)

লগন। নাও জল খাও।

অনন্ত। আর খেতে হবেনা, পিপাসা মিটেছে।

লগন। দেখ ফের ফরমাস করলে আমি আনতে পারবো না—বহু কষ্টে অনেক দূর থেকে জল এনেছি

অনন্ত। আমি খাবনা, একটু দে চোখে দিই।

লগন। তাহ'লে ফেলে দিই?

অনন্ত। অসাধারণ শক্তি, কেমন না?

লগন। তা আর বলতে—নাও চোখে মুখে জল দাও।

অনন্ত। কার কথা বলছিস?

লগন। তুমি বলছ কার কথা? নাও একটু কুলকুচো কর।

অনন্ত। তুই বেটা বলছিস কার কথা?

লগন। তুমিও যার বলছ, আমিও বলছি তার কথা। নাও একটু দাড়ীটে ভিজিয়ে নাও।

অনন্ত। আমি বলছি আজকের লড়াইয়ের কথা।

লগন। লড়াই! কার সঙ্গে!

অনন্ত। সে কিরে বেটা, কার সঙ্গে কি!

লগন। কার সঙ্গে না ত কি। আপনা আপনি শুন্য আকাশের গায়ে কি তাল ঠোকাঠুকি হয়? একটা লোক চাইত।

অনন্ত। সে কিরে!

লগন। তা হ'লে তুমি বল কি!

অনন্ত। ওরে বেটা একচোখো বললি কি!

লগন। দেখ একচোখো একচোখো ক'রনা—জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে "ওরে বেটা একচোখো ওরে বেটা একচোখো"!

অনন্ত। এতবড় লড়াই হ'ল দেখতে গেলিনি!

লগন। হ'লে বড় লড়াই কেন, এই কোড়ে আঙুলের মতন এতটুকু লড়াইটী পর্য্যন্ত দেখতে পাই।

অনন্ত। তবে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি কি?

লগন। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুসি পাকাচ্ছিলে, এমনি করে গা মোচড়াচ্ছিলে, মুখভঙ্গী করছিলে, তাই দেখছিলুম।

অনন্ত। আর কিছু দেখিসনি?

লগন। আর দেখেছি উলুপী মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। আর ওদিকে?

লগন। ওদিকেও দেখিনা উলুপী মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। সেকি!

লগন। বুঝতে পারলেনা নাগরাজ! আকাশে প্রতিবিম্ব। পাহাড়ে আকাশ আরশী হয়েছে, তাইতে উলুপী মায়ের সোণার পুতুলের ছবি পড়েছে। তবে কোনটা মূর্ত্তি, আর কোনটা ছবি তা বলতে পারলেম না।

অনন্ত। দূর বেটা কাণা—এদিকে যে ছিল সে আমার ইলাবন্ত, আর ওদিকে মণিপুর রাজকুমার বভ্রুবাহন।

লগন। একি কাণা বলে রহস্য করছ মহারাজ, না সত্য বলছ? যদি রহস্য না হয়, তাহ'লে ভগবানের কাছে এই কামনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরে আমার মত কাণা হও। আর আমি যেন এই একচক্ষু হ'য়েই জন্ম জন্ম এখানে আসি! দুই চক্ষু নিয়ে ভ্রমে পড়ার চেয়ে অন্ধ হওয়া ভাল। মহারাজ! আর আমায় কাণা বললে রাগ করব না! আমি এদিকে দেখি ইলাবন্ত— সেই সোণার বর্ণ, সেই হাসিভরা চাঁদমুখ—আবার ওদিকে দেখি সেই ইলাবন্ত—সেই সোণার বর্ণ—সেই হাসিভরা চাঁদমুখ—

অনন্ত। সেকিরে! সেকি বললি!

লগন। কি মহারাজ! দুই চক্ষে দুই রকম দেখেছ নাকি

অনন্ত। তাইতো দেখেছি

লগন। চক্ষু তোমার বিশ্বাসঘাতক। কাছে গিয়ে কোলে করে কেন দেখলে না!

অনন্ত। ইলাবন্ত বভ্রুবাহন—বভ্রুবাহন ইলাবন্ত! একি বললি ভাই লগন!

লগন। মহারাজ! তার একটাকে দৌহিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে মেরে ফেলেছ নাকি?

অনন্ত। অ্যাঁ তাইতো—কি করলুম!

লগন। ছায়া মারলে, না কায়া মারলে!

অনন্ত। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ!

[বেগে প্রস্থান।

লগন। কি করলি বুড়ো ভিমরতি নাগরাজ! বংশলোপ করলি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সমরক্ষেত্রের অপরাংশ।

ইলাবন্ত।

ইলা। কি করলুম—একটা পাশবিক কাজ করতে দৈববলের আশ্রয় গ্রহণ করলুম! মণি বুকে রেখে ভাইকে মারলুম! মহাবলে সেই সব তীক্ষ্ণ বাণ আমার কোমল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভগ্ন হ'ল, আর আমার এই দুর্ব্বল করনিক্ষিপ্ত শরে সেই মহাবীরের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ল! পিতা আত্মরক্ষার জন্যও যে সামগ্রীর সহায়তা

গ্রহণ করলেন না, আমি পিতৃরক্ষার জন্য তাই নিলুম! নিয়ে অমন সোণার ভাইকে মারলুম! নিরপরাধী, পিতার পদলেহী ভাই! কিন্তু সকলের সম্মুখে পদাঘাত-জর্জ্জরিত কুকুরের মতন তাড়িত ভাই!—গুরু সহায় হও—বাসুদেব সুমতি দাও—মন স্থির কর, ভাইকে আমার রক্ষা কর।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। ইলাবন্ত!

ইলা। (প্রণাম) কেন মা!

উলূপী। (নতজানু) নাগরাজকুমার!

ইলা। একি মা!—ঠাকুর, যেমন পাপ তার তেমনি প্রায়শ্চিত্ত। মা মা! বন্যজন্তু বধ করতে গিয়ে যে উৎকোচ নিয়ে ফিরে এসেছিলুম, এতদিনে তার ফল ফলেছে। শ্রীকৃষ্ণের বিচারালয়—সেখানে সূক্ষ্ম বিচার—স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী আজ পুত্রের কাছে নতজানু। দুঃখ নেই—এখন ওঠ মা, বল মা কিজন্য এ অধম সন্তানের কাছে এসেছ?

উলূপী। ইলাবন্ত, মণি ভিক্ষা চাই।

ইলা। (মণি বাহির করিয়া উলূপীর চরণ সমীপে রক্ষা ও উলূপীর মণি গ্রহণ) যাও, এখনও সূর্য্য অস্তমিত হয়নি, মণিপুররাজকে সংবাদ দাও, আমার যুদ্ধের তৃষ্ণা এখনও নিবারিত হয়নি।

উলূপী। নারায়ণ! জন্ম জন্ম যদি এমন পুত্র দাও, তা হ'লে স্বর্গকামনায় আর তোমাকে জ্বালাতন করি না।

[প্রস্থান।

(বভ্রুবাহন ও উলূপী)

বভ্রু। কি ক'রে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করলি মা!—কি করে দুর্ব্বলকে সবল করলি মা!

উলূপী। এখন আর অন্য কথা নয়। দুর্দ্দান্ত শত্রু সম্মুখে মহাদর্পে বিচরণ করছে। সন্ধ্যা না হ'তে হ'তে কার্য্য শেষ কর। কথা কবার ঢের সময় পাবে।

ইলা। এই যে মণিপুর-রাজকুমার! আমি মনে করলুম বুঝি দন্তে তৃণ ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে রণস্থল ত্যাগ করে চলে গিছলে!

উলূপী। বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট কেন বালক! তোমারি জীবন শেষ ক'রে, আবার তোমার পিতাকে তোমার পাশে শয়ন করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ইলাবন্ত ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ, উলূপীর চক্ষে হস্তাবরণ।)

ইলা। ভাই, আর নয়—তোমার কার্য্য শেষ হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করুন। ভাই মাকে আমার সান্ত্বনা কর। গভীর নিদ্রা! (শয়ন ও মৃত্যু)

বভ্রু। (পশ্চাতে নিরীক্ষণ) রাক্ষসী—পিশাচী—কাল-নাগিনী! নাগিনীর আচরণ! নিজের সন্তানকে ভক্ষণ করলি!

উলূপী। বভ্রুবাহন, মাতৃতিরস্কারে শক্তিনাশ করো—এখনও কার্য্য অবশিষ্ট আছে। শীঘ্র যাও—স্পর্দ্ধা ক'রে পিতাকে সমরে আহ্বান কর। পথ নিষ্কণ্টক—বিলম্ব করলে ঐ হতভাগ্যের দেহ-শোণিতে সহস্র কণ্টকের সৃষ্টি হবে। ওর মরণেও বিশ্বাস নাই। দেখ বৃদ্ধ নাগরাজ, তোমার মাতামহ যদি মণি ভিক্ষা করতে তোমার কাছে আসে, প্রাণান্তেও মণি দিও না।

বভ্রু। মণি!

উলূপী। ঠিক কথা—তুই তখন মোহপ্রাপ্ত, তুই জানিস না। বালক, তোর মরণোন্মুখ দেহে এই মণি নব জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছে। (বভ্রুবাহনের বক্ষ হইতে মণি গ্রহণ)

বভ্রু। স্বামী-হত্যার জন্য কত উপায় উদ্ভাবন করেছিস মা!

উলূপী। যা, বাবা শিগ্‌গির যা—আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর। তোর মাতে আর আমাতে ভেদজ্ঞান করিসনি। তোর মায়ের অপমান সে আমার—যা বাপ শীঘ্র যা—মর্য্যাদা রক্ষা কর।

বভ্রু। ইলাবন্ত—ভাই! (ইলাবন্তের বক্ষে পতন)

উলূপী। (ধরিয়া) তুই আমার ইলাবন্ত—আমার মাতৃবৎসল সন্তান, আদরের নিধি, স্বর্গের সোপান—পিতার নরকদ্বারের সদা সজাগ সশস্ত্র প্রহরী। এই দেখ বালক—চোখ দেখ! কি তীব্র—কি নীরস! কিন্তু তোকে দেখে অবধি সে সরস! আমার নয়নের আলো, আর মাকে চক্ষুজলে অন্ধ করনা—তোর গতি লক্ষ্য হবে না—পথ চিনতে পারব না!

বভ্রু। আর ভয় কি মা! এখনও আমাকে ভয় কর? এখন তুমি অস্থির হলেও আমি স্থির। এই আমি চল্লুম—স্বয়ং গুরুদেব এলেও আর আমাকে পথ হ'তে ফেরাতে পারবে না।

উলূপী। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তোমার জয়জয়কার হ'ক বভ্রুবাহন! না—পিতাকে বিশ্বাস নেই। ভ্রাতৃশোকে জ্ঞানশূন্য বালককেও বিশ্বাস নেই। শুদ্ধ আমার নিষ্ঠুরতার আবরণে সে মহত্ত্বকে ক্রিয়াহীন রেখেছি। সেকি আর থাকবে! আমার কি আর শক্তি আছে! পুত্রবিয়োগ—দারুণ আঘাত! এ হৃদয় কি এত বলবান! কৈ—না—কাঁপে কেন! কৈ না—

বড় দুর্ব্বল! ইলাবন্ত! ইলাবন্ত! না না—মাতৃবৎসল মায়ের আদেশ পালন করতে মরণের রাজ্য থেকে ফিরে আসবে—"কেন মা" ব'লে উত্তর দেবে। এ দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে বভ্রুবাহনকে শাসনে রাখতে পারব না—উচ্ছৃঙ্খল বালক হয়তো পিতাকে মুণ্ড দেবে। তাতে শুধু রক্ষা হবে একের প্রাণ! তবে আয় ইলাবন্ত তোকে অন্ধকারে লোক অগোচরে জন্মের মতন লুকিয়ে রাখি।

(ইলাবন্তকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমরক্ষেত্রে।

বভ্রুবাহন, লগন ও অনন্ত।

অনন্ত। তুই আমার ইলাবন্ত না বভ্রুবাহন?

বভ্রু। কেও মাতামহ, প্রণাম—দাদা পদধূলি প্রদান কর।

অনন্ত। ওরে বেটা লগনা! ওরে বেটা একচোখো লগনা!

লগন। রসো রসো, অত তাড়াতাড়ি ক'রনা! আমোদ করবার ঢের সময় পাবে! আগে দেখ কান্না—কি ছায়া!

অনন্ত। সে তুই দেখ, ওরে বেটা একচোখো লগনা, ওরে বেটা লগনা একচোখো—একচোখা লগনা, ওরে বেটা!

লগন। দেখ যত হাসি তত কান্না—ভাল করে দেখ, দেখে স্ফূর্ত্তি কর—দেখ আগে ছায়া কি কান্না।

অনন্ত। সে আমি দেখেছি। তুই বেটা এতক্ষণ ধ'রে অর্দ্ধেক দেখলি, এখন আবার বাকী অর্দ্ধেকটা দেখে নে। চল ভাই আমরা

দেশে যাই! তোর অদর্শনে নাগরাজ্য অন্ধকার! লগন, লগন—দেখ দেখ! ভাই আমার কাঁদছে—আমায় পাগল মনে করে কাঁদছে!

লগন। (বভ্রুবাহনের অঙ্গে হস্ত দিয়া) মহারাজ, মহারাজ!

অনন্ত। কি হ'ল, কি হ'ল!

লগন। কৈতো কিছু বুঝতে পারলুম না।

অনন্ত। সে কি!

লগন। মহারাজ এ বুঝি ছায়া।

অনন্ত। সেকি! (বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন) এই যে আমার বুক জুড়ুলো! এমন শীতল, এমন কোমল, ঠিক যেন ননীর পুতুল! চোপরাও বেটা! পাজী বেটা লগনা বেটা কাণা বেটা! এ আমার ইলাবন্ত। কাঁদিস কেন ভাই, তোর সে সর্ব্বনাশী মাকে কি মেরে ফেলেছিস! তা হ'লে সেই মণিটে আমায় দে আমি তাকে বাঁচিয়ে আনি। চুপ করে কেন ইলাবন্ত?

বভ্রু। দাদা! তোমাকে দাদা বলতে আমার রসনা অবশ হচ্ছে! দাদা! আমি ইলাবন্ত নই—বভ্রুবাহন।

লগন। ছায়া, ছায়া—

অনন্ত। বভ্রুবাহন, আমার মণি?

বভ্রু। এই নাও দাদা—শীঘ্র যাও ভাইয়ের জীবন রক্ষা কর।

অনন্ত। লগন, লগন—

লগন। না, তা কেন—কাণা! নাও আদরে কাজ নেই, এখন চল। দেহ থাকতে থাকতে চল। শিয়াল কুকুরে দেহটাকে খেয়ে ফেললে বাঁচাবে কি! চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বালক! তোমার বীরত্বের প্রশংসা করি।

বভ্রু। আমিও আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করি। নিজের অভিমান বজায় রাখতে, অনেকগুলো প্রাণী সংহার করলেন। শুনলেম হস্তিনায় আপনারা আজকাল কতকগুলো বিধবা নিয়ে রাজত্ব করছেন। বিধবার ওপর আধিপত্য করে পাণ্ডবের কি এত লোভ বেড়ে গেছে, তাই অশ্বমেধের ছল করে এতগুলো বীরকে মণিপুরে আনয়ন করেছেন! বুঝেছেন কি এখানে শু'লে, তাদের হতভাগ্য নারীগণের উচ্চ চীৎকার তাদের সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত করবে না!

অর্জ্জুন। বাক্যব্যয় কেন বালক! অস্ত্র ধর।

বভ্রু। বালক ইলাবস্ত সেই সঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে! সে যে কুমার! তাকে কি লোভে মরতে পাঠিয়েছিলে তৃতীয় পাণ্ডব?

অর্জ্জুন। নরাধম! অস্ত্র ধর।

বভ্রু। সূর্য্য, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র আপনাদের পিতা—দেবতার বংশ! জারজের অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ ক'রে গাণ্ডীবকে কলঙ্কিত করতে প্রবৃত্তি কেন। (উভয়ের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পতন) বাসুদেব! অভিমন্যুর অভাবের এতদিনে মোচন হ'ল। বভ্রুবাহন! প্রাণাধিক! সাধ্বীসতী চিত্রাঙ্গদা, তার নিন্দা—মহাপাপ—উপযুক্ত ফল, অভাবনীয় পরিণাম—বাসুদেব, বাসুদেব! (মৃত্যু)

বভ্রু। পিতা, পিতা—শঙ্করবিজয়ী বিজয়! নিবাতকবচনাশী ধনঞ্জয়! পুত্রহস্তে নিধন, এই কি তোমার পরিণাম? পুত্রবৎসল! স্নেহরুদ্ধ হস্তে বাণ প্রহার করলে, শরের প্রভাব বুঝতে পারলেন না! পুত্রঘাতী হবার ভয়ে নরাধম সন্তানকে পিতৃঘাতী করলে!

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। বভ্রুবাহন, বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় মণিপুরে এসেছেন, কি অতিথি সৎকার করেছ? কি আসনে তাঁর শ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দিয়েছ? পিতা চিত্রবাহন তাঁকে কন্যার হৃদয়াসন পেতে সৎকার করেছিলেন, তুমি তাঁকে কোথায় রেখেছ মণিপুর রাজকুমার?

বভ্রু। অন্ধ মণিপুর রাজনন্দিনী! ঐ যে সুন্দর আসন—দেখতে পাচ্চনা? বিশ্রান্ত দেহে দেব-অতিথি মণিপুর-রাজদত্ত কোমল শয্যায় সুখনিদ্রায় শয়ান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বভ্রুবাহন মণি কৈ?

চিত্রা। একি ভগিনী উলূপী! তুমি!—তোমা হ'তে স্বামীর এই অবস্থা! ত্রিলোকবিশ্রুতা ধর্ম্মজ্ঞা, প্রধানা পতিব্রতা তুমিই আমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ! মিথ্যা কথা, চক্ষের ভ্রম। বভ্রুবাহন তোমার পিতা যথার্থ নিদ্রিত—অযোগ্য স্থান, ডাক—নিদ্রা ভঙ্গ কর। কুরুকুলের পরম প্রিয়, বাসুদেব-সখা এ ছল কেন? গা তুলুন, অশ্ব ছেড়ে দিয়েছি—উঠুন, তার সঙ্গে যান—অসময়ে ধূলি-শয়নে নিদ্রা কেন? আরাধ্য দেব! কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আরাধনা করি; মণিপুররাজের গৃহ পবিত্র করুন। তোলনা বোন, তুই যে স্বামীর প্রিয়তমা—আমার কথা যে শোনেন না বোন!

উলূপী। বভ্রুবাহন, মণি?

বভ্রু। নাগনন্দিনি! সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি—তোর পুত্রবধ করেছি, তোর স্বামীহত্যা করেছি—আর কিছু যদি করবার থাকে শীঘ্র বল্। তোর চক্ষুশূল সপত্নী সম্মুখে। মা আদেশ কর,

ওকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিই। স্বামীবিয়োগিনীর করুণ রোদন আর আমার সহ্য হয় না। এ মহাকার্য্যের শেষ থাকে কেনও?

উলূপী। মণি কই?

(অনন্ত ও লগনের প্রবেশ)

অনন্ত। মণি ওখানে কোথায়—মণি এখানে!

উলূপী। ওখানে গেল কেমন করে!

অনন্ত। কেন—মণি চাও? এস আমার সঙ্গে এস—এই মণি সাগরে নিক্ষেপ করি, তুমি কুড়িয়ে নেবে এস।

উলূপী। বভ্রুবাহন, কার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ—বৃদ্ধকে ধর, মণি নাও। অমনি না পাও বলে নাও তাতেও না পার হত্যা কর।

অনন্ত। কৈ এস মা—আমার ইলাবন্ত যেখানে গেছে, সেইখানে সবাইকে পাঠিয়ে দিই।

চিত্রা। তাই কর—পিতা, কন্যা প্রতিকার চায়। এরা আমার স্বামীহত্যা করেছে। ওদের মুখ দেখলে মহাপাপ। আগে এই নরাধম সন্তানের প্রাণনাশ কর।

লগন। হাঁ হাঁ, আগে দেখ ছায়া কি কায়া!

অনন্ত। কেও, মা চিত্রাঙ্গদা! আয় মা কাছে আয়। নিরপরাধিনি! আমার কুলাঙ্গার কন্যার দোষে তুই স্বামীবিয়োগিনী থাকবি কেন মা।! এই নে মণি নে—স্বামীর প্রাণরক্ষা কর। (মণি প্রদান)

চিত্রা। সতীশিরোমণি! স্বামীর সঙ্গে পুত্রহত্যা করেছ, তাত জানতেম না! ভগিনী, তোমার মণি তুমি গ্রহণ কর। আমি

জ্ঞান, তোমার এ অপূর্ব্ব লীলা আমিতো বুঝতে পারছি না। স্বামীবধে তোমার আমার এক দশা—তুমি স্থির, তবে আমি কাতর কেন? এই মণি নাও, নিয়ে তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর। (মণি প্রদান)

উলূপী। মহাত্মন্! পুরাণ ঋষি, শাশ্বত, অক্ষয়! তোমার কি মৃত্যু আছে? অন্যায় সময়ে গুরুহত্যা করেছিলে, তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে! আর কেন মহারাজ গাত্রোত্থান কর। (বক্ষে মণি স্থাপন। অর্জ্জুনের উত্থান। নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি)

অর্জ্জুন। তোমরা সবাই, আমার ইলাবন্ত কৈ?

উলূপী। হা ইলাবন্ত! (মূর্চ্ছা)

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। এই সময় সেই বিটলে বামুনকে পাই, তাহ'লে তার হরিনামের ঝুলি কেড়ে নিই।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। কেন—বিটলে বামুনকে কেন? কিছু নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছো নাকি?

পুণ্ড। করেছি বই কি? মা উলূপী পুত্রশোক একা ভোগ করতে পারছে না, তাই তোমাকে ভাগ নিতে নিমন্ত্রণ করেছি।

নারদ। বেশ করেছ বেশ করেছ! সব রকম সামগ্রীই খাওয়া হয়েছে, কিন্তু পুত্র শোকটা কখন আস্বাদন করা হয়নি। শুনেছি সেটা নাকি হরিনামের চেয়েও মিষ্টি! পুত্রবৎসলে! নীরবে সে সুধা পান করছ কেন? ওঠ—অতিথি এসেছি আমাকে কিছু ভাগ দাও। (উলূপীর উত্থান)

অর্জ্জুন। এ তোমার কি লীলা ঠাকুর?

নারদ। বাসুদেব সহচর! দেবতার অবধ্য তুমি। তুমি যদি দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চোখ বুজে পড়ে থাকতে পার. তাহ'লে আমার লীলাময় কি একটু লীলা দেখাতে পারেন না? যাক এ আনন্দ অসম্পূর্ণ থাকে কেন? এস হরিপরায়ণ! কোথায় আছ শীঘ্র এস। হরির পদাশ্রয়ে তোমায় রেখে গিছলুম—যেখানে থাক যে ভাবে থাক শীঘ্র এস। নরাধম! শীঘ্র আয়। গুরু বাক্য অবহেলা! শীঘ্র আয়।—কৈ কি হ'ল!—ও সর্ব্বনাশী, তুই তাকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিস! মনে করেছিস তোর বাপ নাগরাজ তাকে কোন মতে খুঁজে বার করতে পারবে না! ডাক মা শীঘ্র ডাক—ইলাবন্ত বলে শীঘ্র ডাক।

উলূপী। সেকি বল ঠাকুর!

নারদ। শীগ্‌গির—তার অদর্শন আর আমি সহ্য করতে পারি না। শীঘ্র বল ইলাবন্ত!

উলূপী। ইলাবন্ত!

সকলে। ইলাবন্ত!

পট পরিবর্ত্তন।

(বালকবেশী কৃষ্ণসহ ইলাবন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট।

নারদ। একি ঠাকুর যে! এখানে কেন!

কৃষ্ণ। তোমার ভয়ে। তুমি আমার হাতে ভাইকে তোমার সঁপে দিয়েছ, মা নিষ্ঠুর হয়ে তাকে আমার এই কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তোমার ভয়েএখানে আমি তাকে আগলে বসে আছি।

গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্ব-বালাগণের প্রবেশ)

(গীত)

এমন মিলন গান গাইব আর কবে।
নীরব রবেনা বীণা বিনা লয়ে গাইতে কি হবে॥
আশার পথে আনাগোনা—
হারানিধি ফিরলোনাকো উপলে ফললোনা সোণা।
ঝরে গেছে শুধু চোখের জল নীরবে ভাসিয়েছে ভবে॥
গাও বীণা জয় গাওরে—
মৃততরু মুঞ্জরিত মুখরিত বীণা গাওরে,
জীবন মিলনে তানে তানে বংশীধারীর বাঁশীর রবে॥